উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৩,৮৭১.৩২ (+৩৩৫.৯৭)
নিফটি : ২৫,৬৯৪.৯৫ (+১২০.৬০)

ক্ষমতায় এনডিএ, ইঙ্গিত বিহারে
মগধভূমে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলতে থাকা নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই। বিহারে দ্বিতীয় দফার ভোট শেষে এগজিট পোলে তেমনই ইঙ্গিত। ›› ৭

এবার কাঁপল ইসলামাবাদ, মৃত ১২
মঙ্গলবার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ইসলামাবাদের ডিস্ট্রিক্ট জুডিসিয়াল কমপ্লেক্স চত্বর। মারা গিয়েছেন অন্তত ১২ জন। সরাসরি ভারতের দিকে আঙুল তুলেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৮° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন

২০২৬ বিশ্বকাপ খেলেই অবসর : রোনাল্ডো ›› ১২

২৫ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 12 November 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 173

ডাক্তারই জঙ্গি

সেই গাড়ি ও ধোঁয়াশা

প্রথম যে গাড়িটিতে বিস্ফোরণ ঘটে, সেই গাড়িটি দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা লালকেল্লার কাছে একটি পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে ছিল

গাড়িটিতে নীল-কালো রঙের টি-শার্ট পরা এক ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে সিসিটিভি ফুটেজে

সরকারি তরফে ওই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ্যে না এলেও সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি, ওই ব্যক্তি পুলওয়ামার চিকিৎসক উমর নবি

ফরিদাবাদ থেকে ধৃত মুজাম্মিলের সঙ্গে উমরের যোগ রয়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের

ফরিদাবাদ কানেকশন

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে জইশ-ই-মহম্মদের সমর্থনে পোস্টার সাঁটানোয় চিকিৎসক আদিল আহমেদ র‍্যাদারকে গ্রেপ্তার করে কাশ্মীর পুলিশ

আদিলের সূত্র ধরে মুজাম্মিল আহমেদ নামে আরেক চিকিৎসকের খোঁজ

ফরিদাবাদে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকত মুজাম্মিল, সেখান থেকেই উদ্ধার ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক

মুজাম্মিলের সাহায্যে আদিল ওই বিস্ফোরক ফরিদাবাদে নিয়ে এসেছিল বলে সূত্রের দাবি

মুজাম্মিলের পাশাপাশি শাহিন শাহিদ নামে আরও এক মহিলা চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

দিল্লির বিস্ফোরণে কাশ্মীর যোগ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : নাশকতায় কাশ্মীর, হরিয়ানা ও দিল্লির যোগ। লালকেল্লায় মেট্রো স্টেশনের বাইরে সোমবারের এনআইএ তদন্তে সামনে এল কাশ্মীরি জঙ্গিদের হোয়াইট কলার মডিউলের সক্রিয়তা। তাও দেশের খাস রাজধানীর হাই সিকিউরিটি জোনে, সদা ব্যস্ত এলাকায়। বিস্ফোরণটি আসলে আত্মঘাতী হামলার তত্ত্বও তদন্তে জোরালো হচ্ছে। যে সাদা রংয়ের হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে, চালকও কাশ্মীরি।

উমর উন নবি ওরফে উমর মহম্মদ নামে যে ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছিল বলে পুলিশ মনে করছে, সে পুলওয়ামার বাসিন্দা এবং পেশায় চিকিৎসক। কাজ করত ফরিদাবাদের আল-ফালাহ মেডিকেল কলেজে। বিস্ফোরণের সময় গাড়িতে উমর ছাড়া আরও দুজন ছিল বলে গোয়েন্দারা প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেয়েছেন। কীভাবে, কোথা থেকে গাড়িটি বিস্ফোরণ স্থলে এল, তার রুট ম্যাপ তৈরি করছে পুলিশ।

বিভিন্ন রাস্তা ও টোল প্লাজার সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট, সোমবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ গাড়িটিকে প্রথম হদিস করা গিয়েছে ফরিদাবাদের এশিয়ান হাসপাতালের কাছে। তারপর বাদরপুর টোল প্লাজা পার হয়ে গাড়িটি দিল্লিতে ঢোকে সকাল ৮টা ১৩ মিনিটে। সেসময় চালকের আসনে ছিল উমর। পরিচয় লুকোতে মুখে মাস্ক ছিল তার। সেখান থেকে গাড়িটি ওখলা পৌঁছোয় সকাল ৮টা ২০ মিনিটে।

পরে সুনিহারি মসজিদের কাছে উমরের গাড়িকে প্রায় ৩ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু একবারও গাড়ি থেকে বের হয়নি উমর। ঠায় গাড়িতে বসে ছিল। গোয়েন্দাদের অনুমান, পুলিশের নজর এড়াতে গাড়ি থেকে বের হওয়ার ঝুঁকি নেয়নি সে। সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে গাড়িটি পার্কিং ছেড়ে পুরাতন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ইউ-টার্ন নেয়। তারপর ছাতা রেলচক ধরে লোয়ার সুভাষ মার্গের দিকে এগিয়ে যায়।

কয়েক মিনিট পর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে নেতাজি সুভাষ মার্গে একটি ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ির গতি কমে গেলে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণ ঘটাতে উমর ও তার সঙ্গীদের বেশ কিছুদিন ধরে তৈরি হওয়ার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছেন গোয়েন্দারা।

এরপর দশের পাতায়

সন্দেহভাজন জঙ্গির বাবাকে আটক করছে পুলিশ। কাশ্মীরে। (নীচে) নয়াদিল্লিতে কান্না মৃতের স্বজনের।

প্রতিশোধের গন্ধ

- এক মাস আগে মহিলা ব্রিগেড খোলা হবে ঘোষণা করেছিল জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদ। ‘জামাত-উল-মোমিনাত’-এর শীর্ষে জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের বোন
- শাহিন ‘জামাত-উল-মোমিনাত’-এর ভারতীয় শাখার প্রধান বলে উঠে আসছে
- মুজাম্মিল গ্রেপ্তার হতেই লালকেল্লার সামনে হামলা কি না, তা নিয়ে রহস্য

চিকেন নেকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি শুরু

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : দিল্লি বিস্ফোরণের মধ্যেই চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ। লালকেল্লার ঘটনার ঠিক আগেই আকাশপথে চিকেন নেকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি শুরু করেছিল বায়ুসেনা ও সেনাবাহিনী। সেনা সূত্রের খবর, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ বার্তা পেয়েই চিকেন নেকে অতিসক্রিয় হয়েছে তারা। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি করিডরের কাছে কিশনগঞ্জ, চোপড়া এবং ধুবড়ির বামুনিগাঁওতে তিনটি নতুন সেনাছাউনি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। গত এক মাসে করিডরের কাছে তিনটি বিশেষ অস্ত্র মহড়া হয়েছে। চিকেন নেক রক্ষায় কামিকাজে ড্রোন সজ্জিত ‘অশনি’ প্লাটুন এবং নির্ভুল আঘাত হানার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ‘ভৈরব’ ব্যাটালিয়ন কাজে লাগানো হচ্ছে। বায়ুসেনা কর্তারা জানিয়েছেন, চিকেন নেক রক্ষায় তাঁরা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে আরও সক্রিয় হচ্ছেন। তাঁদের ভাষায়, চিকেন নেকে তৈরি হয়েছে প্রযুক্তি নির্ভর ‘প্রতিরক্ষা ছাতা’। ব্রহ্মস ক্রুজ মিসাইল রেজিমেন্টকেও আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

সেনা সূত্রের খবর, রবিবার থেকেই শিলিগুড়ি করিডরে আকাশপথে সবসময়ের জন্য নজরদারি শুরু হয়েছে। সেনার ত্রিশক্তি কোর ছাড়াও ব্রহ্মাস্ত্র এবং গজরাজ কোর আলাদা করে নজরদারি শুরু করেছে। চিন সীমান্তেও বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে। করিডরের সুরক্ষায় সপ্তাহখানেক আগেই সিকিমে সাতদিনের সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর যুদ্ধাস্ত্রের প্রশিক্ষণ হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

গোল্ডেন ভেন-এ আমলার পাসওয়ার্ড

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : রাজ্য সড়ক থেকে কয়েক মিটারের ছোট্ট গলি শেষে ঝাঁ চকচকে একটি দোতলা বাড়ি। বাড়ির ভিতরে বা ত্রিসীমানায় একটিও লোক নেই। কিন্তু পুরো বাড়িটি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় মোড়া। ছাদ থেকে নীচতলা পর্যন্ত গোটা পনেরো ক্যামেরা তো হবেই। মানুষজন না থাকলেও কোচবিহার হরিণচওড়া তোর্ষা সেতু সংলগ্ন এলাকার ওই বাড়িটিতে রাতবিরেতে নানা ধরনের গাড়ির যাতায়াত রয়েছে। খাগড়াবাড়ির শিবযজ্ঞ এলাকাতেও একই ধরনের একটি বাড়ি আছে; যেখানে দিনে নয়, মাঝেমধ্যে শুধু রাতেই মানুষ বা গাড়ি দেখা যায়। অবশ্য শুধু কোচবিহারের কথা বললে ভুল হবে। আলিপুরদুয়ার, অসম-বাংলা সীমানার বারবিশা, মাটিগাড়ার শিবমন্দির এলাকাতেও একই ধরনের আরও কয়েকটি বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে। সেগুলিও ফাঁকা এবং সিসি ক্যামেরায় মোড়া। নামে হোক বা বেনামে, সবক'টি বাড়ির মালিক এক প্রভাবশালী কালো কারবারি আমলা। প্রয়োজন না থাকলেও কেন বাড়িগুলো তৈরি করে ফেলে রাখা হয়েছে সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

এই কেন'র উত্তর খুঁজতে গিয়ে হতভম্ভ হয়ে গিয়েছেন দুঁদে গোয়েন্দারাও। মায়ানমার থেকে অসম হয়ে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত পাচারের সোনা পৌঁছে দেবার জন্য সিন্ডিকেটের তৈরি করা রুটকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা নাম দিয়েছেন, ‘গোল্ডেন ভেন’। আর সেই পাচারপথের অন্যতম সর্দার সেই প্রভাবশালী আমলা। গোয়েন্দাদের মতে, ফাঁকা বাড়িগুলো আসলে আমলার ‘ক্রাইম ল্যাবরেটরি’। বাড়িতে সিসিটিভিগুলো লাগানো ছিল নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং ভেতরে চলা কার্যকলাপের ওপর নজর রাখার জন্য; কোনও বাহক বিশ্বাসঘাতকতা করছে কি না তা দেখার জন্য। ঘরে বসেই আমলা মোবাইলে ক্যামেরার ছবি, ভিডিও দেখত।

কালো কারবার

- মায়ানমার থেকে অসম হয়ে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত সোনা পাচারের রুট
- এই রুটকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা নাম দিয়েছেন, ‘গোল্ডেন ভেন’
- উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় প্রভাবশালী আমলার নামে-বেনামে বাড়ি
- সেই ফাঁকা বাড়িগুলিই আসলে ক্রাইম ল্যাবরেটরি
- প্রত্যেকবার পাচারদ্রব্যের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড দেওয়া হত। সেই পাসওয়ার্ড দিত আমলা নিজেই

এখনও খোঁজ মেলা আমলার উত্তরবঙ্গের ছ'টি বাড়ি, একটি ফ্ল্যাট, কলকাতার দুটি ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটি হাইওয়ের একদম কাছাকাছিই অবস্থিত। প্রতিটি বাড়িতেই গাড়ি পার্কিং এবং ঢোকা ও বের হওয়ার যথেষ্ট জায়গা আছে। তার চেয়েও বড় কথা বাড়িগুলো ‘গোল্ডেন ভেন’-এর বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, চোরাচালানের ট্রানজিট পয়েন্ট বা জংশন হিসাবে বাড়িগুলো ব্যবহার হচ্ছে। তাই পাচার রুটের নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর সুপরিকল্পিতভাবেই সেগুলো তৈরি করা হয়েছে। সীমান্ত পার হওয়ার পর চোরাই সামগ্রী ফাঁকা বাড়িগুলোতে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে বা নিরাপদে প্যাকেটজাত করে তারপর পরবর্তী গন্তব্যের জন্য পাঠানো হত।

এরপর দশের পাতায়

সত্যের জয়, বিবৃতি জামিনে মুক্ত পার্থর

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : নিয়োগে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ। ঘরভর্তি কোটি কোটির বান্ডিল উদ্ধারের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকার অভিযোগ। কেলেঙ্কারি যত বড়ই হোক না কেন, শেষপর্যন্ত জামিন পেয়ে গেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিন বছর তিন মাস ১৯ দিন পর জেল হেপাজত থেকে বাড়ি ফিরলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। জেলে যাওয়ার সময় অবশ্য তিনি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী। তবে চাকরি কেনাবেচার অভিযোগটি তাঁর শিক্ষা মন্ত্রিত্বের সময়।

নামে জেল হেপাজত হলেও তিনি কিছুদিন ধরে চার দেওয়ালের মাঝে বন্দি ছিলেন না। চিকিৎসাধীন ছিলেন কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখান থেকে মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর নাকতলার বাড়িতে ফিরলেন পার্থ। দীর্ঘদিন জেলবন্দি, দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বোঝা গেল, এখনও তাঁর অনুগামীর অভাব নেই। তাঁরাই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে করতে প্রাক্তন মন্ত্রীকে পৌঁছে দিলেন বাড়িতে। যে বাড়ির নাম ‘বিজয়কেতন।’

যদিও তাঁর জামিন নিয়ে বিরোধীরা তো বটেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছিছিক্কারে ভরে গিয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এত বড় দুর্নীতির পর জামিন পেয়ে যাওয়ার অর্থ কি অভিযোগ প্রমাণে ইডি, সিবিআইয়ের ব্যর্থতা নয়। হাইকোর্টের ভূমিকাও জনপরিসরের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। মন্তব্য করা হয়েছে, শাস্তি অভিযুক্তের হল না, হল শিক্ষকদের।

বাড়ির পথে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

যাঁদের একাংশ চাকরি হারিয়ে কার্যত পথে বসতে চলেছেন।

পার্থর দীর্ঘদিনের দলীয় সঙ্গী, এখন বিজেপি নেতা তাপস রায়ের ভাষায়, ‘এটা কোনও মুক্তিই নয়। এরপর উনি কোন মুখে সমাজে, রাজনীতি কী করবেন,

এরপর দশের পাতায়

সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ়

ধর্মের ভেদাভেদ মুছে দেয় রাসমেলা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : আজিবুল হক এই মেলায় গীতা বিক্রি করেন। আমিনুর হোসেন এই উৎসবে রাসচক্র বানান। তা দেখে বা আজিবুলের গীতা কিনে অন্তরা বসু, শেখর সাহাদের মতো অনেকেই খুশির আনন্দে ভাসেন। সম্প্রীতির বাঁধনটা এখানে সহজেই শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে। কোচবিহারের মহারাজারা একদিকে ধর্মপ্রাণ হওয়ার পাশাপাশি সবসময়ই সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিতেন। কোচবিহারের রাসমেলা তারই অন্যতম নিদর্শন। বছরের পর বছর ধরে রাসমেলা সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করেছে। করে চলেছে।

কোচবিহার শহরে সমস্ত ধর্মের মানুষ মিলেমিশে সুষ্ঠুভাবে থাকার নজির রয়েছে। রাসচক্র যেন তারই প্রতীক। হরিণচওড়ার আমিনুর হোসেনের পরিবার বংশপরম্পরায় এই রাসচক্র তৈরি করে আসছে। আগে আমিনুরের বাবা আলতাফ মিয়াঁ এটি বানাতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর ছেলে আমিনুরের কাঁধে সেই দায়িত্ব পড়ে। আমিনুর জানাচ্ছেন, লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে নিরামিষ খেয়ে তাঁরা রাসচক্র তৈরি করেন। সেই রাসচক্রে আবার বৌদ্ধ ধর্মের ছাপ রয়েছে। এই সূত্রেই এই রাসচক্র যেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের অন্যতম নিদর্শন হয়ে ওঠে। মদনমোহন মন্দিরে প্রবেশপথের পাশেই বেশ কয়েকটি বইয়ের দোকান নজর কাড়ে। সেগুলির মধ্যে একটি দোকানে নানা স্বাদের বইয়ের মাঝে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত সযত্নে সাজানো। বিক্রেতার নাম আজিবুল হক। দেওয়ানহাটের বাসিন্দা আজিবুল বছরের পর বছর ধরে গীতা, রামায়ণ সহ নানারকম বইয়ের সম্ভার নিয়ে রাসমেলায় হাজির হন। মনে নানা সুখস্মৃতির ভিড়। জানালেন, গীতার মতো বই বিক্রির সুবাদে এই মেলা কোনওদিনও তাঁকে নিরাশ করেনি।

বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা মহম্মদ আমিম মঙ্গলবার রাসমেলায় টমটমগাড়ি বিক্রি করছিলেন। চার দশক ধরে তিনি রাসমেলায় আসছেন। আগে তাঁর বাবা-কাকারা আসতেন। তারপর থেকে আমিম আসরে নামা শুরু করেন, ‘আমরা দেশের বহু জায়গায় টমটমগাড়ি নিয়ে যাই। কিন্তু একে ঘিরে কোচবিহারে যে সাড়া পাই তা অবিশ্বাস্য। বাসিন্দারা এই খেলনা নিয়ে যে আবেগ দেখান তা আর কোথাও অনুভব করিনি।’ এই টানেই তাঁর প্রতিবার কোচবিহারে আসা বলে আমিম জানান। শুনে শহরের প্রবীণ বাসিন্দা হরিপদ রায়ের বক্তব্য, ‘এটাই তো কোচবিহারের স্বতন্ত্রতা।

ভিড়ে ঠাসা রাসমেলা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। ছবি : জয়দেব দাস

এরপর দশের পাতায়

গৌতমের ধাঁচে রবির ‘টক টু চেয়ারম্যান’

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : এবার কোচবিহার শহরবাসী পুরকর ও তাঁদের এলাকার পরিষেবা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার কথা সরাসরি কথা বলতে পারবেন পুরসভার চেয়ারম্যানকে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ধাঁচে এবার কোচবিহার পুরসভাও চালু করছে ‘টক টু চেয়ারম্যান’। তাতে শহরবাসীরা প্রতি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট সময়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারবেন, তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ ও তাঁদের কথা শোনার পর পুর কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করবে তাদের পক্ষে যেগুলি সম্ভব দ্রুত সেসব সমস্যার সমাধান করা। মঙ্গলবার এই কথা জানান পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তবে শুধু ‘টক টু চেয়ারম্যান’-এর মাধ্যমেই নয়, পুর পরিষেবা নিয়ে শহরবাসীর অভিযোগ জানার জন্য পুর কর্তৃপক্ষ পুর ভবনের নীচে একটা অভিযোগ বাক্সও রাখবে। শহরবাসীরা সেখানেও কর এবং পুর পরিষেবা নিয়ে তাঁদের যে কোনওরকম অভিযোগ লিখিতভাবে সেখানে জানাতে পারবেন। রাসমেলার পরই এই ব্যবস্থা চালু করবে পুরসভা। তবে নির্বাচনের আগে পুর কর্তৃপক্ষ কেন এই ব্যবস্থা শুরু করতে যাচ্ছে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

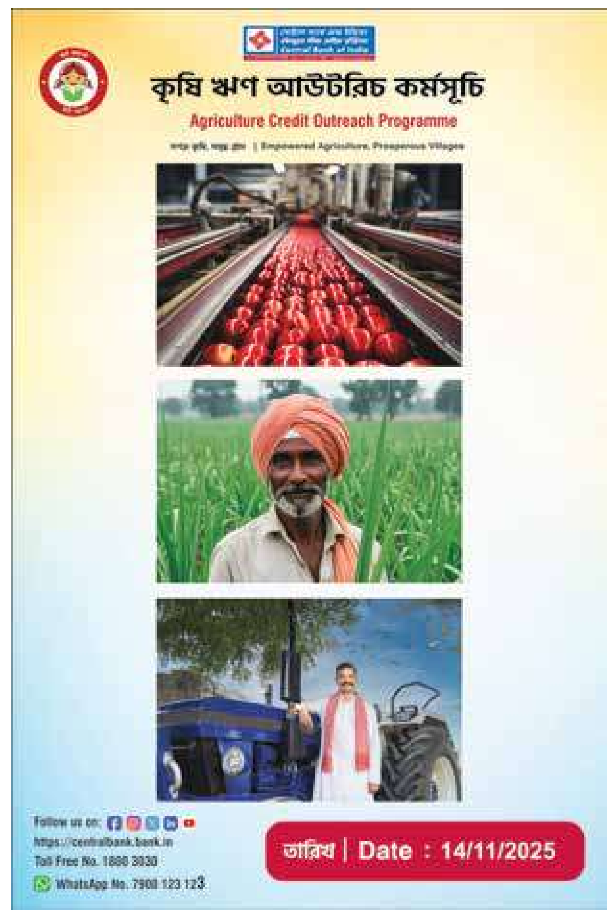

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৬_২০২৫/কে/৮৫৪ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হল:

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২৬_২০২৫	নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেডিয়াম পরিসরে ক্রীড়া সুবিধার উন্নতকরণ।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/৩০_২০২৫/কে/৮৫৮; তারিখ: ১৮-১০-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে উপরের টেন্ডারের জন্য সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

টেন্ডার নং	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
৩০_২০২৫	কাটিহার ডিভিশনের প্রধান ট্রান্সফরমার সাব-স্টেশনগুলিতে এসইবি পাওয়ার সাপ্লাই ফিডের সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা এবং যুক্ত/আনুষঙ্গিক কাজ।	টেন্ডার জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

উপরের টেন্ডারের অন্যান্য সকল শর্ত ও নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/আরটি২৪_২০২৫/কে/৮৫২; তারিখ: ১৮-১০-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে উপরের টেন্ডারের জন্য সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

টেন্ডার নং	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
আরটি২৪_২০২৫	"বারসোই জংশনে ইআই-সিস্টেমের ইন্টারলকিং সহ উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ" এসএন্ডটিকাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ।	টেন্ডার জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

উপরের টেন্ডারের অন্যান্য সকল শর্ত ও নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২-২০_২০২৫/কে/৮৪৮ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হল:

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২-২০_২০২৫	কাটিহার মণ্ডলের সমস্ত স্টেশন মাষ্টারের চেম্বার/কক্ষে এসির ব্যবস্থা করা	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের নিউ কোচবিহার হেলথ ইউনিটে ঠিকাভিত্তিতে অংশকালীন মহিলা চিকিৎসকের (সিএমপি) নিযুক্তি

নোটিস নং. সিএমএস-১২ অফ ২০২৫ তারিখঃ ৩১-১০-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার জংশনের মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক আলিপুরদুয়ার জংশনের মাণ্ডলিক রেলওয়ে চিকিৎসালয়ের হেলথ ইউনিট/নিউ কোচবিহারে প্রতিদিন ০৪ ঘন্টার কর্তব্যরত সময়ের জন্যে অংশকালীন ভিত্তিতে মহিলা চিকিৎসকের নিযুক্তির হেতু (মহিলা চিকিৎসকের একটি অসংরক্ষিত পদ) আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করছে। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ২০-১১-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্য সহিত উপরোক্ত পদের জন্যে আবেদনপত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.nfr.indianrailway.gov.in ওয়েবসাইটে উপরোক্ত সময়ের ভেতরে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২৫_২০২৫/কে/৮৫৩, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫-এর বিরুদ্ধে সংশোধনী

কারিগরি কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
১	আরটি২৫_২০২৫	কাটিহারে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া কার্যক্রমের সুবিধার্থে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২৭_২০২৫/কে/৮৫৫, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫-এর বিরুদ্ধে সংশোধনী

কারিগরি কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
১	আরটি২৭_২০২৫	বাণিজ্যিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "কাটিহার ডিভিশনের ১৮টি প্রস্তাবিত স্থানে এটিভিএম স্থাপনের জন্য সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এবং ল্যান সংযোগের কাজ" (স্টেশন: কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জং, বারসোই জং, পূর্ণিয়া জং, জোগবনী, কিশানগঞ্জ, সামসি, রায়গঞ্জ, ফোর্বসগঞ্জ, আরারিয়া কোর্ট, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা, বালুরঘাট, আলুবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি, বুনিয়াদপুর এবং গঙ্গারামপুর)।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি২-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৬-২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৭-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও প্রান্তের দিশায় মির্জা শান্টিং নেকের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৫৮,৯৭,৩৬২.৪৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২৯,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-১১-২০২৫ তারিখের ১৭.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৪৫_২০২৫/কে/৯৯৩, তারিখ: ০৭-১১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ ৪৫_২০২৫। কাজের নাম ঃ ০২ বছরের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি ডিপো, কাটিহার ডিপো এবং বালুরঘাট ডিপোতে প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ট্রেনের প্যান্ট্রি/সাব প্যান্ট্রি এলএইচবি কোচগুলিতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারেক্টিভ রিপেয়ার বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৮১,৩৬,০৩৯/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৬২,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে শান্টিং নেকের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৭৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখঃ ১০-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ছয়গাঁও-মির্জা খণ্ডে ৩ × ১.২ মিটার স্প্যানের সেতু নং ৬৯৭ এর সম্প্রসারণ এবং সহযোগী ট্র্যাক লিংকিং ও বিভিন্ন পি-ওয়ে কার্য সহিত শান্টিং নেকের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৩৬,২৪,৪৫৪.৬১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,১৮,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বক্সায় বাঘের সন্ধানে ৪০০ ট্র্যাপ ক্যামেরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : বক্সার জঙ্গলে চলবে বাঘের সন্ধান। তবে শুধু বাঘ নয়, বিভিন্ন জন্তুর খোঁজের পাশাপাশি নজরদারির কাজে ডিসেম্বর থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভে ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানোর কাজ শুরু হবে। কয়েকদিনের মধ্যে ট্রেনিং শুরু হবে বনকর্মীদের। এ বছর দুই ডিভিশন মিলিয়ে ৪০০টি নতুন ট্র্যাপ ক্যামেরা বসবে বলে জানিয়েছেন রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। প্রতি বছর শীতকালে বক্সার জঙ্গলে ক্যামেরা লাগানো হয়। এ বছর সেই কাজ শুরু হবে আর দিন ১৫ পরে।

এদিন এ বিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি দেবাশিস শর্মা বলেন, 'গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি ক্যামেরা লাগানো হবে। পুরোনো কিছু ক্যামেরা নষ্ট হয়েছে। নতুন ক্যামেরা কেনা হয়েছে। এতে আরও ভালো নজরদারি থাকবে।' বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর প্রায় ২১০টি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। তার আগের বছর ১৮০ ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। এ বছর সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ফলে আরও বেশি বনকর্মীদের কাজে লাগানো হবে। বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, বিগত বছরে কম সংখ্যক ক্যামেরা থাকায় এক জায়গায় বেশিদিন সেগুলি লাগিয়ে রাখা যায়নি। জায়গা বদল করতে হয়েছে। তবে, এ বছর প্রায় চার মাস এক জায়গায় ক্যামেরা লাগানো থাকবে।

প্রতি বছর শীতকালে ক্যামেরা লাগানো হয়। বর্ষার আগে খুলে ফেলা হয়। এপ্রিল মাসে বৃষ্টির সম্ভাবনা

বক্সা টাইগার রিজার্ভ।

থাকায় মার্চে ক্যামেরা খুলে নেওয়া হবে বলে জানান বক্সার বনকর্তারা। ট্র্যাপ ক্যামেরাগুলোর মাধ্যমে বক্সায় বাঘের ছবি পাওয়া যায়। ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘের ছবি ধরা পড়ে ট্র্যাপ ক্যামেরায়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে আবার বক্সায় বাঘের ছবি ধরা পড়েছিল। তবে এরপর প্রায় দুই বছর কেটে গেলেও বক্সায় দেখা যায়নি বেঙ্গল টাইগার। বনকর্তারা অবশ্য জানিয়েছিলেন, বক্সায় যে বাঘ দেখা গিয়েছিল সেটা অসম বা ভুটান থেকে এসেছিল। এবছর ট্র্যাপ ক্যামেরায় ওইরকম বাঘের ছবি ধরা পড়ার আশা করা হচ্ছে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভকে বাঘের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হয়েছে। বনবস্তি স্থানান্তর থেকে জঙ্গলে বিভিন্ন হরিণ ছাড়া হয়েছে। তবে বাঘের অস্তিত্ব নিয়ে বারবার প্রশ্ন ছিলই। ট্র্যাপ ক্যামেরায় জঙ্গলের পরিবেশের ওপর সহজে নজরদারি সম্ভব। আর বাঘ থাকলে সেটাও ট্র্যাক করা যেতে পারে। এছাড়া ওই ক্যামেরায় বিভিন্ন সময় নানা বিরল জন্তুর ছবি ধরা পড়ে। বন দপ্তর জানাচ্ছে ক্যামেরায় যে ছবি ওঠে সেগুলো দেখতে দুই মাস সময় লেগে যায়। এবার ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ায় সেই কাজে আরও বেশি সময় লাগতে পারে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-২২-২৫-২৬; তারিখ: ০৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-২২-২৫-২৬; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জং ডিভিশনে: এমএসিএল-গুলির (০৪ এলসিজি-গুলির)-এর সাথে সম্পর্কিত এলসি গেটগুলির ইন্টারলকিং -এর সাথে সম্পর্কিত এলসি গেটে যেমন সিএ-১, সিএ-৮, সিএ-১৯ এবং সিএ-২০ -এ ৪টি ৫ কেভিএ, ২৫ কেভি/২৪০ভি একক ফেজ এটি সরবরাহের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ১৯,২৬,২১৮.২১/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩৮,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে কর্মী সরবরাহ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৮৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ০৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ডিইএন-III/রঙিয়ার এখতিয়ারে বিভিন্ন বিটে ট্রলম্যান হিসেবে কাজ করার জন্য কর্মী সরবরাহ (দুই বছরের জন্য)। টেন্ডার মূল্য: ৬,৪৪,২৫,১৯২.৮৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৭২,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

TENDER

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafied outsider for development works vide - N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/06/ 2025-2026. **Dt.10.11.2025** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৯১, তারিখঃ ০৬.১১.২০২৫, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ কাজের নামঃ (১) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য নিউ ফারাক্কা জংশনে (এনএফকে) ডুয়াল ডিটেকশন তৈরী করতে এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য বারহারওয়া জংশনে (বিএইচডব্লু) বর্তমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সহ এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৩) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য সকরিগলি (এসএলজে)-তে বর্তমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সহ এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৪) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য সাহেবগঞ্জে (এসবিজি) ডুয়াল ডিটেকশন তৈরী করতে এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৫) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য মির্জাচৌকি (এমজেডসি)-তে বর্তমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সহ এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২০,০০,৪৮২.৮৫ টাকা, বায়নামূল্যঃ ৪০,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪.১১.২০২৫ থেকে ২৮.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in, নোটিস বোর্ডঃ সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালদা টাউন। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

MLD-222/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ই-টেন্ডার নংঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_২৭_ওটি আরও, তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫। কাজের নামঃ জরুরী অবস্থার সময়ে ব্যবহারের জন্য সুরক্ষা সামগ্রী রাখার জন্য মালদা ডিভিশনের সকল স্টেশনে উভয় প্রান্তে লোকেশন বক্সের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩০,৪৬,৮০০ টাকা। বায়নামূল্যঃ ৬০,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ ১২.১১.২০২৫ থেকে ২৬.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ডঃ সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।

MLD-219/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৯_২০২৫/কে/৮৫৭ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হল:

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২৯_২০২৫	কাটিহার মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো/খেড়ে স্থিত ওয়াশিং/সিক লাইনে এইচওজি কোচসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৩_২০২৫/কে/৮৫১ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হল:

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২৩_২০২৫	ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "যোগবানীতে-ষ্টাবলিং লাইন, শান্টিং নেকের নির্মাণ এবং পিএফ লাইনে লোকো রিভার্সেল লাইনের পরিবর্তন"।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২২_২০২৫/কে/৮৫০, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫-এর বিরুদ্ধে সংশোধনী

কারিগরি কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
১	আরটি২২_২০২৫	"জালালগড় (জেএজি)-এ ড্রেনেজ সিস্টেম, গুড্স অফিস, মার্চেন্ট রুমের উন্নয়ন এবং পূর্ণিয়া (পিআরএনএ), রানীপত্র (আরএনএক্স), বাটনাহা (বিটিএফ), জালালগড় (জেএজি)-এ গোডাউনের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ" -এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ দুই ফেজে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরুকারী ট্রেন নং. ১৩০৩৩/৩৪-তে ০১টি আরটিডিপি এবং ২৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৩০টি এসএলআর কম্পার্টমেন্টের পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। ক্রমিক নং. এবং অকশন ক্যাটালগ নংঃ (১) পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১১বি, কম্পার্টমেন্টঃ ১০টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১৯.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। ক্রমিক নং. এবং অকশন ক্যাটালগ নংঃ (২) পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১১সি, কম্পার্টমেন্টঃ ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট এবং ট্রেন নং. ১৩০৩৩/১৩০৩৪-তে ০১টি আরটিডিপি। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ২১.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট।

HWH-390/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৪৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৪৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

শিলিগুড়ি বিধান রোডে মুদিখানা দোকানে কাজের জন্য লোক চাই। (M) 98320 64349. (C/119119)

অ্যাফিডেভিট

গত 03-11-2025 তারিখ J.M. 1st Class সদর কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি Arati Roy-এর পরিবর্তে রীতা Tiwari নামে পরিচিত হলাম। Rita Tiwari এবং Arati Roy উভয়ই একই ব্যক্তি। ঘুঘুমারী, কোচবিহার।

আমি Ram Prasad Das আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 7/11/25 এ E.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Surjo Das, S/o Ram Prasad Das থেকে Surya Prasad Das, S/o Ram Prasad Das করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119073)

I, Ruma Barman, D/o Nirmal Barman, Vill: Chechakhata, PO: APD Jn, Alipurduar, do hereby declare that Ruma Barman Sarkar and Ruman Barma is one and same identical person, vide affidavit Sl. No : 6460 of 10.11.25 sworn before the 1st class Judicial Magistrate, Alipurduar. (C/118734)

I SADHU RAM ROY before E.M. Court, Jalpaiguri on 13.01.2020 by affidavit declared that my actual name is Sadhu Ram Roy, that Sadhu Ram Roy and Sudhu Ram Roy is same and one identical person. (C/118578)

I SHIULI ROY before E.M. Court, Jalpaiguri on 13.01.2020 by affidavit declared that my actual name is Shiuli Roy, that Shiuli Roy and Sheeuli Roy is same and one identical person. (C/118579)

কর্মখালি

সেলাই জানা দক্ষ মহিলা প্রশিক্ষক চাই। ময়নাগুড়ি S.B.I তিনতলা সেন্টারের জন্য। বায়োডাটা সহ যোগাযোগ করুন। (M) 9641994098. (S/C)

Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের ঃ- পরিশ্রমী লোক চাই। (S) 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/119119)

স্মরণে

স্বর্গীয় তপন দাস, প্রয়াণ- 12-11-23. শোকাহত ঃ তরুণ ভিলা দাস পরিবার, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/119901)

অ্যাফিডেভিট

স্ত্রীর আধার, এপিক এবং মেয়ের আধার ও জন্ম শংসাপত্রে নাম অমিল থাকায় দিনহাটা JM (1st. Cl.) কোর্টে 6.11.2025 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Chhalim Ali Sekh ও Salim Ali এবং স্ত্রী Sahinur Bibi ও Sahinur Khatun Bibi একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাং- সেউটি-১ খণ্ড, দিনহাটা। (S/M)

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB 63 2010 0874781) পিতার নাম Lalit Baul থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 11.11.2025 অ্যাফিডেভিট বলে Lalit Ranjan Baul হইল। Sandip Baul, Ward No. 7, Dinhata. (S/M)

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-010/2025-26 (2nd Call)** Last date of online bid submission **04/12/2025 Hrs. 09:00 AM.** For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

e- TENDER Corrigendum

Vide notification no. 1718 & 1719/DCFS/JPG/25, Dt: 07/11/25 bids are requested from interested bidders for engagement of vendors for Stationeries and Goods Vehicles.
Last Date of Submission: 03/12/25 till 5 P.M. for Stationeries & 04/12/2025 till 2 P.M. for Goods Vehicles.
Please follow the website **https://www.wbtenders.gov.in** and notice board O/o DCF & S, Jalpaiguri.

Sd/- DCF & S,
Jalpaiguri

আজ টিভিতে

ময়ূরই অনুভবের হারিয়ে যাওয়া বৌ বনলতা জানতে পেরে অবাক লাজু। **কনে দেখা আলো** রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ বিধাতার লেখা, দুপুর ১.০০ চ্যাম্প, বিকেল ৪.১৫ আমার মায়ের শপথ, সন্ধে ৭.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.৪৫ শক্তি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ রণক্ষেত্র
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মধু মালতী, দুপুর ১২.০০ মায়ের অধিকার, ২.৩০ পুত্রবধূ, বিকেল ৫.০০ মেমসাহেব, রাত ১০.৩০ চৌধুরী পরিবার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দাদাঠাকুর
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.১২ ফোর্স-টু, বিকেল ৩.১৯ বিস্ফোট, ৫.৩১ গেহরাইয়াঁ, সন্ধে ৭.৫৯ মিশন মঙ্গল, রাত ১০.১৩ ভূত পুলিশ
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫২ কেদারনাথ, দুপুর ২.০১ আ অব লওট চলেঁ, বিকেল ৫.০৩ বাগি, সন্ধে ৭.৩০ রিয়েল টেভর, রাত ৯.৪৬ মিস্টার জু কিপার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ গুমরাহ, বিকেল ৩.৫০ দিল কা রিস্তা, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ১০.০০ ঢোল
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৫ আচার্য, দুপুর ১.৪৪ বিজয় দ্য মাস্টার, বিকেল ৪.৫৩ ওয়েলকাম ব্যাক, সন্ধে ৭.২৮ জান, রাত ১০.২৪ ওয়ান্টেড
জি সিনেমা : বেলা ১১.০২ জয় সিমহা, দুপুর ১.৫৩ এতরাজ, বিকেল ৪.৪৫ গেম চেঞ্জার, সন্ধে ৭.৫০ মায়া পুথগম, রাত ১১.৪৬ নাম্বার ওয়ান বিজনেসম্যান

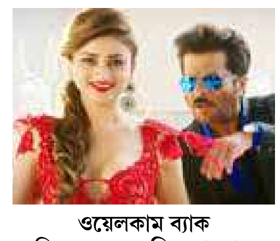

ওয়েলকাম ব্যাক
বিকেল ৪.৫৩ **জি অ্যাকশন**

জাঙ্গল প্ল্যানেট সন্ধে ৭.২১ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

মায়া পুথগম (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.৫০ **জি সিনেমা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাউকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সাধ্যের বাইরে খরচ করতে যাবেন না। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে চলেছেন। বৃষ : নতুন বাড়ি কেনার জন্য ব্যাংক ঋণ অনুমোদনের সম্ভাবনা। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। মিথুন : বাবার চিকিৎসার জন্য খরচ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে অধিক কাজের জন্য মানসিক চাপ বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। কর্কট : সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। সিংহ : পরিবারের কারও শারীরিক অসুস্থতার জন্য ভ্রমণের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হতে পারে। মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হবে। কন্যা : সংসারের আর্থিক অচলাবস্থা কেটে যাবে। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য সম্মানিত হবেন। প্রেমের দোলাচল কাটবে। তুলা : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের জন্য গর্বিত হবেন। কুচক্রী সহকর্মীর কারণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চোখে আপনার সুনাম নষ্ট হবে। বৃশ্চিক : বহুদিন ধরে চলা কোনও মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে। অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। ধনু : অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে শারীরিক দুর্বলতার শিকার হতে পারেন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। মকর : দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। কুম্ভ : নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করার আগে অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। মীন : নিজের অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতার কারণে সাফল্য পাবেন। জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলোচনায় ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২১ কার্তিক, ১২ নভেম্বর, ২০২৫, ২৫ কাতি, সংবৎ ৮ মার্গশীর্ষ বদি, ২০ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫২, অঃ ৪।৫১। বুধবার, অষ্টমী শেষরাত্রি ৪।৪। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ১২।২০। শুক্রযোগ দিবা ২।৩১। বালবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৩১ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৪।৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১২।২০ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, শেষরাত্রি ৪।৪ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৮।৩৭ গতে ৯।৫৯ মধ্যে ও ১১।২২ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৭ গতে ৪।১৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টোমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রথমাষ্টমীকৃত্য (উৎকল)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫১ মধ্যে ও ৭।৩৪ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৬।৩৪ মধ্যে ও ৮।২১ গতে ৩।২৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৫১ গতে ৭।৩৪ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ৩।২২ মধ্যে।

নিউ কোচবিহার স্টেশনে পুলিশের তল্লাশি। মঙ্গলবার। -জয়দেব দাস

জেলাজুড়ে নাকা চেকিং, সতর্ক পুলিশ

কোচবিহার ব্যুরো

১১ নভেম্বর : দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর কোচবিহার জেলায় সতর্কতা অবলম্বন করছে জেলা পুলিশ। সীমান্তে বিএসএফের তৎপরতাও নজরে পড়েছে। হোটেলগুলিতে থাকা আবাসিকদের তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোচবিহারে এখন রাসমেলা চলছে। পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে মেলার নিরাপত্তায় বাড়তি নজর রাখা হচ্ছে বলে পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা নাকা চেকিং করছি। নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না।' এদিকে, কোচবিহারের সঙ্গে বাংলাদেশের বিরাট সীমান্ত রয়েছে। অনেক জায়গায় আবার কাঁটাতারের বেড়া নেই। সে কারণে সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে। বিস্ফোরণের ঘটনার পর টহলদারি বাড়ানো হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রের খবর।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সোমবার সারারাত গুঞ্জবাড়ি, বাবুরহাট, ঘুঘুমারি, কাছারি মোড় সহ বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং চলে। বাইরে থেকে আসা গাড়িগুলিতে তল্লাশি চালান পুলিশ আধিকারিকরা। সেই সঙ্গে হোটেলগুলিতেও চলে অভিযান।

কোচবিহারের পাশাপাশি অন্য মহকুমাতেও নাকা চেকিং চলেছে। চ্যাংরাবান্ধায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত থাকায় সেখানকার পুলিশ বাড়তি সতর্ক। সোমবার রাত থেকেই মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা সহ আধিকারিকরা নাকা চেকিং শুরু করেছেন।

এসডিপিও-র কথায়, 'সীমান্ত এলাকায় বরাবরই নিরাপত্তা বেশি থাকে। সীমান্তে বিএসএফ রয়েছে। আমাদের পেট্রলিং ভ্যান ও সাদা পোশাকের পুলিশ নানা জায়গায় মোতায়েন রয়েছে।' চ্যাংরাবান্ধার কলসিবান্ধা সংলগ্ন চেকপয়েন্ট ও মেখলিগঞ্জের জয়ী সেতু সংলগ্ন এলাকায় নাকা চেকিং চলেছে। এদিকে, অসম-বাংলা সীমানার বক্সিরহাটও কড়াকড়ি নজরে পড়েছে। অসম থেকে আসা গাড়িগুলিতে তল্লাশি চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জেলাবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ও নির্বিঘ্নে রাসমেলা সম্পন্ন করাই বর্তমান পরিস্থিতিতে পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। মঙ্গলবার পুলিশের আধিকারিকরা দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। মেলার ডিউটিতে কোনওভাবেই যাতে খামতি না থাকে তা নিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেককে।

সূত্রের খবর, মেলা চত্বরে সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। এছাড়া স্নিফার ডগ, মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। ওয়াচ টাওয়ারে কর্মরত পুলিশকর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সিসিটিভিতেও নজর রাখা হচ্ছে নিয়মিত। তবে পুলিশ জানিয়েছে, জেলায় একটানা তল্লাশি চললেও এখনও পর্যন্ত অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়েনি।

বজ্র আঁটুনি

- সোমবার সারারাত গুঞ্জবাড়ি, বাবুরহাট, ঘুঘুমারি, কাছারি মোড়ে নাকা চেকিং, হোটেলগুলিতে অভিযান
- চ্যাংরাবান্ধার কলসিবান্ধা সংলগ্ন চেকপয়েন্ট ও মেখলিগঞ্জের জয়ী সেতু সংলগ্ন এলাকায় নাকা চেকিং
- অসম-বাংলা সীমানার বক্সিরহাটে কড়াকড়ি
- রাসমেলা চত্বরে সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, স্নিফার ডগ, মেটাল ডিটেকটর দিয়ে পরীক্ষা
- বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত বিএসএফ মোতায়েন, বিস্ফোরণের পর বেড়েছে টহলদারি

রাতে স্কুলের অফিসে চুরি

নয়ারহাট, ১১ নভেম্বর : রাতের অন্ধকারে জানলার রড খুলে স্কুলের অফিস ঘরে ঢুকল দুষ্কৃতী। আলমারি থেকে কাগজপত্র বের করার পর তছনছ করে বলে অভিযোগ। যদিও বিশেষ কিছু চুরি যায়নি। শুধু একটি জমির খতিয়ানের আবেদনপত্র ও আলমারির দুটি চাবি উধাও হয়েছে। মঙ্গলবার এমন ঘটনাই প্রকাশ্যে এসেছে মাথাভাঙ্গা-১ নম্বর ব্লকের কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতগাঁও এপি ফার্স্ট ফেজ স্কুলে। ঘটনা জানাজানি হতেই স্কুলে স্থানীয়দের ভিড় জমে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল হুদা এদিন এই ব্যাপারে মাথাভাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

বড় চুরির ঘটনা না ঘটলেও রড খুলে দুষ্কৃতী স্কুলের অফিস ঘরে ঢুকল কেন? মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এই প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে এলাকাবাসীর মনে। বিষয়টি প্রধান শিক্ষকের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, 'হঠাৎ কেন দুষ্কৃতী অফিস ঘরে ঢুকল সেটাই চিন্তার বিষয়। তবে আমার সন্দেহ এসআইআর আতঙ্কের মধ্যে কেউ হয়তো শংসাপত্রের কাগজের খোঁজে এসে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে।' প্রধান শিক্ষক আরও বলেন, 'এদিন স্কুলে এসে দেখি আলমারি থেকে বের করা কাগজ আমার টেবিলের ওপর এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে। আলমারি খোলা।' কোনও মূল্যবান নথি চুরি গিয়েছে কি না, এই মুহূর্তে বলতে না পারলেও জমির খতিয়ানের আবেদনপত্র ও দুটি চাবি উধাও হয়েছে বলে প্রধান শিক্ষকের দাবি।

পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

চৌধুরীহাট, ১১ নভেম্বর : মঙ্গলবার বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে আড়াই বছরের এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দিনহাটা-২ ব্লকের উত্তর বড়শাকদল ধোপারঘাটে। সকালে দীপ সরকার নামে ওই শিশুটির দেহ পুকুরে ভাসতে দেখেন তার পরিবারের লোকেরা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সকালে বাড়িতে ওই শিশু ও তার মা একাই ছিল। শিশুটিকে ঘরে রেখে কাজ করছিলেন মা, শিশুটি পুকুরের ধারে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে মা এসে দেখতে পান সন্তান ঘরে নেই। এরপর নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই বাড়ির পাশে থাকা পুকুরে দেখেন সন্তান জলে ভাসছে। এরপর মায়ের চিৎকারে এলাকার বাসিন্দারা এসে পুকুর থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এসে সেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। মৃত শিশুর পরিবারের সদস্য বিপুল মোদক বলেন, 'এদিন সকালে ওই শিশুটি কখন পুকুরের ধারে চলে গিয়েছিল কেউ বুঝতে পারেনি।' এদিকে ঘটনার পরেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে।

সেরার মর্যাদা টিকিয়ে রাখাই চ্যালেঞ্জ রামপুরের

পরিকাঠামোর অভাব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১১ নভেম্বর : রামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রাজ্যের সেরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে পরপর তিনবার সুশ্রী কায়াকল্প প্রকল্পে পুরস্কার পেয়েছিল। গত বছর ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডের (এনকিউএএস) স্বীকৃতিও অর্জন করে। কিন্তু সেই মর্যাদা টিকিয়ে রাখাই এখন বক্সিরহাটের রামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে ওই হাসপাতাল পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পরিষেবার জন্য সেখানে গেলে অন্যত্র রেফার করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব রয়েছে। এর জেরে রোগীরা সমস্যায় পড়ছেন। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মনোরঞ্জন দাস বলেন, 'ডাক্তার বা কর্মী সংখ্যার ঘাটতির কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তারা বিষয়টি দেখছে। মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে আমাদের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। পুরস্কারপ্রাপ্তি কিন্তু সেই উদ্যোগের ফসল।'

সম্প্রতি রামপুরের বাসিন্দা আশুতোষ সরকার ওই হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে আসেন। তাঁর চোখের সমস্যা রয়েছে। তাঁর কথায়, 'হাসপাতালে এসে শুনি ডাক্তার নেই। অগত্যা ভরসা ২০ কিলোমিটার দূরের তুফানগঞ্জ সরকারি হাসপাতাল কিংবা গাঁটের কড়ি খরচ করে কোনও ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বার।'

ফলিমারির মায়া প্রধানের অভিজ্ঞতার কথাই ধরা যাক। মঙ্গলবার হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'ডাক্তারবাবু এক্স-রে করাতে বলেছেন। রামপুর হাসপাতালে সেটার ব্যবস্থা নেই। কোচবিহার জেলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ফলিমারি থেকে রামপুরে যাতায়াত করতে ১০০ টাকা খরচ হয়। অন্যদিন যদি ফের বাড়ি থেকে কোচবিহারে যেতে হয় তবে বাড়তি খরচ আরও ১০০ টাকা। সাধারণ দিনমজুরি করি। আমাদের পক্ষে কি এত খরচ করা সম্ভব!'

স্থানীয় সূত্রে খবর, আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে ফুলের টব দিয়ে সাজানো ছিল। হাসপাতালের গেটের সামনে থেকে ভেতর পর্যন্ত পরিষ্কার ছিল। কিন্তু বর্তমানে গোটা হাসপাতাল চত্বর আবর্জনার পাশাপাশি আগাছায় ভরে উঠেছে।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-১, রামপুর-২ ও ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া আলিপুরদুয়ারের বারবিশা, কুমারগ্রাম সহ নিম্ন অসমের বিস্তীর্ণ এলাকার গড়ে প্রতিদিন ২৫০ জন মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহির্বিভাগে পরিষেবা নিতে আসেন। সিজারের ব্যবস্থা না থাকলেও প্রতি মাসে গড়ে ৫-৮টি নর্মাল ডেলিভারি হয়। তবু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক্স-রে এর ব্যবস্থা নেই। রক্ত পরীক্ষার জন্য সঠিক পরিকাঠামো নেই। মাত্র দুজন চিকিৎসক দিয়ে কোনওরকমে কাজ চলছে। এছাড়া নার্স চারজন, জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (জিডিএ) চারজন আছেন। স্থায়ী সাফাইকর্মীও নেই। বাইরে থেকে দুজনকে নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। অনেকদিন ধরে হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদটিও ফাঁকা।

অসম সীমানা ঘেঁষা তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের গ্রামীণ হাসপাতালটি যে ক্রমশ অবনতির পথে তা নিয়ে সংশয় নেই। তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাসের মন্তব্য, 'রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে আরও জোর দিচ্ছে। আমাদের হাসপাতালে যেসব সমস্যা রয়েছে, আশা করছি সেগুলি দ্রুত মিটে যাবে।'

গর্ভপাতের যথেচ্ছ ওষুধ বিক্রি

হাতুড়েদের কার্যকলাপে বিপদের আশঙ্কা শীতলকুচিতে

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১১ নভেম্বর : প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের নজর এড়িয়ে হাতুড়েদের একাংশ বাড়তি মুনাফার আশায় গর্ভপাতের ওষুধ বিক্রির রমরমা কারবার চালাচ্ছেন শীতলকুচি ব্লকের বিভিন্ন বাজারে। এই ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, একাধিক উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকার পরেও বাসিন্দারা ছুটছেন হাতুড়েদের কাছে। ব্লকের বাজারগুলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে এমন একাধিক চেম্বার। কোনওরকম ইউএসজি বা অন্য পরীক্ষানিরীক্ষার বালাই নেই! তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত ওই ওষুধ কীভাবে লিখে দিচ্ছেন তাঁরা? অথচ অনিয়ন্ত্রিতভাবে ওই ওষুধ বিক্রি করে ফুলেফেঁপে উঠছেন হাতুড়েরা। অন্যদিকে, হাতুড়ের খপ্পরে পড়ে প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ। গত বছর এই ব্লকের ভাঐরথানা এলাকায় এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে শীতলকুচি ব্লকের ডাকঘরা বাজার এলাকায়। তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলা অধিক রক্তক্ষরণে প্রাণ হারান। পরে জানা যায়, ডাকঘরা বাজারের এক হাতুড়ের কাছ থেকে গর্ভপাতের ওষুধ নিয়েছিলেন ওই মহিলা। তাঁর মৃত্যুর পরেই চাপে পড়েন ওই হাতুড়ে। যদিও অভিযোগ, এলাকায় প্রভাব থাকায় এবং শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের সহযোগিতায় ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি।

তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সালিশি সভা করে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হয়। অভিযুক্ত হাতুড়ে ডাক্তার পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা দেন মৃতের পরিবারকে। তবে এ বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ মৃতের স্বামী। তাঁর কথায়, 'আমার মানসিক অবস্থা ভালো নেই। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাইছি না।'

অন্যদিকে, অভিযুক্ত হাতুড়েও মন্তব্য করতে নারাজ। যদিও বিজেপি কিষান মোর্চার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রহ্লাদ বর্মন বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা সব সময় অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করেন। এই ঘটনাও তার বাইরে নয়। টাকার অঙ্কে ন্যায়-অন্যায় ভুলিয়ে দেন তাঁরা। ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাই। যে হাতুড়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন তাঁর কঠোর শাস্তির দাবি জানাই।'

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বড় কৈমারির অঞ্চল সভাপতি জয়ন্ত বর্মন ফোনে জানান, ঘটনাটি নজরে রয়েছে। তবে দলের কোনও নেতা এই সালিশি সভায় ছিলেন না। অভিযুক্ত চিকিৎসক ও মৃতের পরিবার বসে বিষয়টি মিটিয়ে নিয়েছে।

এই নিয়ে শীতলকুচির বিএমওএইচ ডাঃ শাশ্ব অধিকারী বলেন, 'এমন ঘটনার কথা জানা নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখব। হাতুড়েরা গর্ভপাতের ওষুধ দিতে পারেন না। বাসিন্দারা চাইলে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে গর্ভপাত করাতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে। পরীক্ষানিরীক্ষা না করে এভাবে ওষুধ ব্যবহার করলে প্রাণহানির আশঙ্কা থেকে যায়। ঘটনায় নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আনব।'

আশঙ্কার কারণ

- ব্লকে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা থাকার পরেও বাসিন্দারা ছুটছেন হাতুড়েদের কাছে
- কোনওরকম ইউএসজি বা অন্য পরীক্ষানিরীক্ষার বালাই নেই!
- প্রশ্ন উঠছে, নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত ওই ওষুধ কীভাবে লিখে দিচ্ছেন তাঁরা?
- হাতুড়ের খপ্পরে পড়ে প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ
- সম্প্রতি, তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলা অধিক রক্তক্ষরণে প্রাণ হারান

গালামালের দোকানের আড়ালে মদ বিক্রি

নয়ারহাট, ১১ নভেম্বর : গালামালের দোকানের আড়ালে অবৈধভাবে মদ বিক্রি করছে এক ব্যক্তি। এমনই অভিযোগ জানিয়েছেন মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেও কোনও লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার স্থানীয়রা এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

আমবাড়ি এলাকায় এই অবৈধ মদের ঠেক রয়েছে বলে অভিযোগ। কেউ প্রতিবাদ করলেই তাঁকে হুমকি ও ভয় দেখানো হয় বলে জানান স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা নিশিকান্ত বর্মন বলেন, 'ওই গালামালের দোকানের সামনের রাস্তার ধারে মদের গ্লাস ও বোতল পড়ে রয়েছে। অবস্থা এমন যে ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলা দায়।' এলাকার এক বাসিন্দা তাপসী বর্মনের মতে, 'এলাকায় এভাবে মদ বিক্রি হওয়ায় অনেকেই আসক্ত হয়ে পড়ছেন। পরিবারগুলিতে অশান্তি ও কলহ বাড়ছে।' সুস্থ পরিবেশের স্বার্থে এলাকায় অবৈধভাবে মদ বিক্রি দ্রুত বন্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দা সরস্বতী বর্মন। আবার জ্যোৎস্না বর্মন জানান, বাধ্য হয়ে এদিন তাঁরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। এর আগেও একবার অবৈধভাবে মদ বিক্রির অভিযোগ তুলে ওই ব্যক্তির নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় ফের তার নামে অভিযোগ জমা পড়েছে।

নিখোঁজ ছাত্রী

নয়ারহাট, ১১ নভেম্বর : স্কুলে যাওয়ার কথা বলে মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। আর ফেরেনি। টানা নয়দিন রহস্যজনকভাবে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর নিখোঁজের ঘটনায় মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চলতি মাসের ৩ তারিখ থেকে ওই ছাত্রী নিখোঁজ। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি সহ সম্ভাব্য সমস্ত স্থানে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পরও সন্ধান না মেলায় পরিবারের সদস্যরা চিন্তায় পড়েছেন। ছাত্রীর মা মাথাভাঙ্গা থানায় মিসিং ডায়েরি দায়ের করেছেন। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, নিখোঁজ ছাত্রীর খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ব্যাগের দোকানে ভিড়। মঙ্গলবার কোচবিহারে রাসমেলায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

সঙ্গে থাকেন না স্ত্রী, ফর্ম ছিঁড়লেন স্বামী

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১১ নভেম্বর : তাঁর সঙ্গে থাকেন না, এই রাগে স্ত্রীর এনুমারেশন ফর্ম ছিঁড়ে ফেললেন স্বামী। মঙ্গলবার সকালে এমনই ঘটনা ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের গোলেনাওহাটি পঞ্চায়েতের গাছতলা এলাকায়। ফর্ম ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তা সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হয় শীতলকুচি থানার পুলিশকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৬ বছর আগে বিয়ে হয় রফিকুল মিয়াঁ ও আর্জিনা বিবির। কিন্তু চার বছর ধরে সাংসারিক অশান্তির জন্য স্বামীর ঘর ছেড়ে বাবার বাড়িতে চলে যান আর্জিনা। কিন্তু ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) এনুমারেশন ফর্ম নিতে এদিন গাছতলা এলাকায় আসেন তিনি। তাঁর এলাকায় স্ত্রী এসেছে জানতে পারেন রফিকুল। স্ত্রী গ্রামের বিএলও'র বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন রফিকুল। আর্জিনা ফর্ম নিয়ে বাইরে আসতেই তা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন রফিকুল। কথা কাটাকাটির থেকে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন দুজন। এমন পরিস্থিতিতে আর্জিনার ফর্ম ছিঁড়ে দেন রফিকুল।

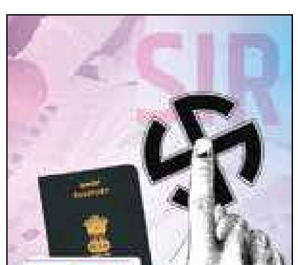

যদিও রফিকুলের দাবি, নিজে ফর্ম ছিঁড়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করছেন আর্জিনা। তিনি বলেন, 'আমাকে ডিভোর্স না দিয়ে চার বছর ধরে ও বাইরে রয়েছে। বিষয়টি বলতে গেলে আমার উপর চড়াও হয়।'

আর্জিনার অভিযোগ, স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে বাপের বাড়ি চলে যান। এখন যেখানে কাজ করেন, সেখানেই থাকেন। এদিন ফর্ম নিতে তাঁকে হেনস্তা করার পাশাপাশি ফর্ম ছিঁড়ে দেন স্বামী। বিএলও আবদুল হাই আলহাদির বক্তব্য, 'ফর্ম নিয়ে ওই মহিলা ফিরছিলেন। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে স্বামীর বিবাদ বাধে। ফর্ম ছেঁড়ার বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত

দিনহাটা, ১১ নভেম্বর : বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করল। দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাগরদিঘি ব্রিজের কাছে। সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কামতেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ অভিযান চালায়। সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় হাবিবুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করে। তাঁর কাছ থেকে প্রায় ২ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু হয়েছে। সম্প্রতি দিনহাটা ও সংলগ্ন এলাকায় বারবার মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে, যা নিয়ে প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়ছে। এত পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট শহরের ভেতরে কীভাবে প্রবেশ করছে ও এগুলি কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রশাসনের তরফে এমন অভিযান আরও জোরদার করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা হেমু আগরওয়াল - কে

05.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92B 86124 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারিতে আমি এক কোটি টাকা জিতেছি, এই খবরটা সবাইকে জানাতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আশেপাশে অনেকে কোটিপতি হতে দেখে আমিও একদিন জেতার স্বপ্ন দেখতাম। আজ সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আমার এই স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মিড-ডে মিলের ঘরে গবাদিপশু

দিনহাটা, ১১ নভেম্বর : শিক্ষার প্রথম ধাপ বলেই পরিচিত শিশুশিক্ষাকেন্দ্র। গ্রামে বহু শিশুর হাতেখড়িই ঘটে এই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে। অথচ দিনহাটা-২ ব্লকের ৬৪টি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের বেশিরভাগেরই অবস্থা এখন শোচনীয়। কোথাও পড়ার ঘর নেই, কোথাও বা মিড-ডে মিলের ঘর পরিণত হয়েছে গোয়ালে। শিক্ষা নয়, যেন অব্যবস্থার চিত্রপট এঁকেছে এই কেন্দ্রগুলি।

সোমবার এমনই এক করুণ ছবি দেখা গেল দিনহাটার সাহেবগঞ্জ এলাকার দ্বিতীয় খণ্ড দুর্গানগর শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে। প্রায় কুড়ি থেকে বাইশজন শিশু নিয়মিত সেখানে পড়াশোনা করে। কিন্তু পড়ার ঘর মাত্র একটি। তারই মধ্যে কোনওমতে চলছে পাঠদান। মিড-ডে মিলের জন্য যে ঘরটি রয়েছে, তার অবস্থা আরও ভয়াবহ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেখানে রান্না হয়। পাশাপাশি সেই ঘরে স্থানীয়রা গবাদিপশু বেঁধে রাখছেন। ঘরটির ছাদে টিন নেই, দরজা-জানলা উধাও। দীর্ঘদিন ধরেই এই পরিস্থিতি চললেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষিকা ঝর্ণানারায়ণ বর্মন বলছেন, 'বিষয়টি আমরা বহুবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আশা করছি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দ্বিতীয় খণ্ড দুর্গানগর শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের শোচনীয় দশা। ছবি : অমৃতা দে

স্থানীয়দের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি চলছে। স্থানীয় যতীন মোদকের কথায়, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের মিড-ডে মিলের ঘরের আবেদন জানিয়েছি।'

একই ছবি দেখা গেল দিনহাটা-২ ব্লকের সার্কেল দিনহাটা-১'এর কুমারগঞ্জের শিকারপুর শিশুশিক্ষকেন্দ্রে। শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটিতে সম্প্রতি একটি নতুন ঘর নির্মাণ করা হলেও তা পড়ুয়ার সংখ্যার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। পুরোনো রুমগুলির ছাদ ভাঙা, দেওয়ালে চিড় ধরেছে। মিড-ডে মিলের জন্য কোনও নির্দিষ্ট ঘর কার্যকর অবস্থায় নেই। গোরু, ছাগল এমনকি রাস্তার কুকুরেরও অবাধ যাতায়াত। স্থানীয় সূত্রে খবর, পুরোনো ঘরগুলিতে রাতে মাঝে মাঝে জুয়ার আসর ও মদের ঠেক বসছে। শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক গোলাম মোস্তফার বক্তব্য, 'একটা নতুন ঘর পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু তাতে সমস্যা মিটছে না।'

সংশ্লিষ্ট সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক পার্থ দে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। দিনহাটা-২'এর বিডিও নীতীশ তামাংয়ের প্রতিক্রিয়া, 'ইতিমধ্যে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে বেশ কয়েকটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের বেহাল দশার অভিযোগ জমা পড়েছে। শীঘ্রই খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।'

প্রধানমন্ত্রীর বৃত্তি প্রকল্প
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬ এর জন্য

১. প্রাক্তন সৈনিক এবং প্রাক্তন ভারতীয় কোস্ট গার্ড কর্মীদের যোগ্য উত্তরাধিকারী/বিধবা যারা কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড ওয়েবসাইটে উপলব্ধ তালিকাতে স্বীকৃত কার্যক্রমগুলির মধ্যে পেশাদারি/কারিগরি শিক্ষায় ডিগ্রি অর্জন করেছে তাদের আবেদন করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবেদনযোগ্য হবে যারা শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬-এ পেশাদারি/কারিগরি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে।
২. **বৃত্তির পরিমাণ**
(ক) ছেলেদের জন্য বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা
(খ) মেয়েদের জন্য বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা
৩. ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি এড়িয়ে চলার জন্য আবেদনের পূর্বে কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ডের ওয়েবসাইট www.ksb.gov.in-এ উপলব্ধ পিএমএসএস লিংকটি পরিদর্শন করার জন্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেক লিস্ট, এফএকিউ এবং অন্যান্য তথ্য পড়ার জন্য। আবেদনটি শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে করা যাবে। কোনও প্রকার কাগজের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
৪. প্রধানমন্ত্রী বৃত্তি প্রকল্পে অনলাইন মাধ্যমে আবেদনের শেষ তারিখ - ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫।
৫. শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়া এড়াতে সময়মতো আবেদনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৬. এই বৃত্তিটি শুধুমাত্র প্রাক্তন সৈনিক (সৈনিক/নৌসেনা বাহিনী/বায়ুসেনা বাহিনী/উপকূল বাহিনী)-এর উত্তরাধিকারী/বিধবাদের জন্য। সাধারণ নাগরিকদের উত্তরাধিকারীরা এক্ষেত্রে যোগ্য নয়।

ভারত সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড,
ওয়েস্ট ব্লক- IV, উয়িং- VII, আরকে পুরম, নিউ দিল্লি- ১১০০৬৬
যোগাযোগের নং ঃ ০১১-২০৮৬২৪৪৭ (সোমবার থেকে শুক্রবার ০৯০০ ঘটিকা থেকে ১৭০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
(কেএসবি ওয়েবসাইট ঃ online.ksb.gov.in)

CBC 10405/11/0003/2526

জলছবি।। মঙ্গলবার জলঢাকা নদীর তপসিতলা-গিলাডাঙ্গা ঘাটে শ্রীবাস মণ্ডলের ক্যামেরায়।

নির্বিকার পুলিশ, প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ দিনহাটা-২ ব্লকে

যাত্রার আড়ালে জুয়ার আসর

দিনহাটা ও সাহেবগঞ্জ, ১১ নভেম্বর : বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে কোনও পুজো কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। ছোট্ট একটা মন্দির, তার সামনে ত্রিপলের ছাউনি, চার-পাঁচটা চোং রাখা আছে, আর তিন বাই চার ফুটের একটি অস্থায়ী মঞ্চে হচ্ছে যাত্রাপালা। দিনহাটা-২ ব্লকে হাটখোলায় এই আসরের আড়ালে রাতভর চলছে আরেক খেলা, জুয়া। এদিকে, এক কিলোমিটার দূরেই সাহেবগঞ্জ থানা অবস্থিত, সেখানে এখনও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হল না, সেই প্রশ্নই উঠছে।

স্থানীয়রা জানালেন, সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত চলেছে যাত্রাপালা এবং জুয়ার তাণ্ডব। এক এলাকাবাসীর কথায়, 'ভোর চারটে পর্যন্ত চলেছে ওই তাণ্ডব। উচ্চগ্রামে গান, ঢাক তো বেজেইছে, চলেছে তাস পেটানো, টাকার লেনদেনও। গ্রামের একটা লোক ঘুমোতে পারেননি রাতে।' অভিযোগ, পুলিশ, প্রশাসনের চোখের সামনেই সবটা হচ্ছে, অথচ সবাই নির্বিকার।

সোমবার রাতে যখন যাত্রাগান শুনতে এলাকার বহু মানুষ ভিড় জমান, সেসময় সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আড়ালে বসে জুয়ার আসর। এলাকার এমন পরিস্থিতি দেখে স্থানীয় মহিলার গলাতেও ক্ষোভের সুর স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'বাউলগান কিংবা যাত্রাপালা আসল উদ্দেশ্য নয়। ওগুলো ঢাল মাত্র, আসল উদ্দেশ্য হল জুয়া খেলা। রাতভর চলে তাসের আড্ডা, বাইরে থেকে লোক এসে খেলে, টাকার বৃষ্টি হয়।'

হাটখোলার যেখানে সোমবার রাতে বসেছিল জুয়ার আসর।

মঙ্গলবার রাতেও একই জায়গায় যাত্রাপালা হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে কোন দল আসবে, পালার বিষয়বস্তু, কিছুই জানেন না স্থানীয়রা। মন্দিরের সামনে গিয়ে দেখা যায়, আয়োজক কমিটি বলে কিছুই নেই, স্থানীয়রাও এ বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। ফলে কারা এই অনুষ্ঠানের দায়িত্বে রয়েছেন, তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। মন্দিরের সামনে থাকা এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি মুখ লুকিয়ে বলেন, 'কাল রাতে গান হয়েছিল, এর বেশি কিছু জানি না।' কমিটির বিষয়ে জানতে চাইলে উত্তর এল, 'এখানে কোনও কমিটি নেই।'

তবে রাতে যে যাত্রাপালা হবে তার প্রস্তুতি চলছে। জেনারেটর লাগানো হচ্ছে, মাইক লাগানো হচ্ছে। সবার চোখের সামনে আয়োজন চলছে। অথচ স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ কিছুই জানেন না? অবিশ্বাস্য হলেও সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং স্থানীয় থানার ওসি তেমনটাই বললেন।

পঞ্চায়েত প্রধান অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। বাউলগান কিংবা যাত্রাপালা আয়োজনের জন্য প্রশাসনিক অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু কেউ কোনও অনুমতি নেয়নি।' সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিত সাউ বিষয়টি জানেন না বলে জানান। তাঁর কথায়, 'খোঁজখবর নিয়ে দেখা হবে।'

একই আশ্বাস দিলেন দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রও। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে এরকম কোনও খবর নেই। যদি কোথাও জুয়ার আসর বসে, তাহলে পদক্ষেপ করা হবে।'

সবাই চুপ

সোমবার রাতে যাত্রাপালার আসর বসেছিল সাহেবগঞ্জের হাটখোলায়

কে বা কারা এই আয়োজন করছেন, সে বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে

এই যাত্রাপালার আসরের আড়ালে জুয়ার বোর্ড সাজিয়ে বসেছিলেন কয়েকজন

পঞ্চায়েত প্রধান এবং স্থানীয় পুলিশ এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন

টুকরো খবর

স্কুলে চুরি

সাহেবগঞ্জ, ১১ নভেম্বর : রাতে স্কুলের তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটল দিনহাটা-২ ব্লকের বুড়িরপাটে। মঙ্গলবার সকালে কিশামত দশগ্রাম জিপি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এসে দেখেন ক্লাসরুমের তিনটি সিলিং ফ্যান চুরি হয়েছে। চুরি হয়েছে মিড-ডে মিলের রান্নার সামগ্রীও। এদিকে মিড-ডে মিলের বাসনপত্র চুরি যাওয়ায় এদিন স্কুলে রান্না করতে সমস্যা হয়। পরে রাঁধুনিরা নিজেদের বাড়ি থেকে বাসনপত্র নিয়ে আসেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হরিশ অধিকারী জানান, বিদ্যালয়ে চুরির বিষয়টি সাহেবগঞ্জ থানায় জানানোর পাশাপাশি এসআই অফিসেও জানানো হয়েছে।

বাজেয়াপ্ত

বক্সিরহাট, ১১ নভেম্বর : বেআইনিভাবে বালি-পাথর পরিবহণের অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে দুটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি বাজেয়াপ্ত করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বোচামারি ও শালবাড়ি ট্র্যাক্টর-ট্রলিদুটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় গ্রেপ্তার করা হয় চালকদের। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম শ্যামল রাভা এবং আমজাদ খান। ধৃতদের মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

গণ অভিযোগ

মেখলিগঞ্জ, ১১ নভেম্বর : মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাসকের কাছে মঙ্গলবার কুচলিবাড়ি থানা এলাকার ১১২ উপনচৌকি গ্রামের বাসিন্দারা গণ অভিযোগপত্র জমা দেন। তাঁদের দাবি, ওই এলাকায় একটি বার কাম রেস্তোরাঁ খোলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এতে গ্রামের পরিবেশ এবং যুব সমাজের ক্ষতি হবে।

আলোচনাচক্র

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন এবং সাহিত্য শীর্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ে। পাশাপাশি মঙ্গলবার কলেজের তরফে বিদ্যাসাগর সম্মাননা দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রঘুনাথ ঘোষকে।

শৌচালয়ের দরজা খুলতেই থাবা চিতাবাঘের

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১১ নভেম্বর : 'পায়ে পড়ি বাঘ মামা, কোরো নাকো রাগ মামা, তুমি যে এ ঘরে কে তা জানতো?' বাঘ না হোক, চিতাবাঘ তো বটে। হেমন্তকাল হলেও এখন সকালের দিকে শীতের হালকা আমেজ থাকে। এমন সময় 'মামা'র বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতেই বেজায় চটল সে। মঙ্গলবার চুপটি করে বসেছিল শৌচালয়ের ভেতরে। ঘুম থেকে উঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে অভিষেক গুপ্ত দরজা খুলতেই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চিতাবাঘ। অভিষেক মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেট সংলগ্ন শান্তিপুরে ওই ঘটনার পরই চিতাবাঘটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বুনোর খোঁজে কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ ও এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের কর্মীরা তল্লাশি চালান। তবুও তার আর দেখা মেলেনি। এদিকে, বেলা গড়াতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি সিসিটিভি ফুটেজ (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে একটি চিতাবাঘ। যদিও দিনভর ক্যাম্পাসে খোঁজ চালিয়েও তার টিকি থুড়ি লেজটি দেখা যায়নি।

বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেছেন, 'একজন জখম হয়েছে। আমরা মাইকিংয়ের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করছি। সাবধান করছি। খাঁচা পাতা হয়েছে।' বনকর্তা যতই সাবধানবাণী শোনান না কেন, বুনোর হদিস না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেন না এনবিইউয়ের অধ্যাপক, পড়ুয়ারা। আতঙ্কে প্রহর কাটছে শান্তিপুরের বাসিন্দাদেরও।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বন্যপ্রাণের আনাগোনা অবশ্য নতুন নয়। এর আগে হাতি, চিতাবাঘ ঢুকেছে। পড়ুয়াদের অভিযোগ, ক্যাম্পাসের একাধিক অংশ ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছে। এব্যাপারে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। অনেকেই তাচ্ছিল্য করে বলেন, 'চা গাছগুলো এতটাই লম্বা যে, বাগানের ভেতরে হাতি দাঁড়িয়ে থাকলেও কেউ টের পাবে না।'

সকাল ৬টা ২০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। শান্তিপুরের বাসিন্দা বিশ্বনাথ দে'র বাড়ির শৌচালয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিল ওই চিতাবাঘ। সেই বাড়ির নীচতলায় ভাড়া থাকেন অভিষেক। বুনো তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় থাবা বসিয়েছে। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়। কোনওরকমে পালিয়ে বাড়ির বাইরে এসে চিৎকার করতে থাকেন তিনি। তখন পাশেই নিজের নির্মাণসামগ্রীর দোকান পরিষ্কার করছিলেন আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অসিতকুমার নন্দী। চিৎকার শুনে তিনি ও বিশ্বনাথ ছুটে আসেন। চলে আসেন অন্য প্রতিবেশীরাও। বিশ্বনাথের বক্তব্য, 'বন্যপ্রাণ বাড়িতে ঢুকে বসেছিল, এখনও সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না। অভিষেকের চিৎকার শুনে বেরিয়ে দেখলাম, ওর সারা গায়ে থাবা বসানো। তবে, চিতাবাঘের দেখা পাইনি। বাড়ির সবাই ভীষণ ভয়ে আছি।'

এনবিইউয়ের নিরাপত্তা আধিকারিক বরুণ রায়ের কথায়, 'মাইকিং করে সাবধান করা হচ্ছে সবাইকে। হস্টেলের পড়ুয়াদের সন্ধের পর আর ভোরবেলায় বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে। বাইরের লোকজনকেও হাঁটতে মানা করা হয়েছে আপাতত।'

আহত এক, বসল খাঁচা

শান্তিপুরে চিতাবাঘের খোঁজে বন ও পুলিশকর্মীরা। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

ভরসা বাবা।। দক্ষিণ দিনাজপুরের এক মেলায় মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন সৌম্যকমল গুহ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার, আটক ছেলে ও বৌমা

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশার ছেড়ামারি গ্রাম থেকে মঙ্গলবার উদ্ধার হল এক বৃদ্ধার মৃতদেহ। অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই বৃদ্ধাকে মারধর করতেন তাঁর ছেলে। এই মৃত্যু স্বাভাবিক নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সে কারণে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে বৃদ্ধার ছেলে এবং পুত্রবধূকে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ছেড়ামারির বাসিন্দা বিপ্লব দত্ত এবং তাঁর স্ত্রী অর্চনা তালুকদার দত্ত নিজেদের জমিতে কাজে যান। বাড়িতে সেইসময়ে ছিলেন বিপ্লবের মা গীতারানি দত্ত এবং মেয়ে পিউ। হঠাৎই পিউ দেখে, তার ঠাকুরমা আর নড়াচড়া করছেন না। কথাও বলছেন না। পিউ গিয়ে তার বাবা-মাকে খবর দেয়। খবর পেয়ে দুজনে এসে দেখেন বৃদ্ধা বেঁচে নেই। স্থানীয় বাসিন্দা এবং আত্মীয়পরিজনদের নিয়ে দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু বিপ্লব মাঝেমধ্যেই তাঁর মাকে মারধর করতেন বলে জানতেন স্থানীয়রা। এমনকি দু'তিনদিন আগেও মারধর করা হয়েছিল। তাই হঠাৎ গীতারানির মৃত্যুতে তাঁদের মনে সন্দেহ হয়। এদিনের ঘটনার বিষয়ে পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। আসেন থানার ওসি কাজল দাস, মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদারও। বৃদ্ধার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না দেখেন তাঁরা। এরপর নিয়ম মেনে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বিপ্লব এবং তাঁর স্ত্রী অর্চনাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা মেসের আলি, সুরেন্দ্র রায়দের কথায়, বিপ্লব তাঁর মাকে মাঝেমধ্যেই মারধর করতেন। এদিনের ঘটনায় তাই সন্দেহ দানা বেঁধেছে তাঁদের মনে। পুলিশ তদন্ত করলে সবটা পরিষ্কার হবে। স্থানীয়দের একাংশের অবশ্য মত, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদার বললেন, 'গীতারানি দত্ত নামের এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁর ছেলে এবং পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।'

> গীতারানি দত্ত নামের এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
>
> **সমরেণ হালদার**
> *এসডিপিও, মাথাভাঙ্গা*

দুর্ঘটনায় আহত দুই

মেখলিগঞ্জ, ১১ নভেম্বর : রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা টোটোকে ধাক্কা মেরে আহত হলেন বাইকচালক। চোট পেয়েছেন এক টোটোযাত্রীও। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে ধাপড়া-মেখলিগঞ্জ রাজ্য সড়কের তিনবিঘা সংলগ্ন এলাকায়। ধাপড়া থেকে মেখলিগঞ্জগামী একটি টোটো যাত্রী নামানোর জন্য তিনবিঘা সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়েছিল। সেসময় একটি বাইক এসে সজোরে ধাক্কা মারে। আহত টোটোযাত্রীর নাম গৌরাঙ্গ রায় (৩৬)। আর আহত বাইকচালকের নাম নিরঞ্জন রায় (৩২)। দুজনকে প্রথমে উদ্ধার করে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চোট গুরুতর হওয়ায় গৌরাঙ্গকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : স্কুলের তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং নবম এই তিন শ্রেণির পড়ুয়াদের লেখাপড়ার মানের উন্নতি কতটা হল, তা জানতে শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হল কোচবিহারে। মঙ্গলবার কোচবিহার শহরের রেলগুমটি মোড়ে ডায়েট কেন্দ্রে ৭৮ জন শিক্ষক সহ মোট ১০৪ জনকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষিতরা এরপর প্রতিটি সার্কেলের স্কুলগুলিকে নিয়ে আলাদা করে বৈঠক করে পড়ুয়াদের লেখাপড়ার অগ্রগতির মান নিয়ে সমীক্ষা করবেন। মূলত অঙ্ক এবং সাহিত্যের ওপর এই সমীক্ষা করা হবে।

এদিনের প্রশিক্ষণে অংশ নেন জেলার ২৬টি সার্কেলের প্রতিটি সার্কেল থেকে দুজন মাধ্যমিক স্কুলের এবং একজন প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। এছাড়া প্রতিটি সার্কেল থেকে একজন করে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে (এসআই) নেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সমরচন্দ্র মণ্ডল, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারপার্সন রজত বর্মা প্রমুখ।

শ্লীলতাহানি

তুফানগঞ্জ, ১১ নভেম্বর : শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ থানার নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত ফুলবাড়িতে। মহিলার চিৎকারে ওই তরুণ পালিয়ে যায়। মহিলার কথায়, 'দুপুরে মাঠে গিয়েছিলাম। সেসময় ওই তরুণ আমাকে দেখে কটূক্তি করে। প্রতিবাদ করায় আমার শ্লীলতাহানি করা হয়।' মঙ্গলবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

জনসংযোগ

চৌধুরীহাট, ১১ নভেম্বর : দিনহাটা-২ ব্লকের আবুতারা এবং নান্দিনায় জনসংযোগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। মঙ্গলবার ওই দুই এলাকায় মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে জনসংযোগ করে পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন জানান তিনি।

সাঁকো দিয়ে পারাপার করছেন স্থানীয়রা। ধলপলে। -সংবাদচিত্র

সেতু অধরা, সাঁকোই ভরসা

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১১ নভেম্বর : তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলপলে রায়ডাক নদীর ওপর ছ'বছর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে শুরু হয়েছিল সেতুর কাজ। তবে করোনার সময় লকডাউনের পর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই কাজ। শুধুমাত্র পিলারের কাজ হলেও আর কোনও কাজ এগোয়নি। আদৌ বাকি কাজ হবে কি না, সে নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন অনেকে। এরই মধ্যে দ্রুত সেতুর কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

এদিকে সেতু না থাকায় কখনও সাঁকো আবার কখনও নৌকায় করে যাতায়াত করতে হয় স্থানীয়দের। স্কুল পড়ুয়াদেও ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয়। এদিকে নদীর জলস্তর বেড়ে গেলে পারাপারে সমস্যা তৈরি হয়। পড়ুয়াদের স্কুল কামাই করা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না।

স্থানীয় মণীন্দ্র বর্মার মতে, 'এলাকায় কোনও উন্নয়ন হয় না। এমনকি সেতুর কাজও আটকে রয়েছে। দ্রুত সেতু তৈরি করা হলে সকলের সুবিধে হয়।' রায়ডাক নদীর দু'পাড়ে জনবসতি গড়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে বাড়িঘরের সংখ্যা। ফলে নদী পারাপার করে যাতায়াত করতে এলাকায় সেতু তৈরির দাবি উঠেছিল। পরে ২০১৯ সালে সেই কাজ শুরু হয়। তবে লকডাউনের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়া কাজ আর শুরু হয়নি। অর্ধসমাপ্ত সেই কাজ পুনরায় কবে শুরু হবে সে নিয়েও বিস্তর সংশয় রয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে সাঁকো হয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া অনীতা বর্মনের কথায়, 'জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সাঁকো হয়ে বা নৌকা করে নদী পেরিয়ে স্কুলে যেতে হয়।'

সাঁকো বা নৌকা করে নদী পেরিয়ে বর্মনপাড়া, ক্যাম্পের ঘাট, নাগুরহাট সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষজন যাতায়াত করেন। এখানে সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হলে কোচবিহার নাটাবাড়ি হেরিটেজ হয়ে রসিকবিল, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা সহ অসমের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাও সহজ হবে।

বিষয়টি নিয়ে ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা সরকার বলেন, 'সেতুর কাজ বন্ধ রয়েছে। তাই সাঁকো বা নৌকায় যাতায়াতই একমাত্র ভরসা। দ্রুত সেতুর কাজ শুরু করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।' বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'নতুন করে টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। সেটা অ্যাপ্রুভ হলেই ফের কাজ শুরু হবে।'

মৃতদেহের পাশে জখম স্ত্রী

দিনহাটা, ১১ নভেম্বর : মঙ্গলবার সকালে ওকরাবাড়ি ছোট ফলিমারি এলাকায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বিপুল বর্মন নামে ওই ব্যক্তি ভাগ্নি দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা ছিলেন। মৃতদেহের পাশ থেকে আহত অবস্থায় বিপুলের স্ত্রী সুমিত্রা বর্মনকে উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে ওই মহিলাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিন সকালে ওই এলাকায় একটি ফাঁকা জমিতে একটি বাইক পড়ে থাকতে দেখা যায়। বাসিন্দারা কাছে গিয়ে সেখানে বিপুল ও তাঁর স্ত্রীকে পড়ে থাকতে দেখেন। চোখেমুখে জল দেওয়ার পর ওই মহিলার হুঁশ ফেরে। গত রাতে তাঁরা দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন বলে তিনি জানান। একইসঙ্গে তারপর কী হয়েছে তা তাঁর জানা নেই বলেও সুমিত্রা জানান। বাসিন্দারা ওই মহিলাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি, থানায় খবর দেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

পরিবার সূত্রে খবর, ঠাকুমার শ্রাদ্ধ খেতে বিপুল স্ত্রীকে নিয়ে ওকরাবাড়ি সরকারটারি এলাকায় যান। সেখান থেকে ফেরার পথে তাঁরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।

ধৃত এক

বক্সিরহাট, ১১ নভেম্বর : পাচারের পথে তল্লাশি চালিয়ে আটটি গোরু উদ্ধার করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। সোমবার মধ্যরাতে অসম-বাংলা সীমান্তের ভাঙ্গাপাকরি নাকা চেকিংয়ের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, অসমে পাচারের পথে একটি লরি থেকে চারটি দুধেলা গোরু এবং চারটি বাছুর উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোরু পাচারের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা চালক হরিশংকরকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হলে তাকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

হালকা শীতে ব্যস্ত কাঁথা সেলাইয়ে

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১১ নভেম্বর : আগে হালকা শীতে দেখা যেত বাড়ির মা-কাকিমারা বসে কাঁথা সেলাই করছেন। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে অনেক শিল্পই এখন বিলুপ্তির পথে। নতুন যুগের ছোঁয়া লাগলেও গ্রামবাংলার কাঁথা সেলাইয়ের যে ঐতিহ্য তা এখনও কোথাও কোথাও রয়ে গিয়েছে। আজও কার্তিক মাস পড়লে দিনহাটার-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গানগর এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে সেই পরিচিত ছবিটি দেখা যায়। সংসারের হাজারটা কাজের ফাঁকে তাঁরা পুরোনো সুতির কাপড় বিছিয়ে সুই সুতো নিয়ে নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম ফোঁড় দেন।

এখনও হালকা রোদে বসে কাঁথা সেলাই করতে দেখা যায় সারথি মোদক, গায়ত্রী মোদক, জ্যোৎস্না মোদকদের। তাঁদের হাতের ছোঁয়ায় যেন ফিরে আসে পুরোনো দিনের শীতকালের স্মৃতি। সারাবছর ধরে তাঁরা পুরোনো সুতির কাপড়, পুরোনো শাড়ি, থান কাপড় জমিয়ে রাখেন। মহিলারা জানান, কার্তিক মাস শুরু হলেও কাঁথা সেলাই করার কথা মনে হয়। এই কাঁথা সেলাই তাঁদের এক প্রিয় অভ্যাস। কাঁথা শুধু যে শীতকালে উষ্ণতা দেয় তা নয়, প্রতিটি সুতোর প্রতিটি টানে যেন যত্ন ও ভালোবাসা থাকে। এখন বাজারে নানা রংয়ের, রকমারি ডিজাইনের নরম কম্বল পাওয়া গেলেও গ্রামের মহিলাদের কাছে আজও সেই হাতে সেলাই করা কাঁথা অমূল্য।

গায়ত্রীর কথায়, 'ছোটবেলায় দেখতাম মা-কাকিমারা শীতের শুরুতে কাঁথা সেলাই করতেন। তাঁদের দেখে আমরাও শিখেছি। তাই বছরের এই সময়টা কাঁথা সেলাই করতে না বসলে ভালো লাগে না। কার্তিক মাসে তিন-চারটি কাঁথা সেলাই করি।'

তবে এই কাঁথা শুধু নিজেদের ব্যবহারের জন্য নয়, অনেকক্ষেত্রে তাঁরা উপহার হিসেবেও অন্যকে দেন। জ্যোৎস্না মোদক বলেন, 'আমি প্রতিবছর বেশ অনেকগুলো কাঁথা বানাই। একটা মেয়ের বাড়িতেও পাঠাই। একটা ছেলের বৌয়ের জন্য রাখি এবং বাকিগুলি আত্মীয়দের দিয়ে দিই। শীতে কাঁথা গায়ে না দিলে মনে হয় কিছু যেন একটা অপূর্ণ রয়ে গেল।'

গ্রামের মহিলাদের কাছে কাঁথা সেলাই শুধু কাজ নয়, একপ্রকার আনন্দ। সারথি মোদক হাসতে হাসতে বলেন, 'কাঁথা সেলাইয়ের সময় কার ফোঁড়গুলি ছোট হয়েছে, কার কাঁথার ডিজাইন কত সুন্দর এইসব বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে একপ্রকার প্রতিযোগিতা চলে।' দুর্গানগরের এই ছবি প্রমাণ করে যে, কাঁথা সেলাই কেবল শীতের প্রস্তুতি নয়, এক চিরন্তন সংস্কৃতির নিদর্শন।

কর্মব্যস্ততা। সাহেবগঞ্জের দুর্গানগরে।

> আমি প্রতিবছর বেশ অনেকগুলো কাঁথা বানাই। একটা মেয়ের বাড়িতেও পাঠাই। একটা ছেলের বৌয়ের জন্য রাখি এবং বাকিগুলি আত্মীয়দের দিয়ে দিই।
>
> **জ্যোৎস্না মোদক**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

খালে দেহ

খেলতে খেলতে পিছলে খালে পড়ে গিয়েছিল ৪ বছরের শিশু। মঙ্গলবার উত্তরপাড়া পুরসভার সেই খাল থেকে উদ্ধার হল তার মৃতদেহ। খালটি ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হচ্ছে।

উত্তরপত্র প্রকাশ

তৃতীয় সিমেস্টারের চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশিত হল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ওয়েবসাইটে। এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে কোনওরকম অভিযোগ থাকলে তা জানানো যাবে।

পরিযায়ীর মৃত্যু

এসআইআর-এর জন্য বাড়ি ফেরার সময় অসমে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। সেলিম শেখের মৃত্যুর খবর পেয়ে গুয়াহাটি রেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পরিবার।

খুনে চার্জশিট

কৃষ্ণনগরের কলেজ ছাত্রীর খুনে ৭৮ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা দিল পুলিশ। ৩০০ পাতার চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছে ছাত্রীর প্রেমিক, প্রেমিকের বাবা ও মামা। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি।

রাতে কড়াকড়ি, সকালে ঢিলে

দিল্লিতে বিস্ফোরণের পরেও কলকাতার নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর থেকে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে কলকাতা সহ দেশের সব মেট্রো শহরে। সোমবার রাতে নিরাপত্তার বহর যথেষ্ট থাকলেও মঙ্গলবার সকাল হতেই কলকাতার অধিকাংশ স্পর্শকাতর জায়গায় দেখা গেল ঢিলেঢালা নিরাপত্তার ছবি। পুলিশ সূত্রে খবর, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ থাকায় ইডেনে কড়া নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া হাওড়া, শিয়ালদা সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে ব্যস্ত সময়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে। কিন্তু এদিনের ছবি অন্য কথা বলছে। শহরের ব্যস্ততম জায়গাগুলিতে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, কোথাও নিরাপত্তারক্ষী থেকেও নেই, কোথাও আবার নিয়মরক্ষার চেকিং চলছে। স্নিফার ডগ দিয়ে যাত্রীদের ব্যাগ ও ট্রেনের সমস্ত কোচ নাকাচেকিংয়ের কথা থাকলেও হাতে গোনা কিছু ট্রেন ছাড়া এই দৃশ্য খুব একটা দেখা গেল না।

কলকাতা পুলিশের তরফে প্রতিটি থানায় চেকিং সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। তবে হাতেগোনা গুটিকয়েক থানা এলাকায় নজরদারি চালাতে দেখা গেল। এদিন কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে অবশ্য নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। পুলিশি নজরদারি বাড়িয়ে আদালতে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যাগপত্র খতিয়ে দেখা চলে। সেন্ট্রাল, চাঁদনি চক ও এসপ্ল্যানেড সহ ব্লু লাইন মেট্রো স্টেশনগুলিতে অন্যদিনের মতোই একইরকম নিরাপত্তা দেখা গেল। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ কবি নজরুল মেট্রো স্টেশনে ঢুকতেই দেখা গেল, যাত্রীদের ব্যাগ চেকিংয়ে খুব একটা কড়াকড়ি নেই। ট্রলি সহ বড় ব্যাগগুলির চেকিং হলেও পিঠের ব্যাগের চেকিং না করিয়েই চলে যাচ্ছেন অনেকে। পুলিশের মাথাব্যথা নেই বললেই চলে। তবে ইয়েলো লাইনের জয়হিন্দ (বিমানবন্দর) মেট্রো স্টেশনের ছবি দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ভূগর্ভস্থ স্টেশনের ওপরেই কলকাতা বিমানবন্দর। সেখানে নিরাপত্তার বেড়াজাল যথেষ্ট কড়া। এদিকে মেট্রো স্টেশনে নিরাপত্তারক্ষীর বসার জায়গা খাঁ খাঁ করছে। যশোর রোডের দিকের প্রবেশ পথে কোনও স্ক্যানারই বসেনি এখনও। বিমানবন্দরের দিকের প্রবেশপথের স্ক্যানার রয়েছে ঠিকই। কিন্তু স্ক্যান করার জন্য কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। যাত্রীদের একাংশের ক্ষোভ, যদি বিমানবন্দরের মতো স্পর্শকাতর জায়গা এত অরক্ষিত কেন?

সকালে শিয়ালদার এই ছবি দেখা গেল না দুপুরে। মঙ্গলবার। -রাজীব মণ্ডল।

পাল্টা নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'যাঁরা গেল গেল বলে রব তুলছেন, তাঁরা তো অনুপ্রবেশে প্রধান মদতদাতা। বাংলাদেশি মুসলিম, রোহিঙ্গাদের তাঁরাই তো এরাজ্যের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। জঙ্গিদের অনেক বড় নাশকতার পরিকল্পনা দিল্লি পুলিশ এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোয়েন্দারা ভেস্তে দিয়েছে।' এদিন সকালে শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনে চেকিং চললেও দুপুর গড়াতে নিরাপত্তার ছবি বেশ ঢিলে হতেই দেখা গেল। হাওড়া বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার রাস্তায় কোনওরকম চেকিংয়ের ব্যবস্থা তো দেখা গেলই না, বরং পুলিশি পাহারাও ঢিলে বললেই চলে। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় গুটিকয়েক যাত্রীর ব্যাগ চেকিং হলেও অধিকাংশকেই বিনা বাধায় বেরিয়ে যেতে দেখা গেল স্টেশন ছেড়ে। কলকাতার এই ছবিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। এদিনের বিক্ষিপ্ত ছবি প্রমাণ করে দিয়েছে, কলকাতা রয়েছে কলকাতাতেই।

ভুয়ো ভোটারের সংখ্যায় দলেই বিভ্রান্তি

১৩ লক্ষের তালিকা হাতে কমিশনে পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : এসআইআর-এর মধ্যেই ভোটার তালিকা থেকে ১৩ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার দাবিতে বুধবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে যাবে বিজেপি। কমিশনে এই দরবার করার কথা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের মুখে নাটকীয়ভাবে ৪২টি ঝুলি নিয়ে সিইও দপ্তরে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেইসময় শুভেন্দু তথা বিজেপির দাবি ছিল, রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে মোট ১৭ লক্ষ ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করেছে দল। লোকসভা ভোটের ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দিতে হবে। পরে ভোট ঘোষণার পর রাজ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ডাকা সর্বদল বৈঠকেও সেই অভিযোগ জানিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু ভোটের মুখে বিজেপির এই অভিযোগ খতিয়ে দেখা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছিল কমিশন। লোকসভা ভোটের পরে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলেও আশ্বস্ত করেছিল কমিশন। যদিও লোকসভা ভোটে রাজ্যে শোচনীয় ফলের পর তা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেনি বিজেপি। এসআইআর নিয়ে চর্চা শুরু হওয়ার পরই ২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে সম্প্রতি দরবার করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেখানেই কেন্দ্রীয় নেতা ও বিজেপির আইটি সেলের কর্ণধার অমিত মালব্য ১৩ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের তালিকা জমা দেন। কিন্তু ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা কীভাবে ১৭ লক্ষ থেকে কমে ১৩ লক্ষ হল তার কোনও ব্যাখ্যা অমিত মালব্য বা শুভেন্দু অধিকারী দেননি। রাজ্য বিজেপির নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত বিষয়ে দেখভাল করা এক নেতা বলেন, 'প্রথমে যে ১৭ লক্ষের কথা বলা হয়েছিল, সেই তথ্যও অমিত মালব্যর দেওয়া। পরে তিনিই ১৩ লক্ষের তালিকা চূড়ান্ত করেন।' ঘটনা যাই হোক, মূলত মৃত, স্থানান্তরিত এবং একাধিক জায়গায় নাম রয়েছে এমন ভোটারদের নামের তালিকা থেকে বাদ দিতেই এসআইআর শুরু হয়েছে।

গত মঙ্গলবার থেকে বিএলওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। গত ৮ দিনে মোট ৬ কোটি ৪০ লক্ষ এনুমারেশন ফর্ম বিলি করেছেন বিএলওরা। প্রথমদিকে বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে কিছুটা সমস্যা ছিল। কিন্তু শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রায় দেড়লক্ষের মতো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বিএলওদের সঙ্গে কাজ করছেন। তবে এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে বিভ্রান্তি এখনও পুরোটা কাটেনি। অভিযোগ, কোনও কোনও জায়গায় ফর্মের পিছনে ফর্ম পূরণের যে নির্দেশিকা, তা ছাপা হয়নি। বহু জায়গায় বিএলওদের সঙ্গে ফর্ম পেতে যোগাযোগ করলে জানানো হয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ফর্ম ছাপা না হওয়া এবং সময়মতো তা বিলিবণ্টন না হওয়ার জন্যই বিএলওরা ইচ্ছে থাকলেও ফর্ম বিলি করতে পারছেন না। অনলাইনে ফর্ম পূরণ শুরু হলেও ফর্ম আপলোড করা নিয়ে জটিলতা কাটেনি।

যাদবপুরের নিরাপত্তা-রিপোর্ট হাইকোর্টে

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠকের কথা আগেই বলা হয়েছিল। সেই সংক্রান্ত রিপোর্টই মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে জমা দেওয়া হয়েছে। সিসিটিভি সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে আদালতে জানিয়েছে রাজ্য। তবে বকেয়া আরও অর্থের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি রাজ্যের।

আদালত সূত্রে খবর, ১৫ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের বৈঠক হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস ও সল্টলেক ক্যাম্পাসের জন্য সিসিটিভি ক্যাম্পাসের জন্য ৬৮ লক্ষেরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন করে ৩২ জন নিরাপত্তারক্ষীকে নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এই নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়োগ করবে যাদবপুর এগজিকিউটিভ কাউন্সিল।

তবে খরচ বহন করবে রাজ্য। কলকাতা পুলিশ (দক্ষিণ শহরতলি) যাদবপুর ও সল্টলেকে মূল ক্যাম্পাস ও হস্টেলের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য রাজ্য প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমন্বয় সাধন করে চলবে।

গত কয়েক বছরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ওয়েবকুপার বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও উপাচার্যের হাজির থাকা নিয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তার পরই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে জল গড়ায়। সেই মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ এদিন জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্যের অনুমোদিত অর্থ পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তা নিয়ে একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৮ নভেম্বর।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি মামলা

তথ্য দিয়ে দুর্নীতির তত্ত্ব খারিজ রাজ্যের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি সংক্রান্ত মামলায় তথ্য দিয়ে দুর্নীতির তত্ত্ব খারিজ করল রাজ্য। অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্তের যুক্তি, 'অনিয়ম হয়েছে শুধু ৩৬০ জনের নিয়োগে। সিবিআই তদন্ত শেষে এমনটাই দাবি করেছে। এই কারণে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে দুর্নীতি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ২৬৪ জন প্রশিক্ষিত টেট উত্তীর্ণদের মার্কস নিয়ে ত্রুটি এবং ৯৬ জন প্রশিক্ষিতর চাকরি বাতিল করে পর্ষদ। পর্ষদের কাছে এই চাকরির সুপারিশ ছিল না।'

এস বসু রায় কোম্পানির ভূমিকা নিয়েও অসংগতির অভিযোগও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের দাবি, এই সংস্থা পর্ষদের হয়ে কার্যত ছাপাখানার কাজ করেছে। পরীক্ষার্থীদের নম্বর

দিয়েছেন পরীক্ষকরা। সেই নম্বর বা তথ্যগুলি প্রিন্টিংয়ের কাজ করেছে এই সংস্থা।

২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংশোধিত আইনানুযায়ী চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করেছে বোর্ড। জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিলগুলি সেই তালিকা পর্ষদের কাছ থেকে পেয়ে জেলাভিত্তিক মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে। কোথাও দুর্নীতি হয়নি। কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল যা শুধরে নেওয়া হয়েছে।

এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল পর্ষদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ১ লক্ষ ২৫ হাজার প্রার্থীর আবেদনপত্র বাছাই, জেলাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করা, ইন্টারভিউর তালিকা, অ্যাটেনডেন্স শিট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যা সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও সহায়তামূলক।

আবেদনপত্র স্ক্রুটিনির জন্য ডিআই, এসআই, এআই আধিকারিকদের নিয়ে সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আদালতে আবেদনকারীদের তরফে তুলে ধরা বেশ কিছু যুক্তি ভুল বলে উল্লেখ করেন এজি। এদিন পর্ষদের উদ্দেশে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্নও করে। কত জনের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, নম্বর বিভাজনের ভিত্তি কী, এস বসু রায়ের ভূমিকা নিয়েও জানতে চাওয়া হয়। বুধবার ফের মামলাটির শুনানি রয়েছে।

অযোগ্য তালিকায় মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : ২০১৬-র স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় চাকরি পাওয়া অযোগ্যদের তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। তাঁর দাবি, বোলপুরের নিমাই মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে বৃষ্টি সম্পর্কে মমতার মামাতো বোন। ২০১৬-র স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষায় গ্রুপ-সি ক্যাটিগোরিতে তিনি চাকরি পান। পরবর্তীকালে আদালতের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশন অযোগ্যদের যে তালিকা জমা দিয়েছিল, তাতে তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীর আত্মীয়স্বজনদের মতোই বৃষ্টির নাম ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে সুকান্ত বলেন, 'আমরা জানতে চাই, তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজে কি বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের নাম তালিকায় যুক্ত করেছিলেন? নাকি মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে

অভিযোগ সুকান্তর

নির্দেশ দিয়েছিলেন?' অযোগ্যদের চাকরি পাওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, এসব ব্যাপারে তাঁর কিছুই জানা ছিল না। গোটা বিষয়টির দায় কার্যত তিনি শিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষামন্ত্রীর ঘাড়ে ঠেলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই দাবি নিয়েও দলের মধ্যে মুখ খুলেছিলেন কেউ কেউ। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, যদি কোনও ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তার দায় শুধু পার্থদার নয়, ক্যাবিনেটেরও। ফিরহাদের ওই মন্তব্য নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল। পরে যদিও সেই অবস্থান থেকে সরে আসেন তিনি। ঘটনাচক্রে জামিনে মুক্ত হয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ফেরার দিনেই চাকরি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বৃষ্টির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর যোগের অভিযোগ তুললেন সুকান্ত মজুমদার।

২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অবৈধ নিয়োগের তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৪ নভেম্বর ৩,৫১২ জন শিক্ষাকর্মীর নামের তালিকা আদালতে জমা দেয় কমিশন। এদের মধ্যে ২,৩৪৯ জন গ্রুপ-ডি এবং ১,১৬৩ জন গ্রুপ-সি বিভাগের কর্মী। এই তালিকায় বৃষ্টি ছাড়াও শান্তনু মালিক, খোকন মাহাতোর মতো তৃণমূল নেতাদের আত্মীয়ের নামও রয়েছে। শান্তনু মালিক বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক নিশীথ মালিকের ভাই। খোকন মাহাতো তৃণমূলের শালবনির বিধায়ক শ্রীকান্ত মাহাতোর ভাই।

দাঁড়িয়ে থেকে বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দিলেন স্বামী

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ১১ নভেম্বর : সদ্য বিবাহিত নয়। বছর আটেক ঘর সংসার করার পর বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দিলেন এক যুবক। চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সাঁইথিয়া পুরসভা এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। ওই এলাকার বাসিন্দা পেশায় গাড়ি চালক বাপি মণ্ডলের সঙ্গে বছর নয়েক আগে বিয়ে হয় তারাপীঠের পঞ্চমীর। তাদের ৭ বছরের একটি ছেলেও রয়েছে।

বাপি কলকাতায় গাড়ি চালান। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের জিৎ মির্ধা তার ছোটবেলাকার বন্ধু। সেই সুবাদে তার মাধ্যমে কলকাতা থেকে টাকাপয়সা পাঠাতেন। খোঁজখবর নিতে বলতেন। সেই সূত্রে বাপির বাড়িতে জিৎ - এর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। একসময় পঞ্চমীর সঙ্গে জিৎ - এর বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেটা জানার পরেই পঞ্চমীর সঙ্গে বাপীর অশান্তি সৃষ্টি হয়। মাস আটেক ধরে পঞ্চমী বাপের বাড়িতে ছিলেন। সেখান থেকে বাপির বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন এবং খোরপোষের মামলাও করেন।

মঙ্গলবার বাপের বাড়ি থেকে পঞ্চমীকে নিয়ে এসে নন্দীকেশ্বরীতলা মন্দিরে বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে দেন বাপি। তিনি বলেন, "পঞ্চমী আমার সঙ্গে ঘর সংসার করতে চায় না। বন্ধুর সঙ্গে থাকতে চায়। তাই ও যাতে সুখে থাকে সেইজন্যেই ওই সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ছেলেটিকে মানুষ করবো।"

পঞ্চমী জানিয়েছেন, তিনি জিৎ-কে ভালো বেসেছেন। তাঁর সঙ্গেই ভালো থাকবেন। বাপির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাও তুলে নেবেন। অন্যদিকে জিৎ বলেন, "ভালোবাসা তো কোন বাধা বিপত্তি মানে না। পঞ্চমীকে কি করে যে ভালোবেসে ফেললাম কে জানে!"

দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা শুরু হল রাজ্যে

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : গ্রামীণ এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান গড়ে তুলল রাজ্য। এই ভ্যানে থাকবে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্র, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দরকারি উপাদান থেকে শুরু করে ওষুধের ব্যবস্থাও। এর মাধ্যমে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ, গর্ভধারণ, ম্যালেরিয়া, ইসিজি, ব্লাড সুগার সহ ৩৫ রকমের পরীক্ষা করা যাবে বিনামূল্যে। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবন থেকে এইরকম ১১০টি ভ্যানের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পোশাকি নাম দিলেন মোবাইল মেডিকেল ইউনিট।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যসভার সাংসদদের উন্নয়নের তহবিল বাবদ প্রাপ্ত ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১০টি মোবাইল মেডিকেল ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১০টির উদ্বোধন হয়েছে এদিন। এই পরিষেবা চালাতে বার্ষিক ৩০ কোটি টাকা খরচ করবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই ইউনিটে চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ওষুধ থাকবে। যেসব জায়গায় এই ইউনিট যাবে, সেখানকার মানুষজনকে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। এতে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও শিশুরা। প্রয়োজনে কোনও রোগীকে হাসপাতালেও রেফার করা হবে এই ইউনিটগুলি থেকে।' গত ১৪ বছরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিপ্লব এসেছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, গত ১২ অগাস্ট রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতেই এই মোবাইল মেডিকেল ইউনিট চালু করার সিদ্ধান্ত। দূরবর্তী ও দুর্গম অঞ্চলের যে সমস্ত বাসিন্দা হাসপাতাল সহ অন্যান্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগ পান না, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি এক্স-রে, আলট্রাসাউন্ড সহ একাধিক আধুনিক পরীক্ষার সুবিধা দেবে এই ইউনিট।

এদিন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মমতা বলেন, 'রাজ্যে নতুন ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ৭০ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ১৩,৫০০-র বেশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলায় জেলায় ৭৬টি সিসিইউ, ১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান তৈরি করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে ৪০ হাজার শয্যা বাড়ানো হয়েছে।' স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের মতে, দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবার এই পরিকল্পনা জেলার বাসিন্দাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।

কী পরিষেবা

- গ্রামীণ এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান
- ভ্যানে থাকবে আধুনিক যন্ত্র, দরকারি উপাদান, ওষুধ
- ৩৫ রকমের রোগের পরীক্ষা করা যাবে বিনামূল্যে
- মঙ্গলবার ১১০টি ভ্যানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী
- পোশাকি নাম মোবাইল মেডিকেল ইউনিট

বুথের ভোটার না হলেও বিএলএ

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : বিএলএ নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশিকা জারি করল কমিশন। এখন থেকে বিএলএ বা বুথ লেভেল এজেন্টকে তাঁর বুথের ভোটার না হলেও চলবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলি বাইরে থেকেও বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবে। মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই নির্দেশিকা জারি করেছে।

প্রকৃতপক্ষে এসআইআর ঘোষণার পর রাজ্যের সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূল ছাড়া সব বিরোধীরাই বিএলএ নিয়োগের ক্ষেত্রে এই দাবি জানিয়েছিল। বিজেপি সহ অধিকাংশ বিরোধীরা কমিশনের এই নিয়মের গেরোয় বুথে এজেন্ট দিতে সমস্যায় পড়েছিল। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'কমিশনের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে এই পদক্ষেপকে আমি ধন্যবাদ জানাই।' তবে অনেকের আশঙ্কা সংশ্লিষ্ট বিএলএ ওই বুথের ভোটার না হলে মৃত ও ভুয়ো ভোটার শনাক্তকরণে সমস্যা হতে পারে।

> কমিশনের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে এই পদক্ষেপকে আমি ধন্যবাদ জানাই।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

ঝুলনকে ডি-লিট বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ১১ নভেম্বর : মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে হরমন প্রীত কৌর এর নেতৃত্বে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। এই মহিলা দলের অনুপ্রেরণা হলেন শেফালী শর্মা রিচা ঘোষদের ঝুলুদি তথা ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাংলার মেয়ে ঝুলন গোস্বামী। মঙ্গলবার বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সেই ঝুলন গোস্বামীকে সাম্মানিক ডি'লিট উপাধি দিয়ে সংবর্ধিত করলো।

এদিন রবীন্দ্র ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একই ভাবে ডি'টিল উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হল সাহিত্যিক আবুল বাশার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্যব্যক্তিত্ব দেবশঙ্কর হালদার এবং গ্রামোন্নয়নে যুক্ত টি আর কেসবন'কে। পাশাপাশি ডিএসসি উপাধিতে ভূষিত করা হল চিকিৎসা বিজ্ঞানী অরুণ কুমারেন্দু সিংহ,

পদার্থবিদ্যার শিক্ষক গবেষক অশোক সেন,ইসরোর বিজ্ঞানী ঋতু কারিধাল কে। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

সোমবার দিল্লির লালকেল্লার সামনে যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে সে প্রসঙ্গে রাজ্যপাল গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, দিল্লির ঘটনা দুঃখ জনক । সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ তৈরি বেশি জরুরি।

এদিন বাঁকুড়া রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যপালকে স্বাগত জানান উপাচার্য, অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকেও রাজ্যপালকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরদের ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

দেশে অঙ্গদানে পিছিয়ে বাংলা

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : অঙ্গদানে সারা দেশে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। ২০২৪ সালে দেশব্যাপী ১১২৮টি ক্যাডাভেরিক বা মৃত্যুপরবর্তী অঙ্গদান হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ১৪টি হয়েছে বাংলা থেকে। চলতি বছর সেই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই সংখ্যাটি মোটেই পর্যাপ্ত নয়। অঙ্গ প্রতিস্থাপন বাড়লে বহু রোগীর প্রাণ বাঁচানো সহজ হবে। সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক অঙ্গদান সচেতনতা শিবিরে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন জাতীয় অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন সংস্থা (এনওটিটিও)-র ডিরেক্টর অনিল কুমার। তাঁর পরামর্শ, রাজ্যে যে যে হাসপাতালগুলিতে ইতিমধ্যেই অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়েছে, সেই হাসপাতালগুলি অন্যদের সাহায্য করলে অঙ্গদান কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায়, যাঁদের মস্তিষ্ক অচল হয়ে যাওয়ার ফলে বাঁচার কোনও সম্ভাবনা থাকে না, তাঁদের ক্যাডাভেরিক বা ব্রেন ডেথ রোগী হিসেবে উল্লেখ করা যায়। যদি তাঁরা ক্যানসার, হেপাটাইটিস, এইচআইভি সহ অন্য কোনও মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত না হন, তাহলে তাঁরা ক্যাডাভেরিক হিসেবে অঙ্গদান করতে পারেন। অনিলের কথায়, উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকলে এই ধরনের রোগীদের অঙ্গ সংগ্রহ খুব সহজ। বর্তমানে এই রাজ্যে একমাত্র সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম-এ নিয়মিত অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়ে থাকে। এনওটিটিও-র কর্মকর্তাদের মত, এসএসকেএম-কে ক্যাডাভেরির অঙ্গদানের 'হাব' হিসেবে কাজ করা উচিত। তাহলে অন্য কেন্দ্রগুলি খুব শীঘ্রই এসএসকেএম-এর হাত ধরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজ শুরু করতে পারবে।

অনিল জানান, সড়ক দুর্ঘটনা বা স্ট্রোকে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা গেলে অঙ্গদানের সংখ্যা বাড়বে। চিকিৎসক মহলের মত, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরির পাশাপাশি সচেতনতা বাড়ালে তবেই রাজ্য এই ধরনের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারবে। সেই চেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু করার কথা ভাবছে রাজ্যের হাসপাতালগুলি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৩ সংখ্যা, বুধবার, ২৫ কার্তিক, ১৪৩২

জাঁতাকল

কার্যত জাঁতাকলে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-রা। তাঁরা রাজ্য সরকারের কর্মচারী। বেশিরভাগ যদিও শিক্ষক। কিন্তু তাঁদের বিএলও পদে নিযুক্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁদের। কাজটা গুরুভার সন্দেহ নেই। কমিশনের এই প্রক্রিয়ায় একেবারে নীচুতলার কাজটা তাঁদের সামলাতে হচ্ছে। বিএলও-দের ওপরই নির্ভর করছে এসআইআর-এর চূড়ান্ত সাফল্য।

এই দায়িত্ব পালনে একদিকে ভোটার, অন্যদিকে রাজনৈতিক দলে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন বিএলও-দের কাজের প্রাথমিক শর্ত। নির্বাচন কমিশনের প্রতি দায়বদ্ধতা তাঁদের আরেক শর্ত। অথচ বাস্তবে ভোটার ও রাজনৈতিক দলগুলির মারাত্মক চাপের মুখে কাজ করতে হচ্ছে বিএলও-দের। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রাথমিক কাজটি করতে যতটা কায়িক শ্রম করতে হচ্ছে, তার অনেক গুণ বেশি থাকছে তাঁদের ওপর মানসিক চাপ। যা অনেক ক্ষেত্রে সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

অভিযোগটি পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যে তিনবার প্রত্যেক বিএলও-কে বাড়ি বাড়ি যেতে বলা হয়েছে, তার প্রথমবারটি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন পর্যাপ্ত পরিমাণে এনুমারেশন ফর্ম সরবরাহ করতে না পারায় প্রথম দফায় সব বাড়িতে ফর্ম পৌঁছে দিতে পারেননি বিএলও-রা। উদ্বেগজনিত কারণে এতে ক্ষিপ্ত হচ্ছেন ভোটারদের একাংশ। তাঁদের রাগ, ক্ষোভ ইত্যাদি গিয়ে আছড়ে পড়ছে বিএলও-দের ওপর।

কেন এখনও ফর্ম দেওয়া হল না, ভোটাররা তার কৈফিয়ত চাইছেন এই বুথ লেভেল অফিসারদের কাছে। জবাব না শুনে অনেক সময় কটু কথা শোনানো হচ্ছে তাঁদের। শুধু সামনাসামনি দেখা হলে নয়, টেলিফোন করে যখন-তখন বিএলও-দের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছেন কেউ কেউ। নির্বাচন কমিশনের সৌজন্যে তাঁদের মোবাইল নম্বর এখন জনপরিসরে মজুত। অন্যদিকে, বিএলও-দের কাজ করতে হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-দের সঙ্গে নিয়ে।

নিজ নিজ দলের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিএলএ-রা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিএলও-দের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ। বিভিন্ন দলের বিএলএ-দের মধ্যে মতবিরোধ বা সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হলে, সেটাও সামলাতে হচ্ছে বিএলও-দের। তৃতীয়ত, কমিশনের চাপও মারাত্মক। ভুলভ্রান্তি হলে শুধু শোকজ নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার খাঁড়া ঝোলানো রয়েছে। বাংলায় ইতিমধ্যে কয়েকজনকে শোকজ করা হয়েছে। বিহারে কয়েকজনকে জেলে পাঠানোর রেকর্ডও আছে।

এই ত্রিবিধ চাপ রয়েছে বিএলও-দের ওপর। যার জেরে ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে একজন বিএলও-র মৃত্যুর অভিযোগ সামনে এসেছে। কমিশনের কাছ থেকে ফর্ম গ্রহণ, ভোটার তালিকা অনুযায়ী সাজিয়ে বাড়ি বাড়ি বিলি, ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, ফর্ম পূরণে সহায়তা ও গ্রহণ এবং শেষপর্যন্ত কমিশনের অ্যাপে আপলোড করার বহুবিধ কাজ করার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে এক মাস।

কোনও বুথে সর্বাধিক ১৫০০ ভোটার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কম করে ৩০০ বাড়িতে তিনবার যেতে হলে কত সময় লাগতে পারে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। অন্যদিকে, আছে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার ক্ষেত্রে ভোটারদের হাজার প্রশ্ন ও সমস্যা। যেগুলির যথাযথ উত্তর বিএলও-দের কাছে স্পষ্ট নয়। যেমন, ভোটারের নাম ঠিক থাকলেও বাবা-মায়ের নাম বা পদবিতে বানান ভুল থাকলে কী হবে! কোনও বিপর্যয়ে নথি নষ্ট হয়ে থাকলে সেই ভোটার নিজেকে প্রমাণ করবেন কেমন করে ইত্যাদি।

বাস্তবে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন এসআইআর করতে যাওয়ায় নানা অসুবিধা হচ্ছে। ঘোষণার দু'দিনের মধ্যে এসআইআর শুরু করে দেওয়ায় পর্যাপ্ত ফর্ম ছাপা এখনও সম্ভব হয়নি। তাছাড়া রাজনৈতিক সহযোগিতার বদলে বিএলএ-দের রাজনৈতিক চাপ প্রকট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়াটি সাফল্যের সঙ্গে উতরে দেওয়া বিএলও-দের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

আলোচিত

সামি দুর্দান্ত। ওঁকে যেভাবে রঞ্জিতে বল করতে দেখেছি, তাতে স্পষ্ট উনি আগের মতোই তীক্ষ্ণ। দু'তিনটি ম্যাচ বাংলাকে একাই জিতিয়েছেন। ওঁর ফিটনেস ও দক্ষতায় কোনও ঘাটতি নেই। সামি এখন টেস্ট, ওয়ান ডে বা টি-টোয়েন্টি- সব ফর্ম্যাটেই খেলার যোগ্য। নির্বাচকরা নিশ্চয়ই দেখছেন। - সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাইরাল

দিল্লির শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর কলেজে ক্লাস চলছে। হঠাৎ 'ইনস্পেকশনে' আসে এক পথকুকুর। হতভম্ব প্রফেসর ও শিক্ষার্থীরা। কুকুরটি সারা ক্লাসরুমে মনের সুখে ঘুরে বেড়ায়। লোকজন দেখেও বিচলিত না হয়ে 'ইনস্পেকটরের' মতো পরিদর্শন করে।

আজ

২০২৪

অভিনেতা মনোজ মিত্রের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৪০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা আমজাদ খান।

সোজা-সাপটা

ভোটের আগের দু'দিনে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর চোখেমুখে শঙ্কা, ক্ষোভ ও বিরক্তি। আসন্ন দিনটির কথা ভেবে দুরুদুরু বক্ষ। কথায় কথায় কাউন্টারগুলোতে কর্মরত মানুষগুলির উদ্দেশে উগরে দিতেন ওই ক্ষোভ।

ভোটের আগে ভোট পর্ব, হাজারো কিসসা

ভগীরথ মিশ্র

ব্যালট পেপার ছাপানো, স্পিটিং-প্যাকেটিং, রাস্তাঘাট, পোলিং বুথ ইত্যাদি মেরামত, পানীয় জলের কূপ ও টিউবওয়েলগুলির সংস্কার, ভোটকর্মীদের জন্য বাস-ট্রাক-গোরুর গাড়ি সংগ্রহ, সাইকেল মেসেঞ্জার অর্থাৎ ভোট চলাকালীন হরেক কিসিমের খবর পৌঁছানোর জন্য ও ওয়াটার ক্যারিয়ার অর্থাৎ ভোট চলাকালীন তৃষ্ণার্ত ভোটারদের জল খাওয়ানোর জন্য নিয়োগ, ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ, ব্যাগিং অর্থাৎ ব্যালট পেপার থেকে শুরু করে সুচ, এমনকি খালি টিনের কৌটো অবধি, ভোটের কাজে ব্যবহৃতব্য প্রায় শতাধিক সামগ্রীকে একত্র করে প্রত্যেকটি বুথের জন্য একাধিক ব্যাগ প্রস্তুত করা। এইমতো নির্বাচন-যন্ত্রটি এগোতে এগোতে একসময় পূর্ণাহুতি দেবার সময়টি এগিয়ে আসে। পূর্ণাহুতি বলতে ভোটকর্মীদের মালপত্তর ও পুলিশ সহ ভোটকেন্দ্রে পাঠানো এবং নির্বিঘ্নে ভোটটি সম্পন্ন করিয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

১৯৭৭ সাল নাগাদ অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুরে না হোক আড়াই হাজার মতো বুথ। প্রত্যেক বুথে ছ'জন ভোটকর্মী ও দুজন পুলিশকর্মী, মোট আটজন। এই এতসংখ্যক মানুষকে মালপত্র সহ সব বুথে যথাসময়ে নিরাপদে পাঠানো, সেও এক মহাযজ্ঞ। অথচ পশ্চিম দিনাজপুর জেলাটা এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি না হোক ২৫০ কিমি লম্বা। সদর শহর বালুরঘাট সমগ্র জেলার একেবারে পুবপ্রান্তে অবস্থিত। ওখান থেকে জেলার অপর দুই মহকুমা-শহর রায়গঞ্জ ও ইসলামপুরের দূরত্ব যথাক্রমে ১০৯ ও ২১৮ কিমি। দুটি মহকুমাতেই দুজন জবরদস্ত মহকুমা শাসক। কিন্তু তাও, কেন কে জানে, সমগ্র জেলার ভোটকর্মীদের কেন্দ্রীয়ভাবে বালুরঘাট থেকেই বুথে-বুথে পাঠানো হত। সেই উদ্দেশ্যে বালুরঘাট কালেক্টরেট সংলগ্ন বিশাল মাঠে একাধিক গগনচুম্বী প্যান্ডেল বানানো হত। সবচেয়ে বড় প্যান্ডেলটি হত ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার-কাম রিসেপশন সেন্টার। ডিসিআরসি। এই প্যান্ডেলের তলায় সারি সারি কাউন্টার বানানো হত। ভোটের আগের দু'দিন ওটা ফ্রি-মি (ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার) হিসেবে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ ভোটের একদিন কিংবা দু'দিন আগে ওখান থেকেই মালপত্র, টাকাপয়সা ও পুলিশ নিয়ে ভোটকর্মীরা বুথের উদ্দেশে রওনা দিতেন। আবার, ভোটের দিন বিকেল থেকে ওটাই সেজে উঠত রিসেপশন সেন্টার হিসেবে। ভোটের পরে ভোটকর্মীরা ফিরে এসে ওই সেন্টারেই জমা দিতেন ভর্তি ব্যালট বক্স সহ সমস্ত মালপত্র।

ওই প্যান্ডেলের লাগোয়া আরও দুটি প্যান্ডেল বানানো হত। একটিতে হত পুলিশ কন্ট্রোল, অন্যদিকে ভেহিকল কন্ট্রোল। বিশাল মাঠের একপ্রান্তে তিন-চারদিন আগে থেকে জড়ো করা হত শয়ে-শয়ে ট্রাক, বাস। ওগুলোকে ভেহিকল কন্ট্রোল থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হত। আর, পুলিশ কন্ট্রোলের লাগোয়া ছাউনিতে ভোটের আগের দিন সকালে জড়ো হতেন পুলিশকর্মী ও হোমগার্ডরা। ওঁদের বিলিবন্দোবস্তের দায়িত্বে থাকতেন জেলার পদস্থ পুলিশ অফিসাররা। ভোটকর্মীরা সমস্ত মালপত্তর নিলে পর, সর্বশেষ 'আইটেম' হিসেবে ওই পুলিশকর্মীদের প্রত্যেক টিমের সঙ্গে জুতে দেওয়া হত।

নির্দিষ্ট দিনে মালপত্তর, টাকা ও পুলিশ সঙ্গে নিয়ে বাস বা ট্রাকে চড়ে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দিতেন ভোটকর্মীরা। কিন্তু তার আগে গোটা সকালবেলাটা ওই এলাকাটা মানুষে মানুষে একেবারে ছয়লাপ হয়ে থাকত।

যেহেতু জেলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি প্রায় ২৫০ কিমি দূরত্ব, ভোটকর্মীদের পাঠানো হত দু'দিনে। খুব দূরের বুথগুলোতে ভোটকর্মীরা যেতেন ভোটের দু'দিন আগে। ভোটের ভাষায়, 'পি-মাইনাস-টু ডে'। পি বলতে পোল, মানে ভোট। আর, যেসব বুথ অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি, ওগুলোতে ভোটকর্মীরা যেতেন পি-মাইনাস-ওয়ান ডে-তে। ফলে, জেলার ডিসিআরসি-টি ভোটকর্মীদের পাঠানোর বেলায় দু'দিন চালু থাকত। ভোট হয়ে গেলে অবশ্য ওইদিনই, যত রাতই হোক, ফিরে আসত সমস্ত পার্টি।

ডিসি (ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার) ও আরসি (রিসেপশন সেন্টার) একই জায়গায় হলেও, দুটির বেলায় তাদের ছিল দুটি পৃথক রূপ।

ভোটের আগের দু'দিনে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর চোখেমুখে শঙ্কা, ক্ষোভ ও বিরক্তি। আসন্ন দিনটির কথা ভেবে দুরুদুরু বক্ষ। কথায় কথায় কাউন্টারগুলোতে কর্মরত মানুষগুলির উদ্দেশে উগরে দিতেন ওই ক্ষোভ। সামান্য কারণে দুর্ব্যবহার করে বসতেন। কেউ কেউ একেবারে শেষমুহূর্তেও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। কেউ কেউ তো সেজন্য হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার ভানও করতেন। কেউ কেউ আবার একেবারে শেষমুহূর্তে জেনে নিতেন ভোটের খুঁটিনাটি নিয়মকানুনগুলি। কেউ কেউ অবশ্য বেশ খোশমেজাজেই চলাফেরা করতেন। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই লক্ষ করেছি, চোখেমুখে পুত্রশোক ফুটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এলোমেলো। ওই ভোটকর্মীটিকে বিদায় জানাতে এসেছেন তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা। দুশ্চিন্তায় থমথম করছে ওঁদের মুখ। সারাক্ষণ সংশ্লিষ্ট ভোটকর্মীটিকে শরীর-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানাবিধ উপদেশ-পরামর্শ দিয়েই চলেছেন। একেবারে বাসে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত অবধি চালু থাকত ওই পরামর্শমালা। ওষুধগুলো ঠিকঠাক খেও, জুতোজোড়াটা সামলে রেখো, বাসি-পচা খেও না...।

ওই দিনগুলোতে সাধারণ ভোটকর্মীর পাশাপাশি হাজির থাকতেন একদল রিজার্ভ ভোটকর্মী। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তাঁদের ভোট করাতে যাবার কথা। তাঁদের চোখেমুখেই শঙ্কাটা ফুটে থাকত সবচেয়ে বেশি। তখন মাইকে ঘনঘন ঘোষিত হচ্ছে, অমুক বুথের প্রিসাইডিং অফিসার, কিংবা অমুক বুথের থার্ড পোলিং অফিসার, আপনি এসে থাকলে অবিলম্বে রিপোর্টিং সেন্টারে এসে রিপোর্ট করুন। রিজার্ভ পোলিং অফিসাররা কান খাড়া করে রাখতেন ওই ঘোষণাগুলির দিকে। কোন কোন বুথের কতজন প্রিসাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার তখনও অবধি রিপোর্ট করেননি, সেগুলোই মনোযোগ সহকারে শুনতেন। এর কারণ, তার ওপরই ঝুলে থাকত ওঁদের ভাগ্য। একটা ছাউনিতে ওঁদের বসবার ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু রিজার্ভদের মধ্যেকার চতুর অংশটি প্রায় সময়ই ওই ছাউনির থেকে নিরাপদ তফাতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন, যাতে রেগুলার ভোটকর্মী উপস্থিত না থাকলে তাঁদের বদলে যখন রিজার্ভারদের থেকে এক-একজনকে নিয়ে ওই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করবার প্রক্রিয়াটি চলবে, তখন যেন সাহেবদের চোখের আড়ালে থেকে ওই গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। তাঁরা দূর থেকে সারাক্ষণ পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজয় রাখতেন এবং 'ঝড়-বৃষ্টি' থেমে গেলে পুনরায় ছাউনিতে ফিরে আসতেন।

সব রকমের ভোটকর্মীই ডিসি-তে এসে সর্বপ্রথম ক্যাশ কাউন্টারেই লাইন দিতেন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট হারে পোলিং অ্যানাউন্স পাওয়াটা ছিল নিশ্চিত এবং টাকার পরিমাণটাও মোটেই আহামরি নয়, তাও কেন কে জানে, সব্বাই প্রথমে ক্যাশের কাউন্টারেই লাইন লাগাতেন। আমার দীর্ঘ চাকরিজীবনে কত ভোটই করেছি, একটি ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় হতে দেখিনি।

অর্থপ্রাপ্তির পর ব্যালট পেপারের কাউন্টারে দাঁড়াতেন ওঁরা। ওই টিমের কেউ কেউ তখন দাঁড়িয়ে পড়েছেন ব্যালট বক্স, চট, হ্যারিকেন ইত্যাদি নেবার লাইনে। কেউ কেউ বা হরেক কিসিমের ফর্ম ও এনভেলপ নেবার লাইনে। এইভাবে সবাই ভাগাভাগি করে নিতেন দায়িত্ব। তবে, কোন টিমের কর্মীরা দায়িত্বগুলি কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবেন, তা নির্ভর করত অনেকগুলি ফ্যাক্টরের ওপর। তার মধ্যে প্রধান ফ্যাক্টরটি ছিল কন্টিনজেন্সি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের সংগতির ওপর। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়েই বলা যাক। প্রত্যেক বুথের জন্য কিছু টাকা আপৎকালীন খরচের জন্য বরাদ্দ করত সরকার। টিমের প্রিসাইডিং অফিসারই ছিলেন ওই টাকা গ্রহণ ও খরচ করবার মালিক। পরবর্তীকালে ওই টাকার কোনও হিসাব পেশ করতে হত না। বস্তুতপক্ষে বুথে ওই টাকা সামান্যই খরচ হত। অধিকাংশটাই ভোটকর্মীরা খানাপিনা করে খরচ করে ফেলতেন। কখনওবা চতুর প্রিসাইডিং অফিসার, সামান্য অংশ খানাপিনায় খরচ করে বাকিটা পকেটস্থ করতেন। ফলত, পোলিং টিমের অকুণ্ঠ সহযোগিতালাভের ক্ষেত্রে ওই কন্টিনজেন্সি বাবদ প্রাপ্ত অর্থটুকুই প্রধান ফ্যাক্টর হয়ে উঠত। যে প্রিসাইডিং অফিসার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা পোলিং টিমের মাতব্বরটিকে কমন ফান্ড হিসেবে খরচ করবার জন্য দিয়ে দিতেন, তিনি টিমের সবাইয়ের থেকে প্রথম থেকেই পেতেন অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

এ রাজ্যে ভোট পর্ব শুরু হতে আরও কিছুদিন। তার আগে এসআইআর পর্ব। কালঘাম ছুটছে বিএলও-দের। নানান কর্মকাণ্ড। সেই সূত্রেই ভোট পর্বের কাহিনী-কিসসা।

জনমন জনমত

হাসপাতালে ভাষার অবমাননা দুঃখজনক

৭ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রকাশিত ''ভাষা বিতর্কের সঙ্গী 'ভুল' ওষুধ'' শীর্ষক খবরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতিবেদনে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এক হিন্দিভাষী তরুণীর বাংলা ভাষার প্রতি অবমাননা এবং নিজের দায়িত্বের প্রতি অবহেলার বিষয়টি জেনে মর্মাহত হলাম।

হিন্দি কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ভাষা নয়। ১৯৬৩ সালে দেবনাগরী লিপিতে লেখা হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয় এবং সেইসঙ্গে হিন্দি ভাষার সংখ্যাগুলিকে ইংরেজিতে লেখার নিদান দেওয়া হয়। হিন্দির পরে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি যুক্ত হয়। এরপর আবার হিন্দির সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতিতে অন্যান্য মুখ্য ভারতীয় ভাষাকে ত্রিভাষা সূত্র অনুসারে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে হিন্দি ভাষা কোনও ভাষার ওপরে চেপে বসতে না পারে এবং কোনও ভাষার বিলুপ্তিকরণ না ঘটে। আমরা একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যালয়ে তিনটি ভাষায় সাইনবোর্ড লেখা হয়। প্রথমে বাংলা (অথবা যে রাজ্যের যে মুখ্য ভাষা), তারপর যথাক্রমে হিন্দি এবং ইংরেজি। রেলওয়ে স্টেশনের সব নামফলক ত্রিভাষা সূত্র অনুসারে লেখা। সর্বোপরি, কোনও ভাষাকেই আমরা হেয় করতে পারি না এবং করা উচিতও নয়।

বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষা আমরা যা-ই শিখি না কেন তা আমাদের সবসময় সমৃদ্ধ করে। সবশেষে ভাষা বিতর্ক বাদ দিয়ে আমরা সবাই ভারতবাসী এবং এটাই আমাদের একতা ও একমাত্র পরিচয়।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি।

এসআইআর উৎসব নাকি মানসিক নির্যাতন?

রাজ্যে এসআইআর চলছে। এমন আবহে, আপনার এলাকার বিএলও-দের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হোন। জেনে রাখুন, ঘাড়ে বন্দুক ঠেকিয়ে তাঁদের ওপর ডিউটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনওধরনের ঢালতলোয়ার ছাড়াই এঁদের নিধিরাম সর্দার বানিয়ে মাঠে ছেড়ে দিয়েছে ওপরমহল।

এবারের এসআইআর-এ অংশগ্রহণ করার জন্য একটি এনুমারেশন ফর্ম ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, যা অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর। প্রথম ক্যাটিগোরি অনুযায়ী, ৩৮ বছরের কম বয়সি ভোটারদের নাম শেষ এসআইআরে থাকার কথা নয়। সেজন্য দ্বিতীয় ক্যাটিগোরি হিসেবে মা/বাবা/ঠাকুরদা/ঠাকুমার লিংক দেখাতে হবে। কিন্তু কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকা বা ভিন্ন কারণে তাঁদেরও নাম হয়তো শেষ এসআইআরে নথিভুক্ত হয়নি। সেক্ষেত্রে রয়েছে তৃতীয় ক্যাটিগোরি। এই তৃতীয় ক্যাটিগোরি নিয়েই সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি। রক্তের সম্পর্কের অন্য কোনও আত্মীয়ের নাম শেষ এসআইআরে থাকতে পারে, কারও ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় তৃতীয় ক্যাটিগোরিতে কোন আত্মীয়কে দেখানো যেতে পারে? অথবা 'সম্পর্ক'র ঘরে কী লিখতে হবে তা সাধারণ ভোটারদের মধ্যে সত্যিই বিভ্রান্তি তৈরি করছে। বিষয়টি নিয়ে কিছু ভোটার ক্ষুব্ধ বিএলও-দের ওপর। রাজনৈতিক চাপেরও শিকার হচ্ছেন বিএলও-রা। কিন্তু এক্ষেত্রে বিএলও-দের দোষটা কোথায়? ইতিমধ্যে, ভোটার সহ বিএলও-র মৃত্যুর খবরও আসছে। রাজনৈতিক বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হয়তো এরকম বিভ্রান্তি। এভাবে অনেক ভুল ব্যক্তির তথ্য আরও পাকাপোক্ত হয়ে যেতে পারে বা কোনও বৈধ ব্যক্তি বঞ্চিত থেকে যেতে পারেন। তাই নিজে বিশ্লেষণ করতে না পারলে, আপতত এসআইআর-এর ব্যাপারে নানাজনের নানা মত থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে অফলাইন বা অনলাইনে ফর্ম সঠিকভাবে ফিলআপ করে দিন। আপনার নিজের কাজে নিজে সহায়তা করুন।

প্রচুর বিএলও নিয়োগ বা তাঁদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত না করে, এমনকি ভোটারদের যথাযথ সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার না করে, শুধু এসআইআরের পক্ষে-বিপক্ষে রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা চলছে। এ যেন অন্ধকারে রেখেই নয়ে-ছয়ে কাজ সেরে নেওয়ার একটা চেষ্টা। তাই শুধুমাত্র বিএলও-দের ওপর ক্ষোভ না উগরে, এসআইআরের ভালো দিকগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক খারাপ অভিসন্ধিগুলোও ভেবে দেখুন। দেখবেন, দিনশেষে সরাসরি আপনি না ঠকলেও, ঠকছে পরবর্তী প্রজন্ম।

ইতিমধ্যে স্বল্প পারিশ্রমিকে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীদের বিএলও-র পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই পদে এখন সিংহভাগ শিক্ষককে হুমকি-ধমকি দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। শিক্ষকদের সম্মানহানি হচ্ছে। বিএলও পদটিরও অবমাননা হচ্ছে। যদিও এই বিএলও পদে বেকার তরুণ-তরুণীদের স্থায়ী নিয়োগ করা যেত।

আসলে এই এসআইআর কর্মসূচি বা বিএলও নিয়োগ শুধুমাত্র জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনও উৎসব নয়, বরং জনগণকে ভুল বুঝিয়ে ভোট-ফায়দা লুটে নেওয়ার এক মানসিক নির্যাতন কৌশল।

দীপঙ্কর বর্মন
পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

বিহারে এসআইআর-এর পরেও বিদেশিদের সংখ্যা অজানা

আপনার হাতের কাছে যা নেই হঠাৎ করে তা চাইলে বা নিদেনপক্ষে দেখতে চাইলে আপনার মধ্যে একধরনের অলসতা ও বিপন্নতা কাজ করে।

ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাংকের পাসবই, বিদ্যুৎ বিল কোনওকিছুই এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে চায়নি নির্বাচন কমিশন। শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে মামলা হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের তাড়া খেয়ে আধার কার্ডকে মান্যতা দিয়েছে। তাও সেই চাঁদ সদাগরের বাঁ-হাতে মনসাপুজোর মতো ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছে আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। ভাবখানা এমন যে, নাগরিকত্বের প্রমাণ খোঁজাই নির্বাচন কমিশনের কাজ।

দৈনন্দিন জীবনে যে কাগজপত্রগুলি প্রয়োজন সেগুলি মানুষ কাছে গুছিয়ে রাখেন। কিন্তু সব নথি যদি এককথায় নাকচ ঘোষণা করে দেওয়া হয় তাহলে মানুষের মধ্যে একধরনের বিপন্নতা তৈরি হয়। এরকমই বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল কয়েক বছর আগে নোটবন্দির সময়। ইতিহাস সাক্ষী নোটবন্দির ফলে দুর্নীতি বন্ধ হয়নি, বরং কালো টাকা সাদা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন যদি সত্যিই যোগ্য হত তাহলে এসআইআর হওয়ার পরও প্রশান্ত কিশোরের নাম দু'জায়গায় থাকত না বা আরজি কর হত্যাকাণ্ডে নিহত তরুণী চিকিৎসকের নামও তালিকায় থাকত না।

মজার কথা হল, বিহারে এসআইআর-এর পর প্রকৃতপক্ষে কতজন বিদেশি চিহ্নিত হয়েছে সে তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে নেই। কতজন ঘুসপেটিয়া আছে সেই তথ্য কমিশন বা কেন্দ্রের কাছে নেই। সামান্য কয়েকজন মানুষকে বিদেশি বলে দেগে দিয়ে অন্যায়ভাবে পুশব্যাক করার চেষ্টা হয়েছে যাঁরা আদপে ভারতীয় নাগরিক। আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, কিন্তু স্নাতক শংসাপত্র নথি হিসেবে গ্রাহ্য! ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়? তবে কী ভোট চুরিই এসআইআরের অন্যতম উদ্দেশ্য?

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯০

পাশাপাশি : ২। গেঁটে বাত-এর আরেক নাম ৫। বাংলার একটি ঋতু, রোগবিশেষ ৬। ভাগ্যের জোর, ভাগ্যের আনুকূল্য ৮। খুদ বা চাল খুব নরম করে সিদ্ধ করে প্রস্তুত খাবার ৯। বিনাশ, ধ্বংস, বিলীন হওয়া, নৃত্যগীতবাদ্যের তালসাম্য ১১। সৈনিকের পোশাক, যুদ্ধের আয়োজন ১৩। একশত, বহু, অসংখ্য ১৪। কেনাবেচা।

উপর-নীচ : ১। শৈব সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ২। সাধু, সন্ন্যাসী ৩। খ্যাপা, পাগল ৪। বিষ, বহুমূল্য পাথর ৬। পত্নী ৭। পুত্র ৮। গোঁড়া লেবু ৯। শরম, সংকোচ, কুণ্ঠা ১০। সূর্য ১১। সাধু ব্যক্তি, ভালো লোক ১২। বর্শা, বল্লম ১৩। বারবিশেষ, গ্রহবিশেষ, সূর্যপুত্র।

সমাধান ■ ৪২৮৯

পাশাপাশি : ১। বরবাদ ৩। তার্কিক ৫। কদলীকুসুম ৬। ধসকা ৭। ধান্যক ৯। বদরিকাশ্রম ১২। নালিক ১৩। কন্যাকাল।

উপর-নীচ : ১। বহুবিধ ২। দরদ ৩। তামাকু ৪। কদম ৫। ককা ৭। ধাম ৮। কপিঞ্জল ৯। বদনা ১০। রিমেক ১১। শ্রমিক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩

নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে মোদির ভুটান সফর কাটছাঁট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : দিল্লির লালকেল্লার কাছে সোমবার সন্ধ্যার ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বহু মানুষের আহত হওয়ার পর জাতীয় নিরাপত্তা ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে। বিস্ফোরণের ২৪ ঘণ্টা পরও থমথমে রাজধানী। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত ধ্বংসস্তূপের চাপা ধোঁয়া এখনও মিলিয়ে যায়নি, কিন্তু এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার টানা উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ব্যস্ত। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এনআইএ-র উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে বসেন শা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভুটান সফরে থাকা অবস্থাতেই বিস্ফোরণ নিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন,'এই হামলার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি অপরাধীকে কঠোরতম শাস্তির আওতায় আনা হবে।' দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি বলেন, 'বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা প্রতিটি দোষীকে খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এই কাজে জড়িত সকলকে আমাদের এজেন্সিগুলির চূড়ান্ত রোষের মুখে পড়তে হবে।'

ভুটান থেকে দেশে ফিরেই বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি বৈঠকে যোগ দেবেন। সরকারি সূত্রের দাবি, লালকেল্লা বিস্ফোরণই হবে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। বিশেষত সন্ত্রাস-যোগ, আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্ক, বিস্ফোরক সংগ্রহের চক্র এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন। এদিকে লালকেল্লার কাছে হওয়া বিস্ফোরণের তদন্তে নেমেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার রাত থেকেই টানা বৈঠক করছেন।

মঙ্গলবারও তিনি দু'দফা বৈঠক করেন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন, আইবি প্রধান তপন ডেকা, এনআইএর ডিজি সদানন্দ বসন্ত দাতে, দিল্লি পুলিশের কমিশনার সতীশ গোলচারা এবং ভার্চুয়ালি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি নলিন প্রভাত। বিস্ফোরণের তদন্ত, প্রাথমিক গোয়েন্দা ইনপুট, আন্তঃরাজ্য জঙ্গি নেটওয়ার্ক এবং সম্ভাব্য বিদেশি যোগ সব দিক নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যে দিল্লি পুলিশ গোটা ঘটনায় ইউএপিএ ধারা প্রয়োগ করেছে। ফরেনসিক রিপোর্টে সন্ত্রাস-যোগের প্রাথমিক ইঙ্গিত মিললেই এই ফৌজদারি ধারাগুলি প্রয়োগ করা হয়। তদন্ত এগোতেই ফরিদাবাদের আল-ফলাহ ইউনিভার্সিটি থেকে আরও তিনজন চিকিৎসককে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

দিল্লি বিস্ফোরণের আগের দিনই প্রায় ৩,০০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, হরিয়ানার ফরিদাবাদের দুটি আবাসিক বাড়ি থেকে। ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র এবং বিস্ফোরক তৈরির আরও উপকরণ মেলে। এই আবাসনগুলির মালিক মুজাম্মিল শাকিল, যিনি আল-ফলাহ হাসপাতালের চিকিৎসক। তদন্তে উঠে এসেছে, মুজাম্মিলের সঙ্গে একই হাসপাতালে কর্মরত আদিল

বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা প্রতিটি দোষীকে খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এই কাজে জড়িত সকলকে আমাদের এজেন্সিগুলির চূড়ান্ত রোষের মুখে পড়তে হবে।

অমিত শা

রাঠার এবং শাহিনা শাহিদের নাম। তিনজনই জইশ-ই-মোহাম্মদের একটি সক্রিয় 'স্লিপার সেল'-এর সদস্য। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, এএনএফও এবং অন্যান্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক সংগ্রহ ও মজুত করছিলেন।

এই পুরো নেটওয়ার্কের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন উমর মহম্মদ, যাঁর নামে রেজিস্টার ছিলো হুন্ডাই আই-২০ গাড়িটি। তদন্তকারীদের ধারণা, সহযোগী মুজাম্মিল ও আদিল গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পেয়ে ভয়ে দিশেহারা হয়ে যান উমর।

বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত হয়ার পর তিনি গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত লালকেল্লা পুলিশ চৌকির সামনে সিগন্যালের কাছে বিস্ফোরণ ঘটায়। সূত্রের দাবি, ফরিদাবাদে উদ্ধার হওয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং লালকেল্লার বিস্ফোরণে ব্যবহৃত উপাদানের মধ্যে মিল খোঁজার পরীক্ষা চলছে।

বিস্ফোরণস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

স্বজনহারার কান্না...

দিল্লি বিস্ফোরণের পর প্রিয়জনকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

জইশের মহিলা শাখার দায়িত্বে কি ধৃত শাহিনা?

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : লালকেল্লা মেট্রো স্টেশন চত্বরে বিস্ফোরণের ঘটনায় লখনউয়ের চিকিৎসক শাহিনা শাহিদের গ্রেপ্তারের পর জইশ-ই-মহম্মদের নাশকতা চালানোর নয়া ছক সামনে এসেছে। কাশ্মীরি চিকিৎসকদের একাংশকে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে যুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জইশ যে ভারতে মহিলা ক্যাডার নিয়োগের চেষ্টা করছে, সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জইশ-ই-মহম্মদের মহিলা ব্রিগেড জামাত-উল-মমিনত-এর ভারত শাখার প্রধান হলেন ধৃত চিকিৎসক শাহিনা শাহিদ। তাঁর গাড়ি থেকে সোমবার অ্যাসল্ট রাইফেল সহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথবাহিনী। শাহিনার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে জইশ নেতা মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহারের। এই সাদিয়াকে জামাত-উল-মমিনত-এর প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছেন মাসুদ

আজহার। গত ৭ মে অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন পাক পঞ্জাবের বাহাওয়ালপুরে জইশের সদর দপ্তরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মাসুদের ৭ আত্মীয় প্রাণ হারান। আত্মীয়দের মৃত্যুর বদলা নিতেই মাসুদ আজহার বোনকে সামনে রেখে ভারতে নাশকতার ছক কষেছেন কি না সেই প্রশ্ন উঠেছে। সোমবার ফরিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় লখনউয়ের লালবাগের বাসিন্দা শাহিনাকে। হরিয়ানার এ-আই ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর গ্রেপ্তারির কয়েক ঘণ্টা বাদেই দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িটির চালক উমর-উন-নবিও পেশায় চিকিৎসক। শাহিনার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল গ্রেপ্তার হওয়া চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলে হরিয়ানা থেকে ধৃত অপর কাশ্মীরি চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাথারের সঙ্গেও শাহিনার যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাজার বন্ধ, আতঙ্কে প্রায় শুনসান দিল্লি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর কেটে গিয়েছে পুরো একদিন। কিন্তু মঙ্গলবারও দিনভর থমথমে রাজধানী। আতঙ্ক-অনিশ্চয়তা-অস্বস্তির আবহে থমকে গিয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। দিল্লিতে এমন শূন্যতা শেষ দেখা গিয়েছে ২০০১-এর সংসদ হামলা ও ২০০৮-এর ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর। মঙ্গলবার দিল্লির রাস্তাঘাট ছিল প্রায় জনমানবশূন্য। কাশ্মীরি গেট-চাঁদনি চক-ইন্ডিয়া গেট, সারাক্ষণ যেখানে গাড়ির আওয়াজ, এদিন সেখানে যেন 'বিপর্যয়ের পরদিনের নীরবতা'। মেট্রোয় আলোচনা শুধু বিস্ফোরণ, নিরাপত্তা ও আতঙ্ক নিয়ে। রাস্তার সর্বত্র গাড়ি আটকে পরীক্ষা হচ্ছে যাত্রী-ব্যাগ ও পরিচয়পত্রের। তবে কড়াকড়ি মানুষের মনে আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলছে।

সকাল দশটা নাগাদ বিস্ফোরণস্থলে গিয়ে দেখা গেল, পুরো জায়গা সাদা কাপড়ে ঢাকা। পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ। জঙ্গিরা দায় না নিলেও বিস্ফোরণের ভয়াবহতা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে সকলের। চাঁদনি চক-নিউ লাজপত রায় মার্কেট-ঘড়ি মার্কেট- এদিন পুরোপুরি বন্ধ। ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার ও হকারদের ভয়, আরও হামলা হতে পারে, দোকানই হয়তো খোলা যাবে না।

বিস্ফোরণস্থল থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে শ্রী দিগম্বর জৈন লাল মন্দিরে সোমবার সন্ধ্যায় দৈনন্দিন আরতি চলছিল। হঠাৎ বিস্ফোরণে মন্দির কেঁপে ওঠে, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশ। তারপর যা দেখা গেল, তা যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে কম নয়, এক বালিকার বিচ্ছিন্ন মাথা এসে পড়ে মন্দিরের উঠোনে। তার চুলে তখনও বাঁধা ছিল গোলাপি রংয়ের রাবার ব্যান্ড। এমন দৃশ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। মঙ্গলবার মন্দিরকর্মী মনীশ জৈন ছাদে উঠে দেখেন, সেখানেও ছড়িয়ে মানুষের দেহাংশ। ফরেন্সিক টিম সেখান থেকেও নমুনা সংগ্রহ করে।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, বিস্ফোরণের তীব্রতা অত্যন্ত বেশি ছিল এবং এটি বডি-ডিসইন্টিগ্রেশন সৃষ্টিকারী উচ্চগ্রেড বিস্ফোরকের লক্ষণ।

কুলচা বিক্রি করেন রাজস্থানের সঞ্জয় কানোজিয়া। বিস্ফোরণের পর তিনি দেখেন, মহিলার ছিন্নভিন্ন দেহ গিয়ে পড়েছে গাড়ির ওপরে। সারারাত ঘুমোননি। ২০ বছর দিল্লিতে। সোমবারের পর মনে হচ্ছে, ' এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

রিকশাচালকদের অবস্থা আরও করুণ। বাজার বন্ধ থাকলে তাঁরা কাজ পাবেন না, খাবার জুটবে না। বিহার-পশ্চিমবঙ্গ-ওডিশার শ্রমিকদের কর্মহীনতার দুশ্চিন্তা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, লালকেল্লা পুলিশ চৌকির সামনে থাকা সিগন্যাল থেকে আই-২০ গাড়িটি ইউ-টার্ন নেয় এবং সিগন্যালের কাছে বিস্ফোরণ ঘটে। প্রতিটি ল্যাম্পপোস্টে সিসিটিভি লাগানো থাকলেও বিস্ফোরণের সময় নাকি সেখানে মাত্র দুজন পুলিশ কর্মী মোতায়েন ছিলেন। নিরাপত্তার বিষয়ে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে।

ফরেন্সিক সূত্রে খবর, গাড়ির কিছু ধাতব খণ্ড থেকে চেসিস নম্বর উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বিস্ফোরকটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন, তবে আরডিএক্স বা পিইটিএন-এর স্পষ্ট সংযোগ এখনও পাওয়া যায়নি।

এতে তদন্তকারীদের ধারণা, স্বল্পমাত্রায় মেটাল-পাউডার মিক্সযুক্ত 'হাই-ভোলাটাইল ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ' ব্যবহার করা হতে পারে। বিস্ফোরণের ফলে গাড়ির ধাতব অংশ সম্পূর্ণ ভেঙে মাইক্রো-শার্ডসে পরিণত হয়েছে। এটি অত্যন্ত প্রশিক্ষিত হাতের কাজ, মনে করছেন তদন্তকারীরা।

অন্যদিকে এলএনজেপি হাসপাতাল এখন দ্বিতীয় গ্রাউন্ড জিরো। সেখানে মরদেহ শনাক্ত করতে ভিড় জমেছে শোকাহত পরিবারগুলির। পাটনার বাসিন্দা মোহাম্মদ জুবান লালকেল্লা এলাকায় ই-রিকশা চালাতেন। সোমবার সন্ধ্যায় ফোনে স্ত্রী আয়েশাকে বলেছিলেন, 'আধ ঘণ্টায় বাড়ি ফিরছি।' কিন্তু সেই আধ ঘণ্টা আর আসেনি। সারারাত খোঁজাখুঁজির পর মঙ্গলবার সকালে পুলিশ আয়েশাকে ফোন করে জানায়, স্বামীকে শনাক্ত করতে হাসপাতালে আসতে হবে। অসুস্থ মা, তিন সন্তান ও পঙ্গু স্ত্রী নিয়ে জুবানের পরিবার এখন সম্পূর্ণ দিশাহারা।

এদিকে সোমবারের বিস্ফোরণে এক ধাক্কায় থমকে গিয়েছে কয়েক হাজার মানুষের আয়। চাঁদনি চক-লালকেল্লা-দরিয়াগঞ্জ বাণিজ্য বেল্টে প্রতিদিন প্রায় ৭-১০ লাখ মানুষ যাতায়াত করেন। মঙ্গলবার ক্ষতির অঙ্ক দাঁড়িয়েছে কয়েক কোটি টাকায়।

পাকিস্তানে বিস্ফোরণে হত ১২, আঙুল ভারতের দিকে

ইসলামাবাদ, ১১ নভেম্বর : সোমবারে কেঁপে উঠেছিল দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকা। সেই নাশকতার ঘটনার নেপথ্যে পাক জঙ্গি সংগঠন জইশের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই মঙ্গলবার দুপুরে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ইসলামাবাদের ডিস্ট্রিক্ট জুডিশিয়াল কমপ্লেক্স চত্বর। ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছেন অন্তত ১২ জন মানুষ। আহত হয়েছেন অনেকে।

এই বিস্ফোরণের জন্য সরাসরি ভারতের দিকে আঙুল তুলেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সোমবার আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে ওয়ানার একটি ক্যাডেট কলেজে হামলার নেপথ্যেও নয়াদিল্লির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। শরিফ বলেন, 'এই হামলাগুলি পাকিস্তানকে অস্থির করে তোলার লক্ষ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় মদতে চলা সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

যদিও নিজের বক্তব্যের সমর্থনে কোনও তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেননি শরিফ। এর আগেও বালোচিস্তানে অস্থিরতার জন্য ভারতের দিকে বারবার অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান। সোমবার লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় হামলার নেপথ্যে এখনও পর্যন্ত সরাসরি পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তোলেনি ভারত। কিন্তু ইসলামাবাদ সেই পথে হাঁটতে নারাজ।

বিস্ফোরণের কারণে আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাঁরা হতাহত হয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন বিচারপ্রার্থী। আদালত চত্বর বলে এমনিতেই ভিড় ছিল মঙ্গলবার। কীভাবে এই বিস্ফোরণ হল তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, গাড়িতে থাকা সিলিন্ডার ফেটেই এই বিস্ফোরণ হয়েছে।

এদিন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'ইসলামাবাদ আদালত চত্বরে যা হয়েছে সেটা আদতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ গোটা জাতির কাছে জেগে ওঠার বার্তা।'

এসআইআরে ভয় কীসের, প্রশ্ন কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়লেন আবেদনকারীরাই। এই ইস্যুতে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের অবস্থান জানতে চেয়ে শীর্ষ আদালত তাদের একটি নোটিশ ধরিয়েছে ঠিকই। পাশাপাশি বিহার, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের বিরুদ্ধে সেখানকার হাইকোর্টগুলিতে যে সমস্ত মামলা হয়েছে সেগুলির কোনও শুনানি করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে একই সঙ্গে মামলাকারীরা এসআইআর নিয়ে কেন ভয় পাচ্ছেন তাও জানতে চায় বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বেঞ্চ যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে গোটা প্রক্রিয়াই আমরা বাতিল করে দেব।' প্রতিটি রাজ্যের পরিস্থিতি যে ভিন্ন সেটা নির্বাচন কমিশনের মাথায় রাখা উচিত বলেও জানান তিনি।

মামলাকারীদের অন্যতম ডিএমকের আইনজীবী কপিল সিবালের পালটা বক্তব্য, এসআইআর করতে এত তাড়াহুড়োই বা কীসের? তাঁর যুক্তি, 'এমনটা আগে কখনও হয়নি। আগে এসআইআর করতে ৩ বছর

আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বেঞ্চ যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে গোটা প্রক্রিয়াই আমরা বাতিল করে দেব।

বিচারপতি সূর্য কান্ত
সুপ্রিম কোর্ট

সময় লাগত। এখন নির্বাচন কমিশন বলছে, ১ মাসে সেটা করতে হবে। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।' ২৬ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

প্রথমে এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এডিআর, এনএফআইডব্লিউ যে মামলা করেছিল তাতে ডিএমকে, তৃণমূলের আবেদন জুড়ে দিয়ে একসঙ্গে শুনানি করে বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। এদিন এডিআরের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ কোর্টে জানান, নির্বাচন কমিশন যাতে কারও নাগরিকত্ব যাচাই না করে সেই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া উচিত। কারণ কমিশনের হাতে কারও নাগরিকত্ব যাচাই করার ক্ষমতা নেই। উত্তরে কোর্ট বলেছে, এই ধরনের কোনও নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সিবালের সওয়াল, 'এসআইআর প্রক্রিয়া হবে ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। যাঁদের নাম বাদ যাবে তাঁদের কবে নোটিশ জারি করা হবে? বিহারে এসআইআরের মধ্যেই নোটিশ জারি করা হয়েছিল? আমাদের মনে হয়, এক মাসের মধ্যে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়।' তখন বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'আপনারা এমনভাবে এই ব্যবস্থাকে দেখাচ্ছেন, যেন প্রথমবার ভোটার তালিকা তৈরি হচ্ছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ তো কমিশনকেই করতে হবে। তারপরও ত্রুটি থাকলে সেটা ঠিক করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।'

অন্যদিকে বিচারপতি বাগচী বলেন, 'তথ্যের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোটার তালিকার তথ্য জনসমক্ষে না এনে তা ব্যক্তিগত রাখা উচিত। আধার পরিচয়ের প্রমাণপত্র। কমিশন যদি জাত অথবা জন্মের শংসাপত্রকে এসআইআরের পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে আধারও ব্যবহার করা যাবে।'

জঙ্গি হামলায় অভিযুক্তের জামিন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : সন্ত্রাসবাদী হামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তির জামিন মঙ্গলবার খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। ইউএপিএ-তে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি দু'বছরেরও বেশি জেলবন্দি। তাঁর আইনজীবী সিদ্ধার্থ দাভে তাঁর মক্কেলের জামিন পাওয়ার জন্য মঙ্গলবার যে উপযুক্ত দিন নয়, তা উল্লেখ করে বলেন, 'সোমবার লালকেল্লার কাছে যা ঘটেছে, তারপর এই মামলায় অভিযুক্তের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরার সেরা সকাল আজ নয়।' দাভের জবাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ জানায়, 'স্পষ্ট বার্তা পাঠানোর সেরা সকাল এটাই।' জঙ্গি হামলার পরের সকালে ইউএপিএ-তে অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তির পক্ষে জামিন পাওয়া কঠিন, আইনজীবীরা তা জানতেন। তাঁরা ভাবতেই পারেননি এমন দিনে শুনানির জন্য মামলাটিকে বেছে নেওয়া হবে।

আদালত শুনানির সময় উল্লেখ করেছে, ব্যক্তির কাছ থেকে দাহ্য পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল। সিদ্ধার্থ দাভে জানান, তাঁর মক্কেলের কাছ থেকে ইসলামিক সাহিত্য পাওয়া গিয়েছে। তখন বিচারপতি মেহতা বলেন, অভিযুক্ত একটি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছিল। তাতে আইসিসের অনুরূপ পতাকা দেখা গিয়েছে। তখন দাভে জানান, তাঁর মক্কেল দু'বছরেরও বেশি কারাগারে। তিনি ৭০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। তাঁর কাছ থেকে কোনও বিস্ফোরক মেলেনি।

বিহারে এনডিএ ঝড়ে'র পূর্বাভাস

পাটনা, ১১ নভেম্বর : মগধভূমে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলতে থাকা নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই। মঙ্গলবার দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোট শেষে ম্যাট্রিজ, পিপলস পালস, পিপলস ইনসাইট, পি-মার্কের মতো হাফ ডজনেরও বেশি বুথফেরত সমীক্ষায় ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রত্যাবর্তনেরই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষকদের দাবি, বিহারের ২৪৩টি আসনের মধ্যে এনডিএ ১৩৩ থেকে ১৬৭টি আসন পেতে পারে। অপরদিকে মহাজোটের ভাগ্যে যেতে পারে ৭০ থেকে ১০২টি আসন। ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (পিকে) এবারের ভোটে চমক দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁর দল জন সুরাজ পার্টি মেরেকেটে ৫টি আসন পেতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে সমীক্ষাগুলিতে। বিহারের মোট বিধানসভা আসন ২৪৩টি। ম্যাজিক সংখ্যা ১২২। গতবার এনডিএ পেয়েছিল ১২৫টি আসন। বিরোধী মহাজোট জিতেছিল ১১০টি আসন। অন্যান্যরা পেয়েছিল ৮টি আসন।

সমীক্ষার ফল জানার পর বিজেপি ও জেডিইউ নেতারা অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁরা এবার আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেবেন। উলটোদিকে আরজেডি-কংগ্রেস নেতারা বুথফেরত সমীক্ষার রিপোর্টকে মানতে রাজি হননি। বুথফেরত সমীক্ষার ফল বহু ক্ষেত্রেই মেলে না। ২০২০ সালে বিহারের পূর্বাভাসও মেলেনি। গত লোকসভা ভোটের সময়ও সমীক্ষকদের ইঙ্গিত এবং বাস্তবের জনাদেশ একেবারেই আলাদা ছিল। তবুও হাওয়া কোনদিকে বইছে, ভোটারদের মনের হাল কেমন তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় এই সমীক্ষাগুলির রিপোর্ট থেকে।

দ্বিতীয় দফাতেও বিপুল ভোট

এদিকে মঙ্গলবার দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোটে ১২২টি আসনে ভোটদানের হারে বিহারের মানুষ প্রথম দফার মতোই চমক দিয়েছেন।

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিহারে ভোট পড়েছে ৬৮.৬৭ শতাংশ। সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে কাটিহারে (৭৮.৩৯ শতাংশ)। তারপরই রয়েছে কিষনগঞ্জ (৭৭.৯১ শতাংশ), পূর্ণিয়া (৭৫.৮৭ শতাংশ) এবং সুপৌল (৭২.৪৬ শতাংশ)। সবথেকে কম ভোট পড়েছে নওয়াদায় (৫৭.৮০ শতাংশ)। তারপর রয়েছে রোহতাস (৬১.৮১ শতাংশ), মধুবনি (৬৩.২৪ শতাংশ) এবং আরওয়াল (৬৩.৮২ শতাংশ)। ১৪ নভেম্বর ফল ঘোষণা।

চাঁদনিতে গিয়ে আর ফিরলেন না ওঁরা

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : 'আজ ও আমাদের ছেড়ে চলে গেল...'। লাশকাটা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কেঁদে উঠলেন বছর পঁয়ত্রিশের জুম্মান মোহাম্মদের এক আত্মীয়। লালকেল্লার কাছে সোমবারের ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ই-রিকশাচালক জুম্মানের। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে।চাঁদনি চক এলাকায় রিকশা চালিয়ে স্ত্রী, তিন সন্তান এবং বোনের পরিবারের ভরণপোষণ করতেন জুম্মান। তাঁর কাকা জানান, বিস্ফোরণে শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও স্ত্রী তাঁকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। পরে ডিএনএ পরীক্ষায় পরিচয় নিশ্চিত হয়।

সোমবার সন্ধ্যায় বিহারি ট্যাক্সিচালক পঙ্কজ সাহানি গিয়েছিলেন দিল্লির চাঁদনি চকে যাত্রী নামাতে। আর কোনওদিন ঘরে ফেরা হবে না ২২ বছরের ওই তরুণের। পরিবারের একমাত্র রোজগেরের মৃত্যুতে পরিবারের মাথায় হাত। এখন সংসার চলবে কী করে!

পঙ্কজের মতোই সোমবার সন্ধ্যায় কাজে গিয়ে আর ঘরে ফেরা হয়নি নওমান আনসারি, অশোক

কুমার, উত্তরপ্রদেশের মোহসিন, দীনেশ মিশ্রের। সোমবার দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে নিহত ১৩ জনের মধ্যে রয়েছেন তাঁরাও।

লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের খবর টিভিতে দেখেই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ভুরে মিশ্র। তাঁর তিন ছেলে দিল্লিতে কাজ করেন। তিনি একে একে তিনজনকেই ফোন করেন। দুই ছেলে ধরলেও ছোট ছেলে দীনেশ ফোন ধরেননি। কয়েক ঘণ্টা পর আশঙ্কাই সত্যি হল। বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন দীনেশ।

১৮ বছরের তরুণ নওমানের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের শামলিতে। প্রসাধনীর ব্যবসা রয়েছে তাঁর। তিনি চাঁদনিতে গিয়েছিলেন জিনিসপত্র কিনতে। অশোক দিল্লি পরিবহণ কর্পোরেশন (ডিটিসি)-এর বাসের কন্ডাক্টর। চাঁদনি চকে গিয়েছিলেন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

ক্যাবচালক পঙ্কজের বাড়ি বিহারে। ২২ বছরের তরুণ পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। তাঁর দেহ নিতে মঙ্গলবার দিল্লির লোকনায়ক হাসপাতালে যান বাবা। তিনি বলেন, 'কী আর বলব? সরকার ন্যায়বিচার দেবে এটাই আশা করছি।' বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন নিহত নওমানের খুড়তুতো ভাই আমান। বর্তমানে তিনি দিল্লির লোকনায়ক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নওমানের কাকা ফুরকান বলছিলেন, 'পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছেলেকে হারিয়ে সকলেই ভেঙে পড়েছে। এখন দেহ গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। যারা এই ঘটনায় দায়ী, তাদের যেন উচিত সাজা হয়।'

ম্যাজিশিয়ান জেহ, করিনার উচ্ছ্বাস

গত ফেব্রুয়ারিতেই সইফ আলি খান ও করিনা কাপুরের কনিষ্ঠ পুত্র জেহ চার বছরে পা দিয়েছে। সেলিব্রেশনও হয়েছে। সম্প্রতি একটি ভিডিওয় জেহ ও করিনাকে দেখা গেল। যোগেশ নামের এক জাদুকরের শো-তে তাঁরা ছিলেন। মা ও ছেলে দুজনেই নীল প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরেছিলেন। শো-তে যোগেশ একটি খালি ফ্রেম হাতে ধরে করিনাকে তার ওপর ফুঁ দিতে বলেন। তখনই ফ্রেমে জেহ-র ছবি ফুটে ওঠে। করিনা তো হতবাক। তারপর জেহ-কে তার ছবি দেখালে সে যে বেশ খুশি, বোঝা যায়। করিনা জেহকে চুম্বন করেন এবং মা ও ছেলের এই বন্ডিংয়ে উপস্থিত সকলেই আনন্দ পেয়েছে বোঝা যায়। এরপর যোগেশ অন্য জাদু দেখাতে শুরু করেন। পরে জেহ যোগেশের সাহায্যে একটা মজার ম্যাজিক ট্রিক দেখায়, করিনা পিছনে দাঁড়িয়ে তখন হাততালি দিচ্ছিলেন। নেটমহল এই ভিডিও দেখে উচ্ছ্বসিত।

ধর্মেন্দ্র স্থিতিশীল, মৃত্যুর খবরে প্রতিবাদ হেমা, এষার

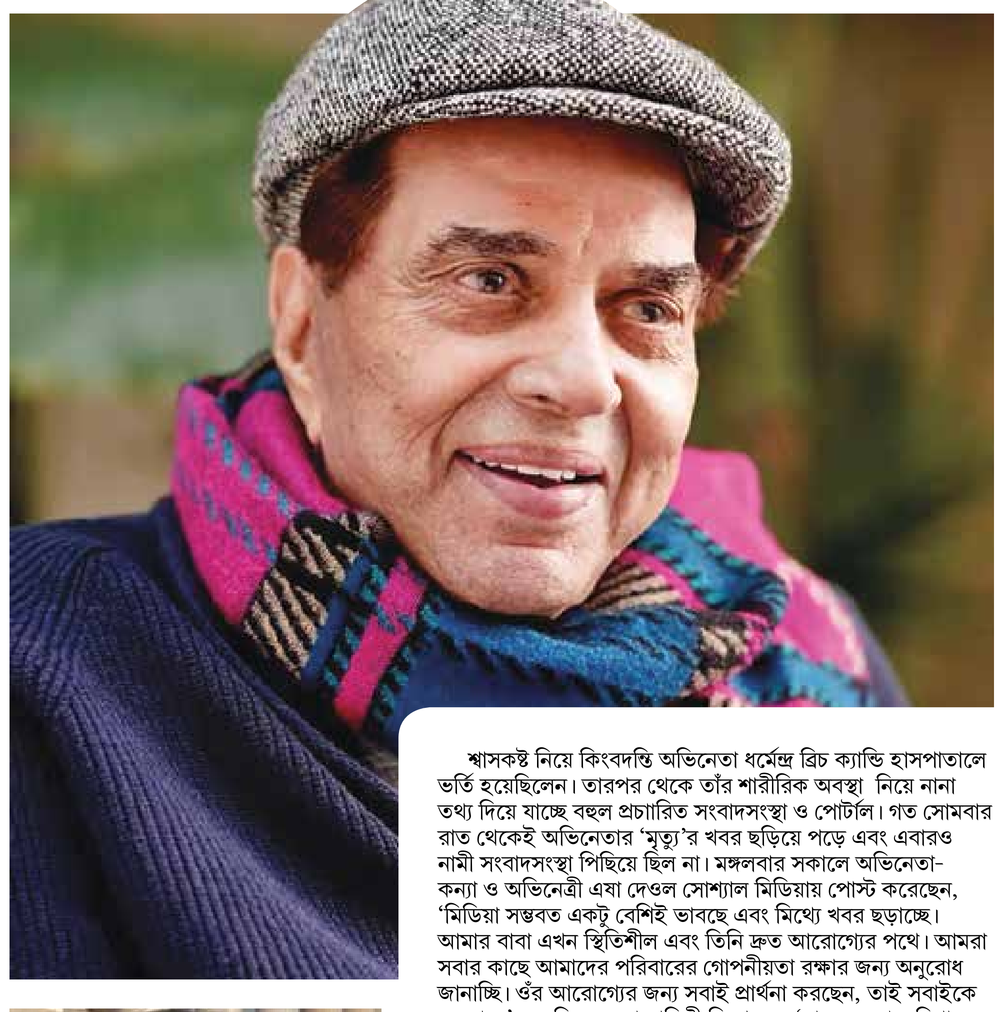

শ্বাসকষ্ট নিয়ে কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানা তথ্য দিয়ে যাচ্ছে বহুল প্রচাারিত সংবাদসংস্থা ও পোর্টাল। গত সোমবার রাত থেকেই অভিনেতার 'মৃত্যু'র খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং এবারও নামী সংবাদসংস্থা পিছিয়ে ছিল না। মঙ্গলবার সকালে অভিনেতা-কন্যা ও অভিনেত্রী এষা দেওল সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, 'মিডিয়া সম্ভবত একটু বেশিই ভাবছে এবং মিথ্যে খবর ছড়াচ্ছে। আমার বাবা এখন স্থিতিশীল এবং তিনি দ্রুত আরোগ্যের পথে। আমরা সবার কাছে আমাদের পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ওঁর আরোগ্যের জন্য সবাই প্রার্থনা করছেন, তাই সবাইকে ধন্যবাদ।' অন্যদিকে হেমা মালিনী লিখেছেন, 'যা হচ্ছে তা অবিশ্বাস্য! দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সংবাদসংস্থা কীভাবে একজনের সম্বন্ধে এভাবে মিথ্যে খবর ছড়াতে পারে, যে মানুষ চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে এবং দ্রুত সেরে উঠছে? এটা চূড়ান্ত অসম্মানজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। দয়া করে এই পরিবারকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিন এবং আমরা আমাদের গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করছি।'

অভিনেতার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা খবর মিডিয়ায় ঘুরছে। তাঁর পরিবার অভিনেতার অনুরাগীদের অনুরোধ করেছে, তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া খবরই যেন এক্ষেত্রে বিশ্বাস করেন তাঁরা। গতকাল অভিনেতা-পুত্র ও অভিনেতা সানি দেওলও বাবার অবস্থা স্থিতিশীল এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করার আবেদন জানিয়ে পোস্ট করেছিলেন। তারপরেও এই 'ভুয়ো' খবরে দেওল পরিবার ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। ধর্মেন্দ্রকে দেখতে এদিন হাসপাতালে যান গোবিন্দা, সলমন খান, শাহরুখ খান প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ধর্মেন্দ্রকে 'ইক্কিস' ছবিতে দেখা যাবে। ছবির মুক্তি চলতি বছর খ্রিস্টমাসে। অগস্ত্য নন্দা ছবির নায়ক। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত ছবিটিতে সেনাবাহিনীর সর্বকনিষ্ঠ লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবনী দেখা যাবে। ধর্মেন্দ্র অগস্ত্যর বাবার চরিত্র করছেন।

একনজরে সেরা ৫

মীরার ছবিতে

মীরা নায়ার ২০ শতকের বিখ্যাত চিত্রকর অমৃতা শের-গিলের বায়োপিক বানাচ্ছেন, নাম অমৃ। শোনা গিয়েছে, তাব্বু ছবিতে ক্যামেও করতে পারেন। তাঁর সঙ্গে কথা চলছে। এর আগে মীরা-তাব্বু কাজ করেছেন দ্য স্যুটেবল বয় ও দ্য নেমসেক-এ। ছবির প্রেক্ষাপট ভারত, ১৯১৫-১৯৪১ সময়কাল উঠে আসবে ছবিতে এবং চার বছর ধরে এর প্রস্তুতি চলছে।

স্ত্রী-ভেড়িয়া প্রেম

স্ত্রী ২ ছবিতে শ্রদ্ধা কাপুরের সঙ্গে ভেড়িয়ার বরুণ ধাওয়ানের রোমান্টিক গান ছিল। দুজনের রসায়ন দর্শক খুব পছন্দ করে। এখন শোনা যাচ্ছে, শ্রদ্ধা ও বরুণের প্রেম দেখা যেতে পারে পরবর্তীতে, এই হরর কমেডি ইউনিভার্সে। পরিচালক অমর কৌশিক তেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন তবে স্পষ্ট করেননি কিছু। ভেড়িয়া ২ আসবে ২০২৬-এ, স্ত্রী ৩ আসবে ২০২৭-এ।

শ্রদ্ধার সঙ্গে রণদীপ

লক্ষ্মণ উটেকরের পরের ছবি 'ঈথা'-তে রণদীপ হুড়া আর শ্রদ্ধা কাপুরের প্রেম দেখা যাবে। চলতি মাসের শেষ থেকে শুটিং শুরু হবে। সূত্রের খবর, এই ছবি বিশিষ্ট মারাঠি লোকশিল্পী ভিথাবাঈ নারায়ণগোনকরের বায়োপিক। মারাঠি সংস্কৃতিতে ভিথাবাঈয়ের অবদানকে স্মরণ ও তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই ছবি। ভিথা শিল্পীর আদরের নাম, ভিথার আঞ্চলিক রূপান্তর ঈথা।

বদল রচনার

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক হওয়ার পর দিদি নম্বর ওয়ানে আর তেমন মন দিচ্ছেন না। এর শুটিং না করে নিজের ছবির শুটিং করেছেন। এখন রাজনৈতিক কারণেই অনেক কথা বলছেন না, যা আগে বলতেন। তাই প্রতিযোগীরাও সহজ হতে পারছেন না। দিদির টিআরপিও পড়তির দিকে। এবার হাল ফেরাতে মাঠে নেমেছেন পরিচালক।

লিমকায় নাম

লিমকা বুক অফ রেকর্ডস এবং গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠল গায়িকা পলক মুচ্ছলের। তাঁর পলক পলাশ চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন দেশ-বিদেশ মিলিয়ে ৩,৮০০ শিশুর হার্ট সার্জারি করেছে, তাই এই সম্মান। ছোটবেলায় ট্রেনে দুঃস্থ শিশুকে দেখেই প্রতিজ্ঞা করেন, এদের পাশে থাকবেন। মানবসেবার জন্য কোনও বলিউডি ব্যক্তিত্বর নাম উঠল গিনেসে।

চেনা পথে আর হাঁটবেন না সৃজিত?

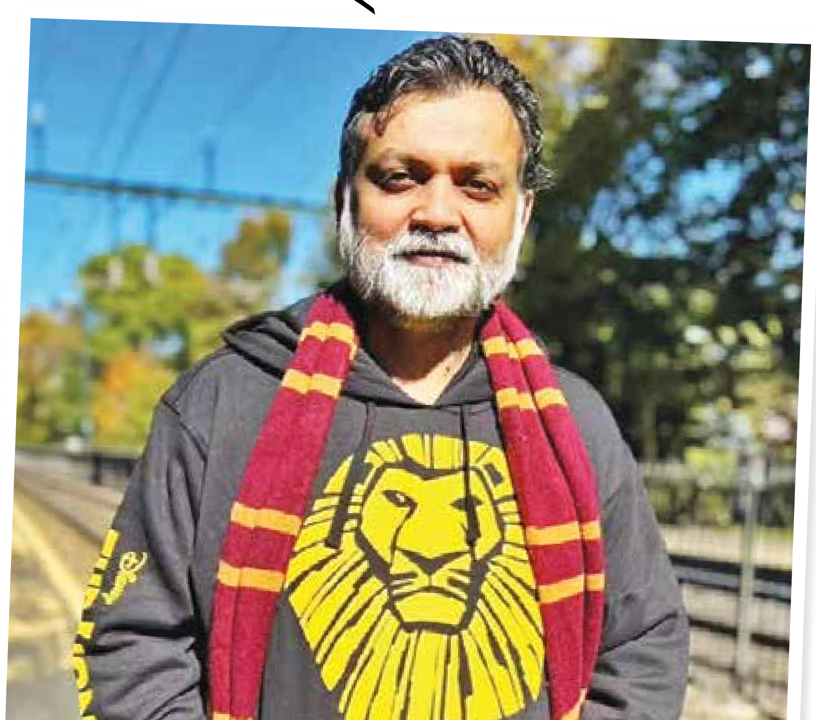

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের চেয়ার বদলাচ্ছে? মানে দায়িত্ব বদলাচ্ছে? সৃজিত আর ছবির পরিচালনা করবেন না? আপাতত এই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। তার কারণও অবশ্য আছে। সৃজিত এবার অন্য ভূমিকা বেছে নিয়েছেন যে। বরাবরই নিজের ছবিতে গানের ব্যবহার নিয়ে সৃজিত খুব খুঁতখুঁতে। অনুপম রায়ের সঙ্গে সৃজিতের জুটি আগে তৈরি হয়েছিল। প্রসেনজিতের সঙ্গে বরং পরে। তবে এত গান হিট থাকতেও সৃজিত আবার সংগীত পরিচালক বদলালেন। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, কবীর সুমন হয়ে রণজয় ভট্টাচার্য, তমালিকা গোলদারদের মতো নতুনদের নামও উঠে এসেছে। তাঁর ছবিতে কাজ করে অনেক সংগীত পরিচালক বহু পুরস্কারও পেয়েছেন।

এবার তাঁর 'এম্পায়ারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ছবির জন্যে নিজেই সংগীতের দায়িত্ব সামলাবেন সৃজিত। আর তারপর পরিচালক সুমন ঘোষের আসন্ন ছবিতে পুরোদস্তুর সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করবেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়।

আসলে মিউজিক হল তাঁর প্যাশন। এখনকার সংগীত পরিচালক যদি সিনেমার পরিচালক হতে পারেন, তাহলে সৃজিতও কেন গানের জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন না? আপাতত তাঁর এই নতুন ভূমিকার কথা শুনে টালিগঞ্জের আনাচকানাচে প্রবল উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

সলমনই ধর্মেন্দ্র হতে পারবেন, বলছেন ধর্মেন্দ্রই

অসুস্থ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে এখন মিডিয়া উত্তাল। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। দেওল পরিবারের তরফে হেমা মালিনী, সানি দেওল, এষা দেওল তাঁর স্থিতিশীল অবস্থার কথা জানিয়েছেন। ধর্মেন্দ্রর বায়োপিক নিয়ে অনেকবার কথা হয়েছে। তিনি তাঁর চরিত্রে কাকে বেছে নেবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে অভিনেতা বলেছিলেন সলমন খান। সলমনের সঙ্গে তাঁর বন্ডিং খুব ভালো। সে সূত্রেই ২০২৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'ওর অনেক কিছুই আমার সঙ্গে মেলে। তাই আমার মনে হয়, ও পর্দায় আমাকে ঠিকঠাক তুলে ধরতে পারবে।' আর একবার তিনি বলেছিলেন, 'সলমন খুব ভালো মানুষ। ওকে আমি যখন প্রথম দেখি তখন ও খুব লাজুক ছিল। ও এখনও খুব লাজুক। আমরা একটা লেকের ধারে শুটিং করছিলাম। শুটিংয়ের মধ্যে ক্যামেরা যখন লেকে পড়ে গিয়েছিল, ও ঝাঁপিয়ে তুলে আনতে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল ও খুব সাহসীও। ও খুব ইমোশনাল আর খুব ভালো মানুষ। যদি কেউ ভালো মানুষ না হয়, তাহলে সে কিছুই হতে পারবে না।' উল্লেখ্য, ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতালে প্রথম সলমন খানই দেখতে গিয়েছিলেন।

ভালো আছেন জিতেন্দ্র

সঞ্জয় খানের স্ত্রী জরিন খানের শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা জিতেন্দ্র। সেখানে সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। সোশ্যাল মিডিয়ায় জিতেন্দ্র সেই পড়ে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়। তিনি যখন বাড়ির ভিতর যাচ্ছিলেন, সিঁড়ির দিকে মনঃসংযোগ ছিল না। উপরের দিকে দেখছিলেন, তাই পড়ে যান। চারপাশের লোকজন তাঁকে ধরে তোলে। তখন তাঁর মুখে বা শরীরী ভাষায় কোথাও কোনও উদ্বেগ বা কষ্টের চিহ্ন ছিল না। পরে জিতেন্দ্র-পুত্র তুষার কাপুর অভিনেতার স্বাস্থ্যের খবর দিয়েছেন। তিনি এক ওয়েবসাইটে জানিয়েছেন, জিতেন্দ্র ভালো আছেন। তাঁর তেমন কোনও চোট লাগেনি। ৮৩ বছর বয়সেও জিতেন্দ্র দারুণ ফিট। গত ২০ বছর তিনি কোনও ছবিতে কাজ করেননি।

ভি শান্তারামের জীবন নিয়ে ছবি

কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ভি শান্তারামের জীবন নিয়ে ছবি আসছে এবার। কিরণ শান্তারামের উদ্যোগে এই ছবির মুখ্য চরিত্রে থাকছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। ফারদিন খান আসছেন অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। ইতিমধ্যে ভি শান্তারামের চরিত্রে ফটোশুট করে ফেলেছেন সিদ্ধান্ত। তাঁর মুখের সঙ্গে কিংবদন্তির মুখের মিল পাওয়া গেছে। এবার আর তাই কোনও দেরি করছে না টিম। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় সব কাজ হয়ে গেছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শুটিং শুরু হয়ে যাবে। শান্তারাম বিয়ে করেছিলেন তিনবার। প্রথমজন বিমলা, পরের জন জয়শ্রী, তৃতীয় জনের নাম সন্ধ্যা। তাঁর সাত ছেলেমেয়ে। পর্দায় এই তিনজন স্ত্রীকেই দেখানো হবে।

দো আঁখে বারা হাত, ঝনক ঝনক পায়েল বাজে, নবরং-এর মতো ছবির নির্মাতার জীবনটা যে পরিমাণ বিশাল ক্যানভাস দাবি করে, সেই বিশালত্বকে মাথায় রেখেই এই ছবি সাজিয়ে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ইতিমধ্যেই ভি শান্তারাম হয়ে উঠছেন। তবে ফারদিনের চরিত্রটা ঠিক কী, সেটা এখনও জানা যাচ্ছে না।

রণবীরের ছবির ট্রেলার মুক্তি স্থগিত

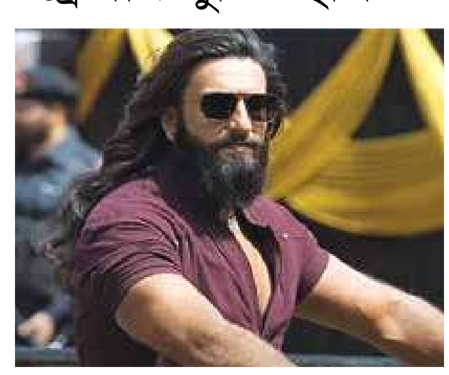

দিল্লির লালকল্লার পাশে ভয়ংকর বিস্ফোরণের জেরে রণবীর সিং অভিনীত ছবি ধুরন্ধর-এর ট্রেলর মুক্তি স্থগিত হল। জানা গিয়েছে, দিল্লির বিস্ফোরণের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছবিতে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কথা বলা হয়েছে। রণবীরের সাজ পোশাক নিয়েও কথা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এই সংবেদনশীল বিষয়ে কথা এড়িয়ে যেতে চাইছেন নির্মাতারা। কবে ট্রেলর মুক্তি পাবে, তা নিয়ে কোনও তথ্য জানা যায়নি। ছবির পরিচালক আদিত্য ধর। ছবিতে রণবীর ছাড়া আছেন সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল প্রমুখ। এর আগে আদিত্য ওটিটি সিরিজ বারামুল্লা সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। এখানে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কথা বলা হয়েছে।

ঐতিহ্য থাকুক, দূষণ নয়

ঐতিহ্যের রাস

শতাব্দীপ্রাচীন উত্তরের ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার রাসমেলা। সেখানে কয়েক দশক আগেও দূষণের এত বাড়াবাড়ি ছিল না। এখন মেলাজুড়ে শুধুই দূষণ। প্লাস্টিক দূষণ, শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ আরও কত কী। অথচ বিধি মনে করিয়ে দেওয়া কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ছে না চত্বরে। ঐতিহ্যবাহী রাসমেলার পরিবেশ রক্ষার খামতি নিয়ে আলোকপাত করলেন তুফানগঞ্জ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ও পরিবেশকর্মী **তাপস বর্মন**

অনাদরে কাঁসার থালাতেও দাগ লাগে!

তাই ঐতিহ্যকে শুধু বহন করলেই হয় না, কালের নিয়মে তাতে ময়লা লাগলে সেটাকে যত্নের সঙ্গে পরিচর্যা করে আগের রূপে ফিরিয়ে আনতে হয়।

কোচবিহারের রাসমেলা এক ঐতিহ্যের নাম। একসময় গোরুর গাড়িতে চেপে তীর্থযাত্রীরা এই মেলা দেখতে আসতেন। সেই পুরোনো দিনগুলি থেকেই লোহা, মাটি, কাঠের সামগ্রীর পসার সাজিয়ে বসতেন দূরদূরান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীরা। তখন প্লাস্টিক পণ্যের অস্তিত্ব তেমন ছিল না। এমনই এক দূষণহীন মেলার গল্প শুনলাম ঝিনাইডাঙ্গার এক প্রবীণার কাছে, বাবার সঙ্গে গোরুর গাড়িতে মেলায় আসতেন তিনি। বাবার নির্দেশ ছিল, দোকানের কোনও জিনিসপত্রে হাত দেওয়া যাবে না, তাহলে পুলিশ ধরবে।

সময়ের নিয়মে মেলায় কিছু কিছু জিনিসের বদল হয়েছে। প্রায় শেষের দিকে কোচবিহার জেলা সংশোধনাগার থেকে সোজা মদনমোহন মন্দির পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে, রাসমেলার মাঠে, স্টেডিয়ামের মাঠ, কোচবিহার ক্লাবের সামনের জায়গাজুড়ে হরেকরকম দোকান, ছোট স্টল বসেছে। এর মধ্যে রয়েছে রকমভেদও। খাওয়ার দোকান, শীতবস্ত্রের দোকান, বিভিন্ন আসবাবপত্রের দোকান এবং কাঁচা শাকসবজি সহ মাছ, মাংসের দোকানগুলো নিজ নিজ চত্বরে বসেছে। যেন এক একটা ক্লাস্টার। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি জিনিস ভীষণ কমন। তা হল, প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা আইনের চূড়ান্ত লঙ্ঘন।

কেন্দ্র, রাজ্য উভয়ের আইন অনুযায়ী, ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে সর্বত্র ১২০ মাইক্রোনের কম প্লাস্টিক পণ্যের থালা, প্লেট, কাপ, চামচ, কাঠি সহ ক্যারিব্যাগ উৎপাদন, বিক্রি ব্যবহার বন্ধ। কিন্তু সেই সব নিয়ম বাস্তবে পালন হচ্ছে কি! মেলা চত্বরের ফুচকার দোকান থেকে মেলার কেন্দ্রে থাকা নামীদামি রেস্টুরেন্টেও দেদার ব্যবহৃত হচ্ছে সবধরনের নিষিদ্ধ প্লেট, থার্মোকলের থালা, বাটি।

এমন কোনও দোকান দেখা গেল না, যারা নিষিদ্ধ প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহার করছে না। এর কি বিকল্প সম্ভব? দুটি ক্ষেত্রে দেখা গেল, হাতেগোনা দু'তিনটি দোকান প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে একধরনের ক্যারিব্যাগ দিচ্ছে। কোচবিহার ক্লাবের সামনের এক বাদাম বিক্রেতা ক্ষতিকরহীন কাগজের ঠোঙা ব্যবহার করছেন। অথচ ছোট-বড় চপের দোকানেও খবরের কাগজ দিয়ে তৈরি ঠোঙায় খাবারগুলি দিচ্ছে। যে যাই কিনছে, খেলনা থেকে সংসারের সামগ্রী, এমনকি পোশাক, তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে নানা রকমের প্লাস্টিক ক্যারিবাগ। ফাস্ট ফুডের প্রতিটি দোকানের সামনে রাখা ছোট-বড় বিন ভরে যাচ্ছে সেই নিষিদ্ধ প্লাস্টিক পণ্যে। এই দৃশ্য কি স্বস্তি দেয়!

এমনিতেই কোচবিহারে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের পরিকাঠামো নেই। তাহলে কি বিগত কয়েক বছরের মতো মেলা শেষে প্লাস্টিকের পণ্য, বর্জ্য মাঠে জমিয়ে রেখে পরে পুড়িয়ে দেওয়া হবে? না কি, তোর্ষার জলে ভাসিয়ে নদীকে করা হবে দূষিত? মেলার ঐতিহ্য আগেও ছিল, থাকবে আগামীতেও, কিন্তু প্লাস্টিক দূষণ ছিল না। এটা ঐতিহ্যের বিষয় নয়।

প্লাস্টিক দূষণের সঙ্গে জুড়েছে শব্দ দূষণও। তাতে নাজেহাল স্থানীয় থেকে মাঠের দর্শকরাও। বিশেষ করে মেলার মাঠের দক্ষিণপ্রান্তে থাকা নাগরদোলা, চিত্রাহারের টেন্ট থেকে বিকট শব্দ ভেসে আসছে। কিছু ছোট দোকানের সামনেও দেখা গেল, মাইকে কিছু একটা বেজে চলেছে। দোকানিরা সেই শব্দে বিরক্ত। এক পিঠে বিক্রেতা তাঁর কর্মীকে বলছেন, পাশের দোকানের মাইকটা আমাদের স্টলের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে কি না, দেখত! সমস্যাটা পরিষ্কার।

২০০৭ সাল থেকে যে কোনও মেলা এবং উৎসবকে পরিবেশবান্ধব করার দায়িত্ব সরাসরি পুরসভা, পুলিশ এবং প্রশাসনের কাঁধেই ন্যস্ত। মেলার একপ্রান্তে শান্ত ঘোরাটোপে পুরসভার চেয়ারম্যান, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ সহকারী পুলিশ সুপারদের অস্থায়ী দপ্তর রয়েছে। অথচ মেলায় দূষণবিধি নিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা তো দূরের কথা, পরিবেশবিধি মেনে চলার বার্তা দিতে মেলা চত্বরজুড়ে প্রশাসনের তরফে একটা বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। অথচ কয়েক বছর ধরে একটি পরিবেশ সংগঠন মেলার আগে নিয়ম করে সরকারি নির্দেশিকাগুলো উল্লেখ করে এই বিষয়গুলো দেখার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাদের চিঠি দিয়েছে। তাহলে শহরের প্রশাসন কি বধির!

শোনো প্রশাসন

- সময়ের সঙ্গে রাসমেলায় নিষিদ্ধ প্লাস্টিক পণ্য, থার্মোকলের থালাবাটির ব্যবহার বেড়েছে
- চিত্রহার ও বিভিন্ন দোকানের মাইকিংয়ে মেলা চত্বর শব্দ দূষণে জেরবার
- দূষণ রোধে সরকারিভাবে ব্যানার বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ছে না
- গতবছর মেলা শেষে যাবতীয় আবর্জনা মাঠেই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এবারও কি তাই হবে

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপচে পড়া ভিড় কোচবিহার রাসমেলায়। ছবি : জয়দেব দাস

মাঠের পাশে ফেলা হচ্ছে রাসমেলার যাবতীয় আবর্জনা। মঙ্গলবার।

ফুচকা, কানের দুলে নজর

বিকেল দখল পড়ুয়াদের

ঐতিহ্যের রাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : বিকেলের দিকে রাসমেলায় তখনও হইহই ভাবটা শুরু হয়নি। একটি প্রসাধনী দোকানে দেখা গেল জনাকয়েক স্কুল ছাত্রী পছন্দের কানের দুল বেছে নিচ্ছে। প্রত্যেকের পরনেই স্কুল ইউনিফর্ম। বোঝাই যাচ্ছে স্কুল থেকে সরাসরি মেলায় হাজির। পাশের একটি ফুচকার দোকানে কয়েকজন ছাত্রের ভিড়। কে কতটা ঝাল সহযোগে ফুচকা খেতে পারে, সেই লড়াই চলছে এখানে। রংবেরঙের স্কার্ফ বিক্রি হচ্ছিল একটি দোকানে। সেখানে ভিড় কয়েকজন কলেজ ছাত্রীর। স্কুল শেষে বাদাম খেতে খেতে রাসমেলার আড্ডা জমিয়ে দিয়েছিল পিয়ালি, স্বর্ণালিরা।

এমজেএন স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে মেলার মাঠ অথবা মদনমোহনবাড়ি, স্কুল-কলেজ ছুটির পর গোটা চত্বরেই অবাধ আনাগোনা এখন পড়ুয়াদের। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিকেলের আড্ডাটা বেশ ভালোই জমছে রাসমেলায়। পপকর্ন, গরম জিলিপি কিংবা বাদাম সহযোগে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে, আবার কলেজ পড়ুয়াদের প্রেমপর্বও চলেছে জমিয়েই। ৫ নভেম্বর থেকে ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা শুরু হয়েছে। ১৫ দিন ধরে মেলা চলবে। রাসমেলা চত্বরের আশপাশেই জেনকিন্স স্কুল, নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুল, সুনীতি অ্যাকাডেমি, এবিএন শীল কলেজ, ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয় রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা স্কুল, কলেজ ছুটির পর মেলায় ভিড় করছে। অধিকাংশ মেলার মাঠে ভিড় করলেও, অনেককে আবার মদনমোহনবাড়িতেও রাসচক্রের পাশে দেখা যাচ্ছে। কেউ আবার রাসমেলা মঞ্চের সামনে রাখা চেয়ারে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

পড়ুয়াদের সাফ কথা, পরিবারের সঙ্গে মেলায় ঘুরলেও, বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরার একটি আলাদা আনন্দ। কলেজ পড়ুয়া মানব সাহা বলছেন, 'বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় ঘোরার মজাই আলাদা। প্রতি বছরই ছুটির পর মেলায় ঘুরি। বন্ধুবান্ধবীরা একসঙ্গে আড্ডা দেই। খাওয়াদাওয়া করি।' কানের দুল কেনার পর স্বর্ণালি দাস বলল, 'স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে মেলায় এসে বাদাম খেলাম, ঘুরলাম। তারপর কিছু কেনাকাটাও হল। দিনে ভিড় কম হয়। তাই ঘুরতেও সুবিধা। অবশ্য রাতে পরিবারের সঙ্গে মেলায় ঘুরব।'

আবার এমনও অনেকেই রয়েছে। যাদের কাছে মেলা ঘোরাটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং মেলায় গিয়ে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে সময় কাটানোই মূল উদ্দেশ্য। স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে সেরকমই অনেককেই দেখা গেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে প্রেমালাপ করতে। সেই তালিকায় অবশ্য কলেজ পড়ুয়াদের সংখ্যাই বেশি। সবমিলিয়ে পড়াশোনার ফাঁকে রাসমেলায় ঘোরাও হয়ে যাচ্ছে পড়ুয়াদের।

আর একটু ঝাল করে দাও... মঙ্গলবার বিকেলে। ছবি : জয়দেব দাস

রাসমেলার টুকিটাকি

নজর কাড়ছে মোবাইল সিনেমা।

মোবাইল সিনেমা

মেলার মাঝে হঠাৎ দেখা মিলল বেশ কয়েকটি ছোট রঙিন টিভির। যেখানে বিভিন্ন সিনেমা ও নাচ-গান চলছে। মেলায় ঘুরতে আসা বিভিন্ন মানুষ হাঁ করে তা দেখছেন। কিন্তু মেলার মাঝে রাস্তায় টেবিলের উপরে এতগুলো টিভি কেন রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা কী! একটু সামনে যেতেই ভুল ভাঙল, দেখা গেল বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরি করা প্লাস্টিকের মতো দেখতে বেশ কিছু বাক্সের মতো জিনিস নিয়ে বসেছেন এক দোকানদার। আর সেই বাক্সের ভেতরে নিজের মোবাইল চালিয়ে রেখেছেন দোকানি। আর তাতেই মোবাইলের সেই ভিডিও অনেকটা বড় আকারে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যে ছোট আকারের টিভি। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল নাম মোবাইল সিনেমা। দাম ২২০ টাকা করে।

সেফটিপিন ম্যান

মাথায় টুপি, গায়ে লাল জামা। আর সেই টুপি থেকে চোখ মুখ সব লম্বা সেফটিপিনের চেনে ঢাকা। এবার মেলায় অন্যতম আকর্ষণ এই সেফটিপিন ম্যান। ফালাকাটা থেকে প্রতিদিন বাসে করে রাসমেলায় ব্যবসা করতে আসছেন অধীর বর্মন। সারাদিন মেলায় থেকে সন্ধ্যার বাসে আবার ফিরে যাচ্ছেন বাড়ি। তার কাছে চল্লিশটা সেফটিপিন পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১০ টাকায়। সেইসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে একজোড়া সুতোর রিল, সেটার দামও ১০ টাকা। তার এই অদ্ভুত সাজপোশাক মেলায় অনেকেরই নজর কাড়ছে।

মৃতসঞ্জীবনী

শুকনো একটা গাছ। সেটিকে জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলেই সেটি সত্যিকারের গাছের চেহারা নেয়। মেলায় মাঠে ঢোকার রাস্তায় এই গাছগুলি পাওয়া যাচ্ছে। মৃতসঞ্জীবনী নামে এই গাছ কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। ২০ টাকায় এই গাছ বিক্রি হচ্ছে।

তথ্য : দেবদর্শন চন্দ, গৌরহরি দাস ও তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

আবর্জনা নিলেন না ওঁরা

ভ্যানচালকদের কর্মবিরতিতে নাজেহাল তুফানগঞ্জবাসী

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১১ নভেম্বর : ভ্যানচালকদের কর্মবিরতির জেরে দুর্ভোগে পড়লেন তুফানগঞ্জবাসী। আবর্জনা জমে থাকায় দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। আবর্জনা সাফাইয়ের গাড়ি এদিন পাড়ায় আসেনি। ফলে বাধ্য হয়ে রাস্তাতেই আবর্জনা ফেলতে দেখা যায় সাধারণ মানুষকে। বেতন আটকে থাকায় কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন ভ্যানচালকরা। আর তাতেই সমস্যার মুখে পড়েন সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার সকাল থেকে এ নিয়ে ক্ষুব্ধ শহরবাসী।

যদিও এ ব্যাপারে তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর বলেন, 'পুরসভা থেকে বিল যথা সময়েই করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাংকের ত্রুটির জন্য সঠিক সময়ে কিছু কর্মীদের অ্যাকাউন্টে বেতন ঢোকেনি। বিষয়টি নিয়ে ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গে কথা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই কর্মীদের অ্যাকাউন্টে টাকাও ঢুকে গিয়েছে। তাই বুধবার থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক হচ্ছে।'

পুরসভা সূত্রে খবর, ১২টি ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ২২ জন ভ্যানচালক রয়েছেন। অভিযোগ, তাঁদের কিছুজন নির্ধারিত দিনে বেতন পেলেও প্রায় ১৫ জন টাকা পাননি। বিষয়টি নিয়ে পুরসভাকে জানানোর পরেও সুরাহা না পাওয়ায় এদিন ওই অস্থায়ী কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে কর্মবিরতি রাখেন। যদিও এদিন রাস্তায় আবর্জনার গাড়ি রাস্তায় না দেখা গেলেও কর্মবিরতির কথা স্বীকার করতে চাননি ওই কর্মীরা। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভ্যানচালকের কথায়, 'দুর্গাপুজোর জন্য গত মাসের বেতন কয়েকদিন আগেই ঢুকেছে। তার ওপর এই মাসেও ১০ দিন পেরিয়ে গেলেও বেতনের দেখা নেই। এমনিতেই যৎসামান্য বেতন। আর সে বেতনও যদি আটকে থাকে পেট চলবে কী করে?'

এদিকে, তাঁদের কর্মবিরতির ফলে দুর্ভোগে পড়তে হয় শহরবাসীকে। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের গৃহিণী সুরঞ্জনা সাহা বলেন, 'পুরসভার গাড়ি দৈনিক সকালে এসে আবর্জনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এজন্য পুরসভাকে মাসিক ২০ টাকা দিতে হয়। কিন্তু এদিন আবর্জনা সংগ্রহ না করায় বাড়ির আবর্জনা নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরেও আবর্জনার গাড়ির দেখা না পেয়ে শেষপর্যন্ত রাস্তার পাশেই রেখে দিই।' একই পরিস্থিতির শিকার হন লম্বাপাড়ার সুতপা দাস। তিনি বলেন, 'ভাড়াবাড়িতে থাকি, কোথাও আবর্জনা জমা করে রাখার উপায় নেই। বুধবারও যদি গাড়ি না আসে, তাহলে নালায় ফেলা ছাড়া উপায় থাকবে না।'

চাকা গড়াল না আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ির। মঙ্গলবার।

মেলায় বই দর্শন

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : এ যেন এক ছাদের তলায় গোটা দুনিয়া। 'চোখের বালি' থেকে শুরু করে 'ছাদে কে হাঁটে' সহ বিভিন্ন ধরনের গল্পের বই, উপন্যাস এমনকি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থও পাওয়া যাচ্ছে কোচবিহারের রাসমেলায়। খাবার দোকান কিংবা জামাকাপড়ের দোকানের মতো সেরকম ভিড় এই স্টলগুলিতে নেই ঠিকই, তবে আছে শান্তি। নিজস্বতা। তাই অনেকেই নিজেদের পছন্দমতো বই কিনতে যাচ্ছেন এই স্টলগুলিতে। এত বড় মেলায় বইয়ের স্টল থাকায় খুশি বইপ্রেমীরাও।

মদনমোহনবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় দুটি, কোচবিহার ক্লাবের মাঠে একটি এবং ঠাকুর পঞ্চানন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় দু'-তিনটি বইয়ের দোকান বসেছে। মেলায় বইয়ের দোকান দিয়েছেন নুর ইসলাম আজাদ। তাঁর কথায়, 'উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম এই মেলায় চাহিদা অনুযায়ী যে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব। তাহলে বই-ই বা বাদ থাকে কেন? আমার দোকানে ধর্মগ্রন্থ থেকে শুরু করে উপন্যাস, গল্প সব ধরনের বই রয়েছে।'

এদিন দুপুরে মেলায় ঢোকার পথে দেখা গেল আনন্দময়ী ধর্মশালা সংলগ্ন এলাকার একটি বইয়ের দোকানে বইয়ের খোঁজ নিতে ঢুকেছিলেন অনির্বাণ দে। তিনি জানান, 'মেলায় বইয়ের দোকান দেখে কিছুটা অবাকই হলাম। একটি গল্পের বইয়ের খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।' কোচবিহারের রাসমেলায় দোকান দিয়েছেন পুস্তক বিক্রেতা আজিবুল হক। তিনি বলেন, 'কোচবিহার বইমেলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বইমেলায় আমি দোকান দিই। রাসমেলাতেও দীর্ঘদিন ধরেই দোকান দিচ্ছি। দোকানে ঠাসা ভিড় নেই ঠিকই। তবে বইয়ের বিক্রি রয়েছে।' মেলায় এসে সন্তানদের গল্পের বই কিনে দিতে পেরে বেজায় খুশি বাবা-মায়েরা। অন্তত মোবাইল থেকে কিছুটা সময় এদের দূরে তো রাখা যাবে।

বৃদ্ধের মৃত্যু

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : মদনমোহনবাড়ির সামনে এক দর্শনার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলের দিকে মন্দিরের সামনে এক বৃদ্ধকে লুটিয়ে পড়তে দেখেন আশপাশের মানুষেরা। তাঁকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছেন, রাত পর্যন্ত মৃতের পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।

কমলালেবু বাছাই। রাসমেলা মাঠে মঙ্গলবার। ছবি : জয়দেব দাস

টক্কর ভুটান, নাগপুরের কমলালেবুর

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : ধীরে ধীরে শীত পড়তেই ফলের বাজার দখল করছে কমলালেবু। এই লেবুতেই রসনাতৃপ্তি কোচবিহারবাসীর। সারাদিন রোদ থাকলেও সকাল কিংবা সন্ধ্যার পর শহরে শীতের আমেজ রয়েছে। আর সেই আমেজেই বাজার কিংবা মেলা ঘোরার ফাঁকে নাগপুর এবং ভুটানের কমলালেবুর খোঁজ করছেন ক্রেতারা। তবে নাগপুরের কমলালেবু এই সময় বাজার দখল করলেও ভুটানের কমলালেবু ইতিমধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে বাজারে। কোচবিহার রাসমেলায় কমলালেবুর সম্ভার নিয়ে বসেছেন অনেক বিক্রেতাই। ফলে আর পাঁচটা জিনিস কেনার ফাঁকে ব্যাগে কমলালেবু ভরেও ফিরতে পারছেন সাধারণ মানুষ।

রাসমেলায় প্রতিবারই ভবানীগঞ্জ বাজারের বেশকিছু ফল বিক্রেতা দোকান দেন। এবারও মেলাজুড়ে তাঁদের কয়েকটি দোকান বসেছে। ফল বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রাসের সময় থেকেই যেহেতু কোচবিহারে শীতের শুরু, তাই এই সময় ফলের বাজারে রাজত্ব শুরু হয় কমলালেবুর। এদিন ফলের দোকানগুলিতে গিয়ে দেখা গেল, থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কমলালেবু। কোনওটির রং সবুজ, আবার কোনটি সবুজ এবং কমলার সংমিশ্রণ। রাসমেলা চত্বরের পাশাপাশি শহরের হরিশপাল মোড়, ভবানীগঞ্জ বাজার, সিলভার জুবিলি রোড সহ বিভিন্ন এলাকায় কমলালেবুর দোকান বসেছে। মেলায় ভুটান এবং নাগপুরের কমলালেবু একহালা ৪০ টাকা থেকে শুরু করে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এদিন মেলা ঘোরার ফাঁকে কমলালেবুর দোকান দেখে দু'হালা কমলা কিনতে দেখা গেল পিন্টু হালদারকে। বললেন, 'দাম আয়ত্তের মধ্যে থাকায় একহালা করে দুইরকম কমলালেবুই কিনলাম।' রাসমেলায় এলে প্রতিবার এই মাঠে তাঁবু খাটান রাহান হোসেন, রানা হোসেন, রাজু বার্নওয়ালরা। রাজু বলেন, 'ভুটানের কমলালেবুর চাহিদা বরাবর বেশি। সেকারণে এবার নাগপুরের কমলালেবু তুলিনি। প্রতিদিন আমার দোকান থেকে গড়ে ৫০ কেজি কমলালেবু বিক্রি হচ্ছে।' যদিও এই দাবি মানতে নারাজ রাহান হোসেন। তাঁর দাবি, 'দাম নাগালের মধ্যে থাকায় নাগপুরের কমলালেবু এই সময় ভালো বিক্রি হচ্ছে।' দাম যাই থাকুক না কেন, মেলা থেকে অনেকেই যে কমলালেবু কিনে ফিরছেন, তাতে দ্বিমত নেই কারও।

পৃথিবীর পাঠশালা

ধন্যি সন্ন্যাসিনী

ঘরে থাকতে চায় না ছটফটে বাচ্চারা। তাদেরই দেখা যায় দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে। কিন্তু একই অবস্থা যে অশীতিপর তিন সন্ন্যাসিনীরও হতে পারে তা কে ভেবেছিল! অস্ট্রিয়ার এক বৃদ্ধাশ্রম থেকে তিন জেদি সন্ন্যাসিনীর চম্পট দেওয়ার ঘটনায় এখন রীতিমতো শোরগোল নেট দুনিয়ায়। স্বাস্থ্য ফেরাতে পুরোনো মঠ ছেড়ে আধুনিক কেয়ার হোমে গেলেও সেখানে মন টিকছিল না সিস্টার থেরেসিয়া, মারিয়া আর গার্টুডের। তাঁদের মন পড়ে ছিল 'বার্ধক্যের বারাণসী' সেই পুরোনো ভেষজ চায়ের বাগিচায়! তাই নিজেদের মধ্যে শলা করে একেবারে ফিল্মি কায়দায় পালানোর ফন্দি আঁটেন তিন দিদিমা। এ কাজে তাঁদের সাহায্য করেন এক প্রাক্তন ছাত্রী আর এক তালামিস্ত্রি। সন্ন্যাসিনীরা ফিরে গেলেন নিজেদের ভাঙাচোরা প্রিয় মঠটিতে। পুলিশ তাঁদের ফেরানোর চেষ্টা করেছিল গুরুতর স্বাস্থ্যহানির ভয় দেখিয়ে। কিন্তু টলানো যায়নি প্রবীণাদের। তাঁরা খিল আটকে বসে রইলেন ঘরের মধ্যে। বহু সাধ্যসাধনাতেও দরজা খোলেননি। শেষে হাল ছাড়ে পুলিশ। এখন সন্ন্যাসিনীদের আগলে রেখে তাঁদের শখ-আহ্লাদ মেটাচ্ছেন গ্রামবাসী। এক পড়শি মজা করে তো বলেই ফেলেন, 'ধন্যি মেয়ে বটে! এঁদের জেদ দেখলে ষাঁড়েরও হার মানা উচিত! এই বয়সেও এত অ্যাডভেঞ্চারিজম ভাবা যায় না!'

স্কটিশ সৈকতে ছিনাথ বহুরূপী

সন্ধেবেলার স্কটল্যান্ডের ওয়ালেস বে সৈকত। কালো প্যান্থার সেজে বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি লোক। দেখলে মনে হবে, সস্তা ভৌতিক চলচ্চিত্রের চলমান পোস্টার। ওই 'কালো বিড়াল-মানুষ'ই এখন ইন্টারনেটে ভাইরাল, যা একই সঙ্গে রহস্যময় এবং হাসির খোরাক। সেটা ২০২৫ সালের অক্টোবর। মসৃণ কালো পোশাক, জ্বলজ্বলে চোখের মুখোশ পরে নিঃশব্দ সৈকতে অনেকেই ঘুরে বেড়াতে দেখেছে লোকটাকে। তার সঙ্গে কেউ কেউ আবার মিল পেয়েছেন হাইল্যান্ডসে দেখা দেওয়া 'নেকড়ে-মানুষের' সঙ্গেও। সমাজমাধ্যমে ইতিমধ্যে মিলিয়ন ভিউ পার করেছে তার লাফানো আর বিড়ালের মতো চিৎকার করার ভিডিও। মানুষটার হাবভাব মনে করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের ছিনাথ বহুরূপীকে। কিন্তু লোকটা কে? সে কি পাগল, নাকি ইউটিউবার? নাকি নিছক একজন অভিনেতা! স্থানীয় প্রশাসন যদিও বিড়াল-মানুষের কাণ্ডকারখানাকে 'নির্দোষ পাগলামি' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। রহস্য কিন্তু আজও বহাল।

বাক্স-ভূতের উদ্ভট উপহার

ভোর ৩টের সময় দরজার ক্যামেরায় দেখলেন, মুখ ঢাকা, কাগজের মুখোশ পরা একটা লোক ফিশফিশ করে বলছে, 'বাক্স-দানব হাজির...!' তারপর সে আপনার দরজায় একটা খালি কার্ডবোর্ডের বাক্স রেখে পালিয়ে গেল! চলতি বছরের মার্চে পেনসিলভেনিয়ার কুতজটাউনের এই ঘটনা এখন ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে পাড়াপড়শির।

স্থানীয় বাসিন্দা লিসা গ্রান্টের ক্যামেরায় ধরা পড়ে এই 'ভূত'। বেশ নাটকীয় ঢঙে বাক্সটি রেখে অংবংচং কিছু মন্ত্র পড়ে মাইকেল জ্যাকসনের কায়দা 'মুন ওয়াকিং' করে চম্পট দিতে দেখা যায় তাকে। না চুরি, না ভাঙচুর, শুধুমাত্র একটা খালি বাক্স! পুলিশ হেসে বলেছে, 'মনে হচ্ছে এ আমাদের ক্রিসমাসের সান্তাক্লজ, তবে গথিক স্টাইলে!'

জানা যায়, কাছাকাছি এক কিশোর এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, কিন্তু সে বলছে এটা নাকি তার 'শিল্পকর্ম'। অনলাইনে একজন বুদ্ধি করে লিখেছেন, 'কম করে হলেও বাক্স-ভূত জিনিসপত্র পুনর্ব্যবহার করেছে।' আর একজন লিখেছেন, 'এ ভূত ভয় দেখায় কম, হাসায় বেশি!'

তিরের গুঁতোয় দিব্যি বহাল

ইতালির এই লোকটি যেন সাক্ষাৎ 'অদ্ভুত কৌতুক'! ৬৪ বছরের জিউসেপ রসি দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর তাঁর কপালে গেঁথে আছে প্রায় এক ফুট লম্বা তির! তাঁর দরজায় নক করে এই দৃশ্য দেখে তো স্বেচ্ছাসেবীদের চক্ষু চড়কগাছ! রসি একেবারে নির্বিকার। ভ্রূক্ষেপহীন মানুষটা যেন কপালে সিঁদুর টিপ পরে আছেন! এমন অদ্ভুত অবস্থায় তিনি দু'দিন কাটিয়েছেন, জ্বরও আসেনি। হাসপাতালে ভর্তির সময়েও নির্বিকার রসির জবাব, 'তেমন লাগছে না!' নিউরোসার্জনরা বিস্মিত, তিরটি সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলেই ভিতরে ঘিলু সব তালগোল পাকিয়ে যেত! অস্ত্রোপচারে তির বের হলেও সংক্রমণের আশঙ্কা ছিলই। পুলিশের সন্দেহ, গ্যারাজে বসে নিজে নিজেই তির ছোড়ার অনুশীলন করতে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন রসি। ইমার্জেন্সির নার্স বলেছেন, 'পরের বার নরম বল নিয়ে খেলবেন, প্লিজ।' মানুষ যে মৃত্যুর কিনারা ঘেঁষেও বিন্দাস থাকতে পারে, রসি যেন তার সাক্ষাৎ প্রমাণ।

ছাত্র 'খুন'-এ বেকসুর খালাস

দিনহাটা, ১১ নভেম্বর : ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর দিনহাটা কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে মৃত্যু হয় কলেজ পড়ুয়া অলোকনিতাই দাসের। ছাত্র 'খুন'-এ বর্তমান দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবীর সাহা চৌধুরী ও জয় ঘোষ সহ ১৯ জনের নামে চার্জশিট জমা পড়েছিল। যদিও তথ্যপ্রমাণের অভাবে সেই ঘটনায় মঙ্গলবার অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছেন দিনহাটা আদালতের বিচারক।

২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর কলেজের কাছেই অলোকনিতাইকে রাস্তায় ফেলে মারধর করেন অপর গোষ্ঠীর লোকেরা। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। ৬ অক্টোবর অলোকনিতাইয়ের মৃত্যু হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে দিনহাটা থানায় ২৪ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ১৯ জনের নামে চার্জশিট জমা করে। সাত বছর মামলা চলার পর এদিন আদালত তাঁদের বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে।

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবীর সাহা চৌধুরী বলেছেন, 'সে সময়ই দাবি করেছিলাম, আমরা এই ঘটনায় জড়িত নই।' এবিষয়ে অলোকনিতাই দাসের ভাই গৌরাঙ্গ দাসকে প্রথমে ফোন করা হলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। দ্বিতীয়বার ফোন করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি।

কর্মবিরতি

মাথাভাঙ্গা, ১১ নভেম্বর : প্রায় তিন মাস ধরে মাথাভাঙ্গা আদালতের ফোটোকপি মেশিন বিকল। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করলেন আদালতের আইনজীবীরা। এর জেরে এদিন আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ, অ্যাডিশনাল চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন এবং এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কোনও মামলার শুনানি হয়নি। ফলে বিচারপ্রার্থীদের ফিরে যেতে হয়েছে হতাশ হয়ে।

এদিকে, মঙ্গলবার সকালেই আদালতে নতুন একটি ফোটোকপি মেশিন এসে পৌঁছেছে। মাথাভাঙ্গা বার অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাড হক কমিটির সভাপতি অশোককুমার পাটোয়ারি বলেন, 'নতুন মেশিনটি আগামীকাল ইনস্টল করা হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে বার অ্যাসোসিয়েশনের মিটিংয়ে রেজোলিউশন নিয়ে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

পরিদর্শন

মাথাভাঙ্গা, ১১ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা শহরের শনি মন্দির সংলগ্ন ইমিগ্রেশন রোডের ফুটপাথ দীর্ঘদিন ধরে জবরদখলকারীদের দখলে। এর জেরে তীব্র যানজট হচ্ছে। রাস্তা সম্প্রসারণ এবং ফুটপাথ দখলমুক্ত করার দাবি বহুদিনের। কিন্তু পুনর্বাসনের জটিলতায় সেই উদ্যোগ কার্যকর হয়নি। সমস্যা মেটাতে মাথাভাঙ্গা পুরসভার ইমিগ্রেশন রোডে ১২৮টি স্টলবিশিষ্ট দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা প্রস্তাবিত প্রকল্পের নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন। বহুদিন ধরে ব্যবসা করা দোকানদারদের পুনর্বাসন দিয়ে রাস্তাটি প্রশস্ত করা এই প্রকল্পের লক্ষ্য। পুরসভার চেয়ারম্যান জানান, স্টেট ফান্ড থেকে ৩ কোটি টাকার ব্যয়ে এই মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হবে।

এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা, দাবি পরিবারের

কুমারগঞ্জে বৃদ্ধের মৃত্যুতে তর্জা

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক ও সুবীর মহন্ত

ওছমান মণ্ডলের বাড়ির সামনে জটলা। মঙ্গলবার কুমারগঞ্জে।

কুমারগঞ্জ ও বালুরঘাট, ১১ নভেম্বর : এসআইআর ঘিরে উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির মধ্যেই কুমারগঞ্জে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম ওছমান মণ্ডল (৬৫), পেশায় দিনমজুর। বাড়ি কুমারগঞ্জ থানার ডাঙ্গারহাট আগাছা এলাকায়। শান্ত স্বভাবের, পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন তিনি। চার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, তিন ছেলে মহারাষ্ট্রে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এক ছেলে সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছিলেন কিছুদিনের ছুটিতে। এ নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে।

ভোটার কার্ডে তাঁর নাম ওছমান মণ্ডল। অথচ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম লেখা রয়েছে ওছমান মোল্লা। একই সময়ে জব কার্ডের বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়া কাজ করছিল না তাঁর। কিছুতেই আঙুলের ছাপ দিয়ে কাজ হচ্ছিল না। তখন থেকেই বাংলাদেশি তকমার ভয়টা আরও বেশি জাঁকিয়ে বসেছিল মনে। আশঙ্কা করেছিলেন, প্রশাসন তাঁকে 'ভুয়ো নাগরিক' ঘোষণা করতে পারে। প্রতিবেশী মহসেনা বিবি বলেন, 'কয়েকদিন ধরে ওছমানদা সবাইকে বলতেন, নাম কেটে দিলে ধরে নিয়ে যাবে। আমরা আশ্বস্ত করলেও উনি ভয় পেতেন।'

পরিবারের সদস্যদের দাবি, কয়েকদিন ধরেই তিনি পঞ্চায়েত অফিস, পার্টি অফিস ও পরিচিতদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে নাম সংশোধনের আবেদন করেন। কিন্তু তাঁকে জানানো হয়, আপাতত সংশোধনের কোনও সুযোগ নেই। এরপর থেকেই তাঁর মানসিক অস্থিরতা চরমে ওঠে। স্ত্রী সফিলা বিবি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'দিনভর দলিল, ভোটার কার্ড নিয়ে বসে থাকত। বলত, 'আমায় ধরে নিয়ে যাবে। রাতে বাড়ির পাশে গলায় দড়ি দেয়।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিপ্লব সরকার জানান, ওছমান গত দশদিনে বহুবার এসেছিলেন। তিনি ফর্ম ফিলআপে সাহায্যের আশ্বাস দেন। কিন্তু উনি এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ঘটনার খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসেন ব্লক তৃণমূল আইএনটিটিইউসি সভাপতি রজব সরকার। তিনি বলেন, 'এই মৃত্যুর দায় কেন্দ্র সরকারকে নিতে হবে।' মঙ্গলবার ভোরে তাঁর দেহ আম গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা।

বড় ছেলে সাইদুল মোল্লা মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করে বলেন, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণেই আমার বাবা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর টাইটেল কোথাও মোল্লা, কোথাও মণ্ডল থাকায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। দিনমজুরি কাজ ছেড়ে, পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিসে ঘুরে বেড়াতেন। কীভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা নিয়ে নানা লোকের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সকলেই বুঝাতাম, কিন্তু উনি বুঝতে চাইতেন না।'

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার নেতা নিখিল সিংহ রায় বলেন, 'এসআইআর আতঙ্কেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রের নীতি সাধারণ মানুষকে মানসিক চাপে ফেলছে।' অপরদিকে, বিজেপির জেলা নেতা রজত ঘোষ দাবি করেছেন, 'তাঁর মানসিক সমস্যা ছিল বহুদিন ধরে। তৃণমূল এই মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি করছে।'

যদিও বিজেপির জেলা সম্পাদক বাপি সরকার বলেন, 'যেখানে মৃত্যু হচ্ছে, সেখানেই তৃণমূল এসআইআর জিগির চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কী অভিযোগ

- কুমারগঞ্জে ওছমান মণ্ডল নামে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়
- কয়েকদিন ধরেই তিনি পঞ্চায়েত, পার্টি অফিসে ঘুরে নাম সংশোধনের আবেদন করেন
- তাঁকে জানানো হয়, আপাতত সংশোধনের কোনও সুযোগ নেই
- পরিবারের দাবি, এরপর থেকেই তাঁর মানসিক অস্থিরতা চরমে ওঠে, তিনি আত্মঘাতী হন

উইন্ডো ট্রেইলিং ডিআরএমের

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : যাত্রীদের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে উইন্ডো ট্রেইলিং করলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং। মঙ্গলবার নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে নিউ কোচবিহার হয়ে জলপাইগুড়ি রোড ও নিউ কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রুটে রেলের ট্র্যাক, রেলসেতু, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের কাজ সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সহ অন্য বিভাগের রেলের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রেল সূত্রে খবর, ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে তা উইন্ডো ট্রেইলিংয়ের মাধ্যমে দেখা হয়। যাত্রীদের সুযোগসুবিধা, বিশেষভাবে সক্ষমদের যাত্রাপথের সুবিধা প্রদান, নিরাপত্তা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখা হয়।

রেলে হাই অ্যালার্ট

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের জেরে সমস্ত ইউনিটে হাই অ্যালার্ট জারি করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। চলন্ত ট্রেন থেকে গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন, সর্বত্রই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই ঝুঁকি না নিয়ে করা হচ্ছে তল্লাশি। পাশাপাশি, বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নজরদারি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন তল্লাশিতে কাজে লাগানো হচ্ছে স্নিফার ডগ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'আরপিএফ সকল রেলস্টেশন এবং ট্রেনে নিরাপত্তা জোরদার করেছে। সকল ইউনিটে সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং সংবেদনশীল স্থানে অতিরিক্ত আরপিএফ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করা হয়েছে এবং নাশকতাবিরোধী নিবিড় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সিসিটিভিতে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।'

রাস্তার কাজ শুরু

দিনহাটা, ১১ নভেম্বর : গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ৩২৪৫ মিটার দৈর্ঘ্যের কংক্রিট রাস্তার নির্মাণকাজের সূচনা করলেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে রাস্তাটির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ৯১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৯৮ টাকা। ছিলেন জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন, জেলা পরিষদের সদস্য মতিউর রহমান সহঅন্যরা।

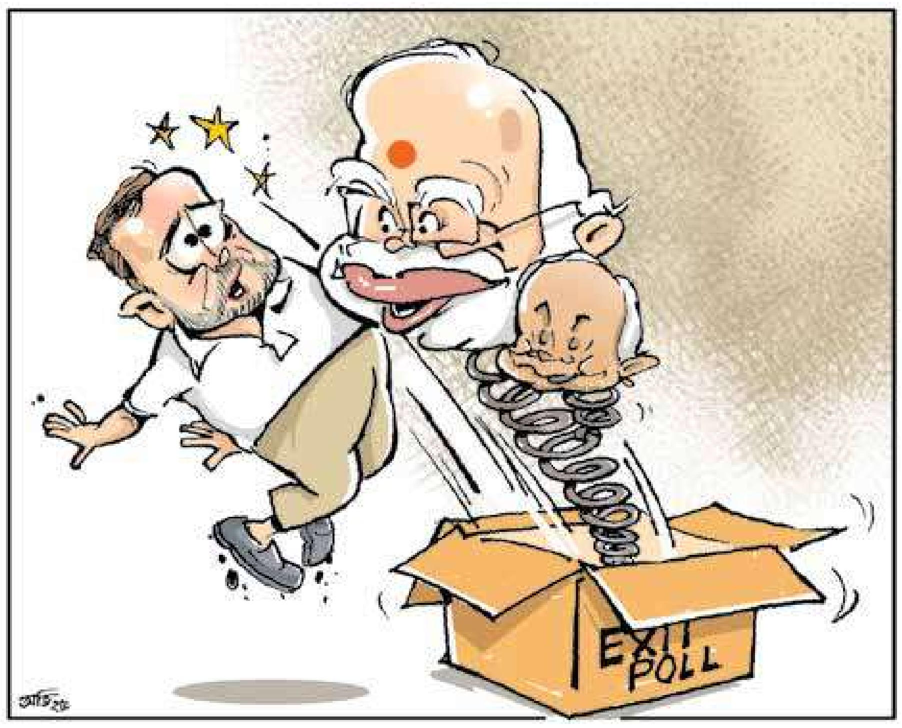

সত্যের জয়

প্রথম পাতার পর

কোথায় যাবেন? দুর্নীতির শুরু তো ওঁরই হাতে করা। তখন ব্যবসায়ীরা ওঁকে দু'কোটির পার্থ বলে ডাকতেন।' প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কথায় বা শরীরী ভাষায় অনুশোচনার লেশমাত্র দেখা যায়নি বাড়িতে। বরং তিনি যেন নিজেকে নির্দোষই দাবি করলেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আইনের প্রতি আস্থাশীল ছিলাম। প্রাথমিক পর্যায়ে সত্যের জয় হয়েছে। আগামীদিনেও সত্যের জয় হবে।' পার্থর কথায়, 'আমি বেহালা পশ্চিমের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। যাঁরা আমাকে সৎ মানুষ মনে করে পরপর পাঁচবার নির্বাচনে জিতিয়েছেন, আমি তাঁদের কাছে বিচার চাইতে যাব।' বিরোধীরা অবশ্য তাঁর জামিনে মুক্তি নিয়ে নানা ব্যঙ্গবিদ্রুপ করছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ব্যাপারটা কাকতালীয়ভাবে হলেও দেখা যাচ্ছে যতদিন জামিন পাচ্ছিলেন না, ততদিন উনি অসুস্থ ছিলেন আর হাসপাতালে ছিলেন। এখন জামিন পাওয়ার পর উনি সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। বাড়িও গিয়েছেন।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কান ও মাথা ধরার দরকার ছিল। কানটাই ধরে রাখতে পারল না। ইডি, সিবিআই আর কী করবে?'

হাসপাতাল থেকে বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত অনুগামীরা স্লোগান দিলেন, 'পার্থদা জিন্দাবাদ।' কবে তিনি তাঁর নির্বাচনকেন্দ্র বেহালা পশ্চিমে যাবেন, তাও জিজ্ঞাসা করেন অনুগামীরা। মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময়ই ভিড় করেছিলেন তাঁরা। বাড়ি যাওয়ার সময় পার্থর গাড়ির সঙ্গে তাঁরা ছিলেন বাইকে। বাড়িতে আত্মীয়রা তাঁকে স্বাগত জানান। তাতে কেঁদে ফেলেন তিনি। সান্ত্বনা দেন ভাইয়ের মেয়ে। দীর্ঘদিন পর বাড়ির পোষ্য কুকুরকে আদর করতে দেখা যায় পার্থকে।

২০২২ সালের ২৩ জুলাই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর মন্ত্রিত্ব খোয়াতে হয় তাঁকে। দলের সব পদ থেকে অপসারিত করা হয় প্রাক্তন মহাসচিবকে। বিধানসভায় সমস্ত কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। দল তাঁর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। কিন্তু এদিন পার্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলের আস্থাভাজন হয়ে চলতে চান তিনি। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে ফের টিকিট পাওয়ার প্রত্যাশী তিনি। তাঁর ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বেহালা পশ্চিমে 'পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আবার চাই' লেখা পোস্টার পড়েছে। যদিও পরিষদীয়মন্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।' মঙ্গলবার নীলের ওপর সাদা ফুলছাপা পাঞ্জাবি পরে হুইলচেয়ারে বসে হাসপাতাল থেকে বেরোন পার্থ। মুখে ছিল নীলরঙা মাস্ক। গাড়িতে বসে নমস্কার জানাতে থাকেন। বাড়িতে হাজির ছিলেন ভাই, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে সহ অন্যরা। এখনও তাঁর বাড়িতে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি।

এগোল মেলা

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ নভেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা হক মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হুজুর সাহেবের মেলা এগিয়ে গেল প্রায় এক মাস আগে। ইসালে সওয়াব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বলেন, 'প্রতিবছর ২১ এবং ২২ ফেব্রুয়ারি মেলা হত। রমজানের জন্য পরের বছর ৪২তম ইসালে সওয়াব ১৯ এবং ২০ জানুয়ারি হবে।'

রাসমেলা

প্রথম পাতার পর

এখানে সবাই সবাইকে আপন করে নেয়। যে রাসচক্র ঘুরিয়ে হিন্দুরা পুণ্যার্জন করেন সেটি মুসলমান পরিবারের তৈরি। আবার যে টমটম নিয়ে বাসিন্দাদের এত আবেগ সেই গাড়িও অন্য ধর্মের মানুষের হাতে গড়া।' হরিবাবুর মন্তব্য শুনে মেলায় ঘুরতে আসা অন্তরা বললেন, 'এটাই তো এই মেলার বিশেষত্ব। সমস্ত ধর্মকে এই মেলা এভাবেই দিনের পর দিন ধরে আপন করে আসছে।' সাম্প্রতিক সম্প্রীতির এই নিদর্শন এখানেই শেষ হচ্ছে না। আরও আছে। আমিনা আহমেদ কোচবিহার পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সনের দায়িত্বে রয়েছেন। মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চের অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে মেলার আয়োজনের অনেকটা দায়িত্বই তাঁকে নিতে হচ্ছে। মেলার সম্প্রীতির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তর এল, 'কোচবিহারের মহারাজারা সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিতেন। রাসমেলা সেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারাকেই বহন করে নিয়ে চলেছে।'

'টক টু চেয়ারম্যান'

প্রথম পাতার পর

চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'অনেকে রয়েছেন বিভিন্ন সমস্যার কারণে যাঁদের পক্ষে পুরসভায় আসা সম্ভব হয় না। ফলে কর ও পুর পরিষেবা নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে তাঁরাও যাতে তা জানাতে পারেন, সেই কারণে আমরা 'টক টু চেয়ারম্যান' চালু করতে যাচ্ছি। সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট এক ঘণ্টা করে নাগরিকরা তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ আমাদের জানাতে পারবেন। পুর আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে আমরা বসে তা শুনব এবং উত্তর দেব। এজন্য একটা টোল ফ্রি নম্বরও দেওয়া হবে। খুব শীঘ্রই হোর্ডিং, ফ্লেক্স সহ নানাভাবে সেই নম্বর প্রচার করা হবে। এছাড়া পুরসভার নীচে আমরা একটা 'কমপ্লেন বক্স' রাখব। সেখানেও নাগরিকরা তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারবেন।' তাঁর কথায়, 'এত বড় শহরে কোথায় কী অভিযোগ ও সমস্যা রয়েছে সবকিছু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর মাধ্যমে আমরা নাগরিকদের সে সমস্ত সমস্যা জানতে পারব।' কোচবিহার শহরে পুর পরিষেবা এবং পুরকর নিয়ে নাগরিকদের একাংশের, বলা ভালো ব্যবসায়ীদের, বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পুরসভার চেয়ারম্যান হওয়ার পর পুরকর অনেকটা বাড়িয়েছেন। এই নিয়ে পুরসভার সঙ্গে ব্যবসায়ীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধ রয়েছে। ব্যবসায়ীরা তাঁদের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও তুলে ধরেছেন। অভিযোগ পাওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য কোচবিহার পুরসভার সমস্তরকমের করবৃদ্ধি স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরেও কর নিয়ে ব্যবসায়ী সহ নাগরিকদের একাংশের বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। ফলে 'টক টু চেয়ারম্যান' চালু হলে এবং সাধারণ মানুষ বাড়িতে বসে সরাসরি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে পুরকর নিয়ে যে সরব হবেন, এমনটাই মনে করছেন সবাই।

এতদিন না করলেও নির্বাচনের আগে কোচবিহার পুরসভা কর্তৃপক্ষ কেন এই 'টক টু চেয়ারম্যান' চালু করতে যাচ্ছে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা হয়তো ওপরমহলের চাপেই বাধ্য হয়ে কোচবিহার পুরসভা কর্তৃপক্ষ এগুলি চালু করতে যাচ্ছে।

তবে চেয়ারম্যানকে তাঁদের সমস্যা, অভিযোগ বাড়িতে বসে সরাসরি জানাতে পারবেন এটা জেনে শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মিঠু দে বলেন, 'আমাদের এখানে রাস্তা খারাপ, নিকাশিনালা ঠিকঠাক পরিষ্কার হয় না। এগুলি তো আমরা কাউকে বলতে পারি না। এখন যদি ঘরে বসে আমরা তা চেয়ারম্যানকে জানাতে পারি তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

নজরদারি শুরু

প্রথম পাতার পর

পূর্ব সিকিমে হিমালয়ের ১৩৫০০ ফুট উচ্চতায় ওই মহড়ায় দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রবল দুর্যোগের মধ্যেও কীভাবে প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র শত্রুর মোকাবিলা করবে তা ঝালাই করে নেওয়া হয়। সেনা সূত্রের খবর, মহড়ায় দশটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি নির্ভর অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

চিকেন নেক রক্ষায় যুদ্ধ মহড়া পূর্ব প্রচণ্ড প্রহারের প্রস্তুতিও শেষ পর্যায়ে। শিলিগুড়ি করিডরের দেখভালের জন্য সেনার ইস্টার্ন কমান্ড একটি শক্তিশালী কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করেছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে সেই বাহিনী দুর্গম পাহাড় বা গহিন জঙ্গল যে কোনও এলাকায় গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্ষম। হাসিমারা এবং বাগডোগরা, বায়ুসেনার দুই ছাউনিই ঢেলে সাজাছে। চিকেন নেক এলাকায় সেনার প্রশিক্ষণের জন্যও তৈরি হচ্ছে নতুন আরও চারটি কেন্দ্র। চিন সীমান্তে শ্বাপদসংকুল জঙ্গলে শত্রুদের নজরদারি বৃদ্ধির গোয়েন্দাবার্তায় সতর্ক হয়েছে সেনা। চিকেন নেক লাগোয়া বনাঞ্চলে টহলদারির জন্যও বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে জওয়ানদের। বন্যপ্রাণীদের হাত থেকে কীভাবে বাঁচতে হবে তার জন্য বাছাই করা বনাধিকারিকরা সেনাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেল সক্রিয় হওয়ার খবরেও চিকেন নেক নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালবাজার, ধূপগুড়ি এবং ফালাকাটা শহরে বিশেষ ট্রানজিট পয়েন্ট তৈরির পরিকল্পনা শুরু করেছেন সেনাকর্তারা।

দিল্লির বিস্ফোরণে কাশ্মীর-যোগ

প্রথম পাতার পর

ঘাতকদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে গাড়ির ভিতর থেকে মানবদেহের নমুনা ডিএনএ টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উমরের বাবা-মায়ের শরীরের নমুনার ডিএনএ টেস্টও হচ্ছে। দুই টেস্টের রিপোর্ট মিলে গেলে উমরের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গাড়িতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফুয়েল অয়েল জাতীয় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ছিল। একই ধরনের বিস্ফোরক সোমবার হরিয়ানার সোনপতে কাশ্মীরি চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাথারের দুটি ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথবাহিনী। দুটি ঘটনার যোগসূত্রের সম্ভাবনা তাই গোয়েন্দারা উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

বিস্ফোরণস্থলের আশপাশের শতাধিক সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে এনআইএ এবং দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবার ভুটান সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেদেশের রাজধানী থিম্পুতে তিনি বলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। বিস্ফোরণে জড়িত সবার বিচার নিশ্চিত করা হবে।' পুলিশি তদন্তে ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বিস্ফোরণের কয়েকদিন আগে লালকেল্লা ও আশপাশের এলাকায় একাধিকবার রেইকি করেছিল হামলাকারীরা।

বিস্ফোরণের দিন কয়েক কিলোমিটার রাস্তা পার করতে গিয়ে যাতে পুলিশি ঝামেলায় পড়তে না হয়, সেজন্য তিন সপ্তাহ আগে গাড়ির দূষণ পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছিল তারা। একটি ফুটেজে গত ২৯ অক্টোবর তিনজন তরুণকে ওই গাড়ির দূষণ পরীক্ষা করাতে দেখা গিয়েছে। ওই ফুটেজে তারিক মালিক নামে আরও এক সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করেছে দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবার পুলওয়ামায় উমর উন নবির বাড়িতে ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি।

উমরের এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার খবর বিশ্বাস করতে পারছেন না তাঁর মা এবং ভাইয়েরা। উমরের বৌদি মুজামিল বলেন, 'আমরা ওঁর পড়াশোনার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছি, কঠোর পরিশ্রম করেছি। ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। সুনামের সঙ্গে ফরিদাবাদের কলেজে কাজ করছিলেন। উনি অন্তর্মুখী, মিতবাক। সন্ত্রাসবাদী কাজ করার মতো মানুষ বলে আমরা ভাবতে পারছি না'। আপাতত পুলিশি হেপাজতে জেরা করা হচ্ছে উমরের ভাই ও পরিবারের অন্যদের। তদন্তকারী সংস্থাগুলি মনে করছে, ফরিদাবাদে ফাঁস হওয়া জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত ছিল উমর। গ্রেপ্তারি এড়াতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে যুক্ত হয় সে। ফরিদাবাদের আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটির আরও তিনজন চিকিৎসককে হেপাজতে নিয়েছেন এনআইএ'র তদন্তকারীরা। তাদের নাম এর আগে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে আলোচনায় এসেছিল। এই তিনজন হল- মুজাম্মিল শাকিল, উমর মোহাম্মদ এবং শাহিন শাহিদ। মুজাম্মিল ও উমর আল-ফালাহতে কর্মরত ছিল। শাহিনও তাদের সহকর্মী।

স্ত্রীর স্বীকৃতির দাবিতে ধর্না

গোপালপুর, ১১ নভেম্বর : স্ত্রীর স্বীকৃতির দাবিতে স্বামীর বাড়ির সামনে ধর্না দিলেন এক বধূ। ঘটনা মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। জানা গিয়েছে, মহিলার সঙ্গে ৯ বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই ব্যক্তির। এমনকি, মন্দিরে বিয়েও হয় দুজনের। তবে গত প্রায় এক মাস ফোন মারফত যোগাযোগ বন্ধ। বাধ্য হয়েই বাড়ির সামনে স্বীকৃতির দাবিতে ধর্নায় বসেন মহিলা। যদিও তরুণের পরিবারের লোকজন তাঁকে নিগ্রহ করে তুলে দেন বলে অভিযোগ।

মহিলার দাবি, মাথাভাঙ্গার এক বাড়িতে ভাড়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকতেন তাঁরা। ৬ মাস আগে দুজনের মধ্যে ঝামেলা হয়। এরপর থেকে আর ফোন ধরছেন না তরুণ। মহিলার বক্তব্য, পরিবারের চাপে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারছেন না তরুণ।

আমলার পাসওয়ার্ড

প্রথম পাতার পর

বাড়িগুলো বেছে বেছে এমন এলাকায় তৈরি করা হয়েছে, যে এলাকার মানুষজন সেই অর্থে প্রতিবাদী নয় বা সহজে ঝামেলায় জড়ায় না।

প্রভাবশালী হলেও পদমর্যাদা অনুসারে আমলা নীলবাতি ব্যবহার করতে পারে না। যদিও ইতিমধ্যেই আমলার নীলবাতি লাগানো দুটি গাড়ি প্রকাশ্যে এসেছে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, নিজের গাড়ি ছাড়াও যাতে কারও সন্দেহ না হয় তারজন্য ওই আমলা কুকর্মে ব্যবহৃত গাড়িতেও অবৈধভাবে নীলবাতি লাগাত। আবডালে থেকে গোল্ডেন ভেনে আরও ভালো নজরদারির উদ্দেশ্যেই মাটিগাড়ার শিবমন্দির এলাকায় বেশ কয়েক বছর আগেই ডেরা বাঁধে গুণধর আমলা। পুণ্ডিবাড়ি, বোকালিরমঠ, কালচিনি থেকে পাঁচ-ছয়জন বিশ্বস্ত চালক ও বডিগার্ডও নিয়ে আসে সে। তাদের তিনজনকে সল্টলেকের আস্তানায় পাঠানো হয়।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, মায়ানমার থেকে অসম হয়ে উত্তরবঙ্গে ঢোকার পর পাচার সামগ্রী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে শিলিগুড়িতে আনা হত। প্রয়োজন হলে আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহারের ঘাঁটিতেও নিয়ে যাওয়া হত। আমলা সিন্ডিকেটের কারবার চলত কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেসের মাধ্যমেও। সাধারণ যাত্রী সেজে সোনা চলে যেত মেদিনীপুর। সেখানেই সেগুলো গলানো হত। তারপর সেখান থেকেই বিক্রি। ওড়িশার দুই ব্যবসায়ীও চোরাই সোনা কারবারে যুক্ত রয়েছে। উত্তরবঙ্গের হিমেল বাতাসজুড়ে এই নীরব খেলা চলছে বেশ কয়েক বছর ধরেই। সূত্রের খবর, প্রত্যেকবার পাচারদ্রব্যের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড দেওয়া হত।

সেই পাসওয়ার্ড দিত আমলা নিজেই। হাতবদলের সময় পাসওয়ার্ড বলতে হত। ক্ষমতা অপব্যবহারের কালো ছায়া আরও গভীর। সোনার কারবারে লেনদেন মূলত হাওয়ালা-নির্ভর। সেই হাওয়ালার প্রধান ঘাঁটি খড়্গপুর জংশন। হাওয়ালা পরিচালনা করে 'পান' পদবির এক ব্যক্তি। স্টেশনের থেকে খানিক দূরে তার একটি রেস্তোরাঁও রয়েছে। সেটা অবশ্য লোকদেখানো ব্যবসা। ঘাটালের দাসপুর এলাকার দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সঙ্গেও সোনা সিন্ডিকেটের যোগাসাজশ রয়েছে বলে গোয়েন্দাদের আশঙ্কা। ওই দুই ব্যবসায়ী চোরাই সোনা গলানোর কাজ করে। গোল্ডেন ভেন রহস্য উন্মোচনে কেন্দ্রীয় গোয়ান্দারা ইতিমধ্যেই মাঠে নেমেছেন বলেই খবর। ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স-এর গোয়েন্দারাও খোঁজখবর শুরু করেছেন। সবমিলিয়ে সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যারহস্যের পারদ ক্রমেই চড়তে শুরু করেছে।

পিচ বিতর্কের আগুনে পুড়ছে ইডেন

কী রহস্য লুকিয়ে ইডেনের বাইশ গজে? সন্ধানে শুভমান গিল। ছবি : ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : হালকা শীতের আমেজ। কুয়াশাঘেরা সকাল।

বাংলা ও বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে সোয়েটার, জ্যাকেটের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

ময়দানের বিখ্যাত বটতলা পার করে গোষ্ঠ পাল সরণি ধরে ক্রিকেটের নন্দনকাননে পা রাখলে মহামান্য পাঠক, আপনার শীতের আমেজ দ্রুত উধাও হয়ে যাবে। বদলে মনে হবে, কোথায় শীত শীত ভাব। এ তো চৈত্র-বৈশাখ মাসের দাবদাহের মতো পরিস্থিতি।

সকাল নয়টার সামান্য আগে টিম ইন্ডিয়ার টিম বাস এসে হাজির হল ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে। অধিনায়ক শুভমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, জসপ্রীত বুমরাহ, ওয়াশিংটন সুন্দর সহ মোট সাত ক্রিকেটার বাস থেকে নেমে সেঁধিয়ে গেলেন ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘরে। গিলদের সাজঘর থেকে মাঠে নামার আগেই কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁর সতীর্থ ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক, বোলিং কোচ মর্নি মরকেলদের নিয়ে ততক্ষণে হাজির ইডেনের বাইশ গজে। আলোচনা শুরু কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শুধু ইডেনের কিউরেটার সুজন নন, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দুই অভিজ্ঞ কিউরেটার আশিস ভৌমিক ও তাপস চট্টোপাধ্যায়ও সাতসকালেই হাজির ইডেনে। সৌজন্যে ইডেনের পিচ। আরও স্পষ্টভাবে বললে, ঘূর্ণি পিচ।

নন্দনকাননে পিচ নিয়ে 'আমার সোনার হরিণ চাই' মার্কা দাবি দেখা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার তরফে, অনেকেই মনে করতে পারছিলেন না। সিএবি-র অনেকে ভারতীয় দলের ঘূর্ণি চাইয়ের দাবিতে বিরক্তও। আশপাশে জল দেওয়া হলেও মূল পিচে আজ জল দেওয়া হয়নি সারাদিনে। চলেছে ভারী রোলারও। শুধু তাই নয়, ভারতীয় দলের অনুশীলনের পর দুপুরের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা দল মাঠে প্রবেশের পর সেখানেও পিচ নিয়ে বিস্তর নাটক। কিউরেটার সুজনের সঙ্গে প্রোটিয়া টিম ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধিদের আলোচনা দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট, এমনটা একেবারেই মনে হয়নি।

অসন্তুষ্ট গম্ভীর-গিলরা

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মাথাদের সঙ্গে তিন কিউরেটারের আলোচনায় দ্রুত ঢুকে পড়লেন অধিনায়ক শুভমানও। হাঁটু মুড়ে বসে দেখলেন পিচ। সকালের ইডেনে ভারতীয় দলের প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার অনুশীলনে আসরে কিউরেটারদের সঙ্গে পিচের মাঝে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আলোচনার এমন ছবি বারবার দেখা গিয়েছে আজ। অন্তত পাঁচবার। শেষ কবে ক্রিকেটের

চমকের আরও বাকি রয়েছে। ইডেনে সন্ধ্যা নামার মুখে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবেশ করলেন। সোজা হাজির হয়ে গেলেন মাঠে। খুঁটিয়ে দেখলেন পিচ। কিউরেটার সুজনের সঙ্গে কথা বললেন লম্বা সময়। পরে পিচ নিয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও বাইশ গজের 'নাটক' নিয়ে তিনি নিজেও যে খুশি নন, শরীরিভাষাতেই সেটা স্পষ্ট। মহারাজকীয় বিরক্তি বাস্তবে স্বাভাবিকই। কারণ, অনেক দিনই ইডেনের পিচের চরিত্র বদলে গিয়েছে। অতীতের তুলনায় এখন ইডেনের পিচে গতি ও বাউন্স বেড়েছে। সেই পিচকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আবদারে ঘূর্ণি বানিয়ে দেওয়াটা সহজ তো নয়ই, বরং বেশ চ্যালেঞ্জিং। সঙ্গে বুমেরাং হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

নন্দনকাননে স্পিন মহড়া মার্করামদের

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : সকাল গড়িয়ে বিকেল।

উত্তুরে হাওয়ার আমেজ ইডেন গার্ডেন্সজুড়ে। সকালের প্র্যাকটিস সেশন সম্পূর্ণ করে ভারতীয় দল অনেক আগেই ইডেন গার্ডেন্স ছেড়েছে। স্টেডিয়ামের বাইরে অপেক্ষমাণ সমর্থকরা গা ভিজিয়েছেন শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়ালদের নিয়ে উচ্ছ্বাসের উত্তাপে। যে রেশ বজায় রেখে নন্দনকাননে উপস্থিত দক্ষিণ আফ্রিকাও।

ভারতীয় দলের ঐচ্ছিক অনুশীলন। অর্ধেক টিম হাজির প্রথম দিনের অনুশীলনে। দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্তু সদলবলে ইডেনে। টেম্বা বাভুমা, আইডেন মার্করাম থেকে কাগিসো রাবাদা, মার্কো জানসেন, ট্রিস্টান স্টাবস- দুপুরের ঝলমলে রোদে গা ঘামালেন। কেশব মহারাজ, ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের বাড়তি প্রাপ্তি বিকেলে 'সৌরভের ক্লাস'!

আফ্রিকার প্র্যাকটিসেও। রাবাদা, মার্কো জানসেনের সঙ্গে করবিন বশ- তিন পেসার বেশ কয়েক ওভার হাত ঘোরালেন সতীর্থ ব্যাটারদের প্র্যাকটিসে। তবে বেশিরভাগ সময়ে মার্করাম, ব্রেভিসরা মন দিলেন স্পিনের বিরুদ্ধে অনুশীলনে। তারপর তিন স্পিনার কেশব, সাইমন হার্মার, সেনুরান মুথুস্বামীর সঙ্গে অফব্রেকও করলেন মার্করাম।

এছাড়া নেটে ৫-৭ জন ঘরোয়া দাপটের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে গ্রেম স্মিথের দল।

হাসিম আমলা বাদ দিলে ম্যাচের দুই ইনিংসেই হরভজন সিংয়ের স্পিন খেলতে হিমসিম হয়েছিল প্রোটিয়া শিবির। ভাজ্জির জায়গায় কুলদীপ-জাদেজারা। তবে বাভুমার দলের প্লাস পয়েন্ট আইপিএলের সুবাদে বর্তমান দলের একঝাঁক ক্রিকেটার ভারতীয় পিচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেকটাই ওয়াকিবহাল। প্রশ্নও থাকছে।

দুই মহারাজ।। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেশব মহারাজ। ছবি : ডি মণ্ডল

সৌরভের ক্লাসে কেশব-ব্রেভিস

দীর্ঘ ৬ বছর পর ইডেনে টেস্টের আসর। আয়োজক হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়তি দায়িত্ব। পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে মাঠে ঢোকেন। কিছুক্ষণ পর সৌরভের সান্নিধ্যে কেশব, ব্রেভিসরা। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস টিমে দুজনের হেডকোচ সৌরভ। সৌজন্য সাক্ষাৎকার, তার সঙ্গে ইডেন পিচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে টিপস।

পিচ নিশ্চিতভাবে ইডেন দ্বৈরথে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে চলেছে। ভারতীয় অনুশীলনের সময়ও গৌতম গম্ভীরদের অনেকটা সময় দিলেন পিচ পর্যবেক্ষণে। প্রতিপক্ষ হেডকোচ সুকরি কনরাড ইডেনে ঢুকে সোজা মাঝের জমিতে। কখনও পিচের নাড়ি টিপে দেখা তো, কখনও ভারী চেহারা নিয়েই প্রায় হামাগুড়ি।

শুকনো, প্রায় ঘাস ঘাসহীন ইডেন পিচের প্রভাব দক্ষিণ স্পিনার। বল ঘুরবে। কবে থেকে সেটাই মূল প্রশ্ন। অতএব, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজাদের কথা মাথায় রেখে শান দিয়ে নেওয়া। সবার আগে নেটে ঢোকেন অধিনায়ক বাভুমা। ঘুরেফিরে একাধিকবার নেট সেশন সারলেন। তার মাঝেই রাবাদা, কোচের সঙ্গে ইডেন ম্যাচের নীল নকশা তৈরির কাজ এগিয়ে রাখা। ২০১০ সালে শেষবার ইডেনে টেস্ট খেলেছিল নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ। মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতের

ব্রেভিস, স্টাবসরা আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসেন। কিন্তু বল ঘুরতে শুরু করলে সেই স্ট্র্যাটেজি কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা কঠিন। সেক্ষেত্রে মার্করামের কাঁধে অ্যাঙ্করের ভূমিকা। এদিন ব্যাটিং অনুশীলনে তারই প্রতিফলন। প্রথম দিন ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনে বাকিদের মধ্যেও সেই তাগিদ। শুক্রবার থেকে শুরু অ্যাসিড টেস্টে তাঁর কতটা প্রভাব পড়ে সেটাই দেখার।

কালীঘাটে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার বিকেলে।

গম্ভীরের ক্লাসে সাই, দীর্ঘ ব্যাটিং চর্চায় গিল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : সাদা বলের সিরিজ শেষে এবার লাল বলের ক্রিকেটে ফেরা।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে দেশে ফেরার পরই সামনে এখন মিশন দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জেতা দল। এমন একটা দল, যাদের স্কোয়াডে কাগিসো রাবাদার মতো ম্যাচ উইনার জোরে বোলার যেমন রয়েছেন। তেমনই রয়েছেন কেশব মহারাজের মতো অভিজ্ঞ স্পিনারও।

শুক্রবার ক্রিকেটের নন্দনকাননে এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নামার আগে তাই প্রস্তুতিও সর্বোচ্চ মানের হওয়া দরকার। সঙ্গে চাই ঘরের মাঠের সুবিধাও। যাবতীয় লক্ষ্যপূরণে আজ সকালের ইডেন গার্ডেন্সে ভারতীয় দলের তিন ঘণ্টারও বেশি সময়ের অনুশীলনে একসঙ্গে অনেকগুলি দিক সামনে আসছে। এক, টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে প্রথম টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে কম্বিনেশনের দোলাচল এখনও কাজ করছে। দুই, বিপক্ষ শিবিরে থাকা মহারাজ, সেনুরান মুথুস্বামী, সাইমন হার্মারদের মতো স্পিনারদের সামলানোর নীল নকশা। তিন, দলের ব্যাটারদের শট নির্বাচনের ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া।

তিনটি বিষয়ই আজকের টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে প্রবলভাবে দেখা গিয়েছে। অধিনায়ক শুভমান গিল নেটে দীর্ঘসময় ধরে অনুশীলন করলেন। মূল নেটে স্পিন, পেস সামলালেন। পরে মূল পিচের পাশের নেটে থ্রো ডাউন নিলেন দীর্ঘসময়। দেখে মনে হচ্ছিল, ব্যাটিং সাধক। যিনি ইংল্যান্ড সিরিজের ছন্দ ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন এখন। অধিনায়ক শুভমানের অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে সকালের ইডেনে সাত সদস্যের টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন বি সাই সুদর্শন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা টেস্ট থেকে অবসরের পর টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং জুটি নিয়ে সমস্যা মিটেছে। লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল নিয়মিতভাবে দলকে ভরসা দিচ্ছেন। কিন্তু তিন নম্বর ব্যাটারের জায়গায় সাই সুযোগ পাওয়ার পরও সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি।

বড় অঘটন না হলে ইডেনে ফের একবার সুযোগ পাবেন সাই। পাশে দলের ব্যাটিংয়ের তিন নম্বর জায়গাটা নিশ্চিত করতে? জবাব আপাতত জানে না ভারতীয় ক্রিকেট। ঠিক যেমন এখনও স্পষ্ট নয় ঠিক কেমন হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ। ইডেন টেস্টে ভারত তিন স্পিনারে খেলবে, একরকম নিশ্চিত। প্রশ্ন হল, নীতীশ কুমার রেড্ডি কি খেলবেন?

বি সাই সুদর্শনকে শ্যাডো করে দেখাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। ছবি : ডি মণ্ডল

তার আগে আজ সকালে কোচ গৌতম গম্ভীরের নজরদারিতে অন্তত এক ঘণ্টা বিভিন্ন নেটে টানা ব্যাট করে গেলেন তিনি। কোচ গম্ভীর সাইয়ের সঙ্গে বারবার কথাও বলছিলেন। এমনকি সাইকে নিজেও আজ থ্রো ডাউন দিয়েছেন গম্ভীর। সাই কি পারবেন ইডেনে টিম ইন্ডিয়াকে ভরসা দেওয়ার যদি খেলেন, কার জায়গায়? দল নিয়ে দোলাচলের মধ্যেই আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টিম ইন্ডিয়ার পেসার মহম্মদ সিরাজ জানিয়ে দিয়েছেন, ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যালেঞ্জ সামলাতে তাঁরা তৈরি।

ফলে উত্তেজক সিরিজের অপেক্ষায় এখন ক্রিকেটমহল।

শাহবাজের সাতে গ্রুপ শীর্ষে বাংলা

বাংলা-৪৭৪
রেলওয়েজ-২২২ ও ১৩২
(বাংলা ইনিংস ও ১২০ রানে জয়ী)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের (৫৬/৭) ঘূর্ণির ভেলকি। অনভিজ্ঞ রাহুল প্রসাদের (৪১/২) নিয়ন্ত্রিত স্পিনের দাপট।

নিটফল, রেলকে বেলাইন করে আজ ম্যাচের শেষ দিনে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই জয় বাংলা। ইনিংস ও ১২০ রানে রেলের দখল নিয়ে রনজি ট্রফির এলিট পর্বের গ্রুপ 'সি'-র শীর্ষস্থানে উঠে এল সুদীপ ঘরামির টিম বাংলা। দুপুরের দিকে সুরাটে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করতেই সাময়িক আবেগে ভাসলেন তিনি। পরে সাবধানি ভঙ্গিতে বলে দিলেন, 'এই জয় পুরো দলের। সবাই সাফল্যের অবদান রেখেছে। তবে এই ম্যাচ জয়ের কথা দ্রুত ভুলে গিয়ে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। সামনে এখন অনেক কঠিন লড়াই বাকি আমাদের।'

সুরাট থেকে মুম্বই হয়ে আজ গভীর রাতেই কলকাতায় ফিরছে বাংলা দল। পরের কয়েক দিনের মধ্যেই কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অসমের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ। সেই ম্যাচেও বাংলা পাবে না অভিষেক পোড়েল, আকাশ দীপদের। তবে তার জন্য আপাতত কুছ পরোয়া নেই বাংলা দলের। বরং চোট সারিয়ে ফিট হয়ে ক্রিকেটে ফেরার পর থেকেই শাহবাজ যেভাবে দলকে ভরসা দিয়ে চলেছেন, সঙ্গে রেল ম্যাচের সেরা অনুষ্টুপ মজুমদার ধারাবাহিকভাবে রান করছেন, তারপর বাংলার রনজি অভিযান নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য সতর্ক। বলছেন, 'রনজিতে সফল হতে গেলে অনেক কঠিন পথ পার করতে হয়। এখনই বেশি লাফালাফি করার মতো কিছুই হয়নি।'

সুরাটের বাইশ গজে বল ঘুরছিল গতকাল থেকেই। পিচ থেকে ধুলোও উড়ছিল। এমন অবস্থায় গতকালের ৯৫/৫ থেকে শুরু করে আজ শাহবাজ ঘূর্ণিতে ধস নামে রেলের ব্যাটিংয়ে। শাহবাজের ঘূর্ণির কোনও জবাবই ছিল না রেলের ব্যাটারদের কাছে। চার ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে বাংলা আপাতত গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছানোর পর দলের অন্দরে কোনও উৎসব হয়নি। বরং কোচ লক্ষ্মীরতন তাঁর দলকে বার্তা দিয়েছেন, নীরবে এগিয়ে চলার।

চিনের ভিসার আবেদন বাতিল নাগালের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়া ওপেনে সুযোগ পেতে এশিয়া-প্যাসিফিক ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফ খেলার জন্য ভিসা পেলেন না দেশের এক নম্বর সিঙ্গলস খেলোয়াড় সুমিত নাগাল।

২৪ নভেম্বর থেকে চিনের চেংদুতে এশিয়া-প্যাসিফিক ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফ প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা রয়েছে। এই প্রতিযোগিতা থেকে সরাসরি আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূলপর্বে খেলার সুযোগ রয়েছে। সেই কারণে এশিয়া-প্যাসিফিক ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফ খেলার জন্য ভিসার আবেদন করেছিলেন নাগাল। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর ভিসার আবেদন বাতিল করা হয়েছে।

ভিসা সমস্যা মেটাতে সমাজমাধ্যমে ভারতে থাকা চিনের রাষ্ট্রদূত এবং দিল্লির চিনা দূতাবাসের মুখপাত্রের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন সুমিত। তিনি লিখেছেন, 'আমি অস্ট্রেলিয়া ওপেনের প্লে-অফ খেলার জন্য চিনে যেতে চাই। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই আমার ভিসার আবেদন বাতিল করা হয়েছে। তাই আপনাদের কাছে সাহায্য চাইছি।'

তবে এখনও পর্যন্ত চিনের দূতাবাস কিংবা সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থা সুমিতের ভিসা সমস্যা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

জম্মু ও কাশ্মীরকে ঐতিহাসিক জয় এনে দেওয়ার পর কামরান ইকবাল।

রনজিতে প্রথম দিল্লি জয় জম্মুর

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : রনজি ট্রফির ইতিহাসে প্রথমবার দিল্লির বিরুদ্ধে জয় পেল জম্মু ও কাশ্মীর।

মঙ্গলবার রনজিতে দিল্লিকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর। দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের জয়ের জন্য ১৭৯ রান দরকার ছিল। ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় জম্মু ও কাশ্মীর। দলের ওপেনার কামরান ইকবাল ১৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

টসে জিতে ব্যাট করে নেমে প্রথম ইনিংসে দিল্লি ২১১ রান করে অল আউট হয়। জবাবে জম্মু ও কাশ্মীর করে ৩১০ রান। ৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে দিল্লির সংগ্রহ ২৭৭ রান। ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের সামনে ১৭৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায়।

জয়ের ফলে গ্রুপ 'ডি'-তে ৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল জম্মু ও কাশ্মীর। ৪ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে মুম্বই। সোমবার তারা ইনিংস এবং ১২০ রানে হারিয়েছে হিমাচলপ্রদেশকে। প্রথম ইনিংসে মুম্বই করেছিল ৪৪৬ রান। জবাবে হিমাচল প্রথম ইনিংসে ১৮৭ রানে অলআউট হয়ে যায়। ২৫৯ রানে লিড নিয়ে হিমাচলকে ফলোঅন করায় মুম্বই। দ্বিতীয় ইনিংসে হিমাচলপ্রদেশ ১৩৯ রানের বেশি করতে পারেনি।

এদিকে, রনজির অপর ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভ ১০০ রানে হারিয়েছে ওড়িশাকে। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বিদর্ভ ২৮৬ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ওড়িশার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৬০ রানে। ১২৬ রানের লিড নিয়ে খেলতে নেমে ২ উইকেটে ২১৮ রান করার পর ইনিংস ডিক্লেয়ার করে বিদর্ভ। ফলে ৩৪৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে মঙ্গলবার ২৪৪ রানে শেষ হয় ওড়িশার ইনিংস।

মেসির সঙ্গে কলকাতায় হয়তো নেইমারও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : বার্সেলোনার বিখ্যাত 'এমএসএন' জুটিকে কি চাক্ষুস করবেন বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা?

১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় ফুটবলের মক্কায় পা রাখছেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। সঙ্গে লুইস সুয়ারেজ ও রডরিগো ডি পল আসছেন। তবে এখানেই শেষ নয়, ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারকেও দেখা যেতে পারে। তবে সেটা সম্ভব হবে, যদি তিনি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। অন্তত এমনটাই দাবি করেছেন মেসিকে ভারতে আনার উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে তিনি বলেছেন, 'যদি নেইমার ইন্টার মায়ামিতে সই করেন, তাহলে লিওনেল মেসির সঙ্গে ব্রাজিলিয়ান তারকাকেও কলকাতায় দেখা যাবে।' এবার মেসি-সুয়ারেজের সঙ্গে নেইমার কলকাতায় পা রাখলে বার্সার বিখ্যাত 'এমএসএন' জুটিকে সামনে থেকে দেখবেন ফুটবলপ্রেমীরা।

এদিকে, ১৩ ডিসেম্বর মেসির সামনে মোহনবাগান মেসি অলস্টার্স বনাম ইস্টবেঙ্গল মেসি অলস্টার্স ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি না মেলায় ইস্টবেঙ্গল মেসি অলস্টার্স দলের নাম পরিবর্তন হয়ে ডায়মন্ড হারবার মেসি অলস্টার্স নামে ওইদিন প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে বলেই জানিয়েছেন শতদ্রু।

কলকাতায় এই প্রদর্শনী ম্যাচ ছাড়াও মেসির একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে। ২০ জন খুদে ফুটবলারদের নিয়ে একটি 'ফুটবল ক্লিনিকে' অংশ নেবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এছাড়াও আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে সামনাসামনি সাক্ষাৎ করবেন বাংলার সন্তোষজয়ী দলের তারকারা।

দিল্লিতে বিস্ফোরণ, বাড়ল নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ম্যাচ ঘিরে ইডেন গার্ডেন্সকে নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা নতুন নয়। আজকের ছবিটা যদিও একটু অন্যরকম। শুক্রবার টেস্ট শুরু। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে ইডেনজুড়ে নিরাপত্তারক্ষীদের ব্যস্ততা!

ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন নগরপাল

ইডেনের বাইরে, ভিতরে সর্বত্র। সোমবার দিল্লি বিস্ফোরণের জের।

ম্যাচ ঘিরে বাড়তি সতর্কতা। বাড়ানো হয়েছে ইডেনের নিরাপত্তাও। প্রত্যেককে ভালো করে পরীক্ষার পরই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে স্টেডিয়ামে। মূলত যে দৃশ্য দেখা যায় ম্যাচের দিনগুলিতে। কিন্তু দিল্লিতে বিস্ফোরণ পুরো পরিস্থিতিই বদলে দিয়েছে। নিরাপত্তায় কোনওরকম ফাঁকফোকর রাখার ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন। ওপরমহল থেকে সেরকমই নির্দেশ।

ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারি পরিদর্শনে পুলিশ কর্তারা। ছবি : ডি মণ্ডল

বিকেলের দিকে সদলবলে ইডেন পরিদর্শন করেন কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার হালহকিকত খতিয়ে দেখেন তিনি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ সিএবি-র শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকেও বসেন। নন্দনকানন ছাড়ার আগে আত্মবিশ্বাসী গলায় নগরপাল জানান, টেস্টকে ঘিরে 'হাই অ্যালার্ট'-এ রয়েছেন তাঁরা। দিল্লি বিস্ফোরণের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে দায়িত্বে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। লালবাজার সূত্রে খবর, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে ইডেনকে। দুই দলের টিম হোটেলেও থাকছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত প্রভসুখান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : সুপার কাপের সেমিফাইনালের আগে দুঃশ্চিন্তা বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। জ্বর থাকায় অনুশীলনে দেখা যায়নি গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিলকে। তাঁর রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পর দেখা গিয়েছে, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এই গোলরক্ষক। একান্তই প্রভসুখান সেমিফাইনালে খেলতে না পারলে দেবজিৎ মজুমদার ছাড়া সেভাবে কোনও বিকল্প নেই ইস্টবেঙ্গলের সামনে। মঙ্গলবার অবশ্য অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন পিভি বিষ্ণু।

এদিকে, মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে দুই-একদিনের চিনে যাবার কথা রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তাদের ভিসা আসেনি। অবশ্য ম্যানেজমেন্ট আশা করছে, দ্রুতই ভিসা চলে আসবে।

যৌথ বিবৃতিতে চাপ বাড়াচ্ছেন ফুটবলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : লিগ শুরু করার জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উপর চাপ বাড়ছে। আলাদা করে নয়, একযোগে নিজেদের বিবৃতি প্রকাশ করে খেলা শুরুর বিষয়টি প্রায় আন্দোলনের পথে নিয়ে গেলেন ফুটবলাররা।

মঙ্গলবার সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিংগান, প্রীতম কোটাল, মনবীর সিং থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ থেকে আই লিগ-সব পর্যায়ের ফুটবলাররা একযোগে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরলেন নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে। লম্বা সময়ের দেরি হলে সেটা কোচ, সমর্থক, কর্মী এবং ফুটবলারদের কাছে একটা স্থবির পরিস্থিতি করে দেবে। আমাদের পরিশ্রম, ত্যাগ স্বীকার যেন নীরবে উধাও না হয়ে যায়।' এরপর আরও লেখা হয়েছে, 'আমরা কঠিনতম চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। তার পরেও আমাদের এই পর্যায়ে এসে আবেদন করতে হচ্ছে। পুরো ভারতীয় ফুটবলের ইকোসিস্টেম এই মুহূর্তে অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে। স্বপ্ন থেমে গিয়েছে। প্রতিটি দিন আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'

তাঁর এই বিবৃতির পরই দেখা যায় সুনীল থেকে জুনিয়ার ফুটবলারদেরও অনেকেই একই বক্তব্য নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন। সুনীল-গুরপ্রীত-মনবীরদের লেখায় দেখা গেছে, 'সমর্থকরা আমাদের ভালোবাসে এবং ওঁরা আমাদের সবকিছু। এখন তাঁদের সামনে আমরা মাঠে নামতে মরিয়া। এই সমর্থকরাই আমাদের পরিবার। এখন খেলা শুরু করার জন্য যা যা করতে হবে তার জন্য আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে তৈরি।' এই বিবৃতিতে আরও লেখা হয়েছে, 'এদেশের ফুটবল মরশুম এখনই শুরু করা খুব জরুরি। আমাদের এটাই পেশা। মাঠে নামতে বললেই নেমে পড়তে আমরা তৈরি।' ফুটবলারদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, আর চুপ করে বসে থাকতে তাঁরা নারাজ। কারণ আগেই ওডিশা এফসি, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মতো কিছু ক্লাব শুধু অনুশীলন বন্ধ রাখাই নয়, ফুটবলারদের বেতন দেওয়াও বন্ধ রেখেছে। সুপার কাপ খেলার পর কেরালা ব্লাস্টার্স, চেন্নাইয়ান এফসি, মোহনবাগান সুপার জায়েন্টও আপাতত যাবতীয় কার্যাবলি বন্ধ করে দেওয়াতেই এবার ক্রমশ আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। ফেডারেশনের তরফে দরপত্র না পাওয়ার পর একটিমাত্র বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে বিড ইভালুয়েশন কমিটির প্রধান এল নাগেশ্বর রাও ফের সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করতে চলেছেন। তবে আর তাঁদের কথার উপর নির্ভর করে থাকতে রাজি নন ফুটবলাররা। অন্য একটি সূত্র বলছে, এই বিষয়ে ফুটবলারদের পিছনে কাজ করছে ক্লাব, এফএসডিএল ও ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তিরা। ফুটবলারদের রুটিরুজির কথা তুলেই আদালতের কাছে আবেদন করা হবে। যাতে কিছু নিয়ম বদলে দ্রুত ফুটবল মরশুম শুরু করা যায়।

বাংলাদেশ ম্যাচের জন্য বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতিতে গুরপ্রীত সিং সান্ধু।

এই বিরতির জন্য তৈরি হওয়া ক্ষোভ এবং হতাশা এবার তাঁদের যে বেপরোয়া করে তুলছে, সেকথাই জানানো হয়েছে এই বিবৃতিতে। এআইএফএফ সময়সীমার শেষদিন পর্যন্ত কোনও দরপত্র পায়নি। এতদিন অপেক্ষার পরও লিগ শুরু করার বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা না পাওয়ার পরই ফুটবলাররা চরম হতাশ হয়ে পড়েন এবং তাঁদের ক্ষোভ বাইরে বেরিয়ে আসে। সন্দেশের সামাজিক মাধ্যমের দেওয়ালে প্রথম এই বিবৃতি দেখা যায়। এরপর একে একে সুনীল, গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা লিখতে শুরু করেন। যেখানে লেখা, 'আরও

সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, মনবীর সিংদের বার্তা

> সমর্থকরা আমাদের ভালোবাসে এবং ওঁরা আমাদের সবকিছু। এখন তাঁদের সামনে আমরা মাঠে নামতে মরিয়া। এই সমর্থকরাই আমাদের পরিবার। এখন খেলা শুরু করার জন্য যা যা করতে হবে তার জন্য আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে তৈরি।

২০২৬ বিশ্বকাপ খেলেই অবসর : রোনাল্ডো

ডাবলিন, ১১ নভেম্বর : ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে পর্তুগালের প্রয়োজন মাত্র ২ পয়েন্ট। সেই লক্ষ্য পূরণে ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা। তার আগে এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে পর্তুগিজ মহাতারকা জানালেন, আগামী বিশ্বকাপের পরেই তুলে রাখবেন বুট জোড়া। ৪০ বছরেও সর্বোচ্চ স্তরের ফুটবল চালিয়ে যাওয়ার রহস্য ফাঁস করে রোনাল্ডো বলেছেন, 'এই মুহূর্তে সত্যিই উপভোগ করছি। এখনও যথেষ্ট গতি এবং তীক্ষ্ণতা রয়েছে। গোল করছি। জাতীয় দলেও সময় ভালো কাটছে। তবে সত্যি কথা বলতে হয়তো আরও দুই বছর।'

তাহলে লক্ষ্য কী আগামী বছরে মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় হতে চলা বিশ্বকাপ? পর্তুগিজ মহাতারকার উত্তর, 'অবশ্যই হ্যাঁ। কারণ বিশ্বকাপের সময় আমার বয়স হবে ৪১। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ফুটবলারদের বয়স দ্রুত বাড়তে থাকে।'

বর্তমানে বাঁচা এবং প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করা- এই কৌশলেই বাকি সময়টা পার করতে চান। দেশের জার্সিতে সর্বাধিক ১৪৩ গোলের মালিকের কথায়, 'গত ২৫ বছরে ফুটবলে নিজের সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি। একাধিক নজির গড়েছি ক্লাব ও দেশের জার্সিতে। সে জন্য আমি গর্বিত। তাই বাকি সময়টা উপভোগ করতে চাই, বর্তমানে বাঁচতে চাই।'

সেমিফাইনালে গাজোল

জলপাইগুড়ি, ১১ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রুনু গুহ ঠাকুরতা ও সুভাষ ভৌমিক ট্রফি উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল মালদার গাজোল আদিবাসী ক্লাব।

মঙ্গলবার তারা ২-১ গোলে শিলিগুড়ির নবাঙ্কুর সংঘ লাইব্রেরিকে হারিয়েছে। গাজোলের ম্যাচের সেরা মোহিত মণ্ডল ও অমল বাসক গোল করেন। নবাঙ্কুরের গোলটি জয়হরি বর্মনের। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব ও দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

গীতাংশ খেরা ও বিনয় চৌধুরী। পাঞ্জাবের ছেলে। আপাতত ঠিকানা কলকাতার ভবানীপুর ক্লাব। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের ছোটবেলার বন্ধু। মঙ্গলবার দুপুরে ভারতীয় দলের অনুশীলনের শেষ পর্বে ইডেন গার্ডেন্সে হাজির হয়ে গিলের সঙ্গে দেখা করলেন তাঁরা। সিএবি-র ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে বন্ধুদের থেকে খোঁজও নিয়েছেন শুভমান।

হার সোনার বাংলা যুব সংঘের

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : সোনার বাংলা যুব সংঘের মৃণাল ইসলাম ও হামিদ মিয়াঁ ট্রফি ফুটবলে মঙ্গলবার অসমের মোংরা এফসি ৪-১ গোলে আয়োজক দলকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা মোংরার সত্যজিৎ হাঁসদা হ্যাটট্রিক করেন। তাদের বাকি গোলটি পলাশ কিস্কুর। সোনার বাংলার গোলস্কোরার জোংমা নাজারি। বৃহস্পতিবার খেলবে গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি ও দক্ষিণ পারঙ্গেরপার ফুটবল অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সত্যজিৎ হাঁসদা। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

দীপেশ নন্দী
জন্ম : ১৯৪৬ * মৃত্যু : ২০২২
তুমি যেখানেই থাকো
ভালো থেকো
ভাগ্যহীনা -
স্ত্রী ঃ শিবানী নন্দী
ও কন্যাদ্বয়

চ্যাম্পিয়ন মহাশক্তি

সিতাই, ১১ নভেম্বর : নয়ারহাট বিবেকানন্দ ক্লাবের ৮ দলীয় নৈশ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মহাশক্তি ক্লাব। সোমবার রাতে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জিতেছে শিব শক্তি ক্লাবের বিরুদ্ধে। পুরস্কার তুলে দেন বিবেকানন্দ ক্লাবের সভাপতি সঞ্জয় বর্মন।

ব্রোঞ্জ নকুলের

মালদা, ১১ নভেম্বর : চেন্নাইয়ে এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে ব্রোঞ্জ জিতলেন মালদার ৮৪ বছরের নকুল চৌধুরী। পুরুষদের ৮০ উর্ধ্ব বিভাগে দেড় হাজার মিটার দৌড়ে তৃতীয় হয়েছেন তিনি।

রানার্স মালবাজার

মালবাজার, ১১ নভেম্বর : শিলিগুড়ির অনুষ্ঠিত রাজ্য তাইকোন্ডোতে মহিলা বিভাগে রানার্স হয়েছে মালবাজার। পুরুষদের বিভাগে তৃতীয় তারা। প্রতিযোগিতায় ১১টি সোনা সহ ২৩টি পদক এসেছে মালবাজারের ঘরে। দলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কোচ বিট্টু সরকার।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসিফ নাজির।

সেরা আসিফ

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : হুগলি জেলা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাজ্য ব্যাডমিন্টনে অনূর্ধ্ব-৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহারের আসিফ নাজির। কোন্নগরে প্রতিযোগিতাটি ৮ নভেম্বর শুরু হয়েছিল। চলেছে মঙ্গলবার পর্যন্ত।

TECHNO INDIA FOUNDATIONAL SCHOOL, DINHATA
A unit of Techno India Group (TIG), SRC Initiatives
JOB VACANCY
Invites applications for the following positions :
- Principal - 01 (Female)
- Admission Counsellor - 01(Female)
- Teacher (PRT/PPRT) - 04 (Female)
- Office Assistant - 01
- Support Staff/Group-D - 02
- Driver -01 • Lady Attendant - 04 (Female)

Mail your CV before 15th November 2025 to:
technoschooldinhata@gmail.com
tigpsdinhata@gmail.com

টাকা থেকে শুরু ডাউন পেমেন্ট ₹1,999^
কর্পোরেট অফার ₹2,200^ পর্যন্ত
তাৎক্ষণিক ছাড় ₹10,000^ টাকা পর্যন্ত
HDFC BANK FESTIVE TREATS ক্রেডিট কার্ড
Powered by pine labs
এক্সচেঞ্জ অফার ₹2,500^
বিশদে জানতে স্ক্যান করুন

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY *Conditions apply
Hero GoodLife Stand a chance to win 100% Cashback | 24 Carat Gold Coin and many more assured benefits^
Additional offers on Flipkart amazon.in

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. I CIN: L35911DL1984PLC017354 I For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. 125M is as per the cumulative dispatch number till Aug 2025. *Based on the data available in the public forum for products in 125cc Motorcycle segment. AERA Tech is Advanced Electronic Ride Assist Technology. ^Finance offer is at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. #Ex-showroom price of Glamour X Drum variant in West Bengal.

টোল ফ্রি নম্বর 1800 266 0018

Authorised Dealers: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904. Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur: Gupta Auto Centre-9733726677, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171, Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar: Deep Auto Centre-9800630306, Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422.
FCB INTERFACE/8486/NOV25/BEN